ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

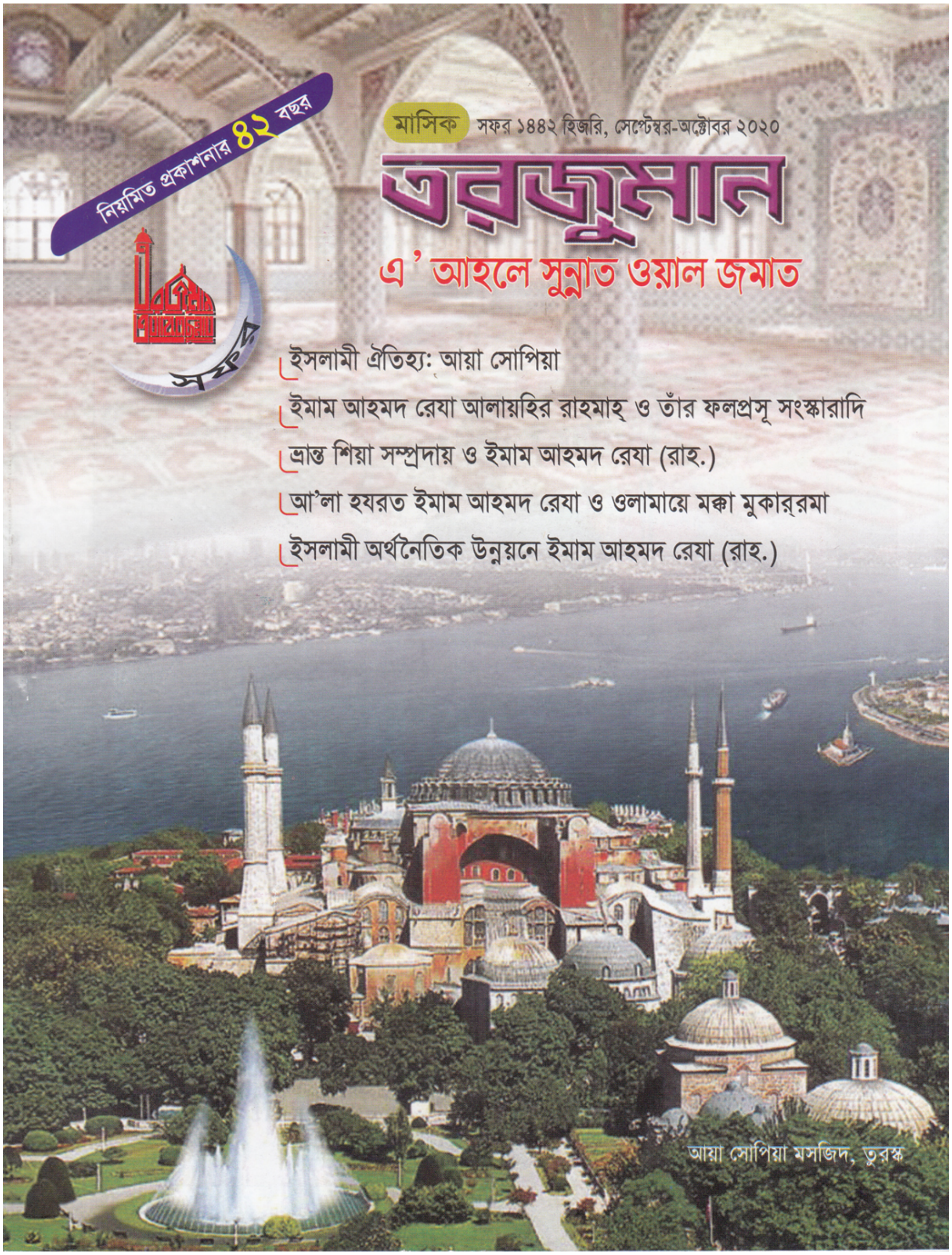

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org

মাসিক

তরজুমান

৪২ তম বর্ষ □ ২য় সংখ্যা

সফর : ১৪৪২ হিজরি

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০, আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৭
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ৯

শানে রিসালত ১১
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইসলামী ঐতিহ্য: আয়া সোপিয়া ১৩
ডক্টর সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ্ আল-মারূফ

ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় ও ইমাম আহমদ রেযা ১৭
আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

তাফসীর শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)'র অনন্য দক্ষতা ১৯
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল নোমান

কতিপয় যুগজিজ্ঞাসার জবাবে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ২৪
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক (রহ.) ২৮
অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ও তাঁর ফলপ্রসু সংস্কারাদি ৩৩
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ও ওলামায়ে মক্কা মুকাররমা ৩৭
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

আ'লা হযরত রচিত একটি না'তে রাসূলের কাব্যানুবাদ ৪১
মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অবদান ৪২
মুহাম্মদ আবদুর রহীম

প্রশ্নোত্তর ৪৪

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা: একটি পুণ্যময় জীবন ৫৩
মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৫৯

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
www.facebook.com/monthlytarjuman

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

এঐঊ গঙঘএঐখণ এঅজঔটগঅঘ
অ.ঈ.ঘঙ. - ঝই/১৪৫৩০১০০০১৬৬৯
জটচঅখও ইঅঘক খঞউ.
উঊডঅঘ ইঅতঅজ ইজঅঘঈঐ
ঈঐওঞঞঅএঙঘএ, ইঅঘএখঅউঊঝঐ.

আনজুমানের মিসকিন ফান্ড একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫
চলতি হিসাব, রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

সম্পাদকীয়

ইসলামী বিশ্বের উজ্জ্বল নক্ষত্র বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ১২৭২ হিজরীর ১০ শাওয়াল (১৪ জুন ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ) ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, ক্ষুরধার লেখনী, সৃজনশীল গবেষণা ও প্রিয় নবীর অনন্য প্রেমিক হবার সুবাদে তিনি চিরঞ্জীব। সশরীরে তিনি নেই অথচ সার্বক্ষণিক তাঁর চর্চা চলমান। ইসলামের সকল শাখা-প্রশাখায় তাঁর স্বত:স্ফূর্ত সাবলীল বিচরণ আমাদের আকৃষ্ট করে। তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারি, শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত, মা'রিফাত ও ফিকহ্ শাস্ত্রের প্রতিটি বিষয়ে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম মাসআলা মাসায়েল সমূহের তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র নীতি আদর্শ, আক্বীদা বিশ্বাসের ওপর প্রদত্ত মতামত অধ্যাবদি কেউ খণ্ডন করতে পারেনি এবং ভাবিষ্যতেও কেউ পারবে না বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ তিনি শুধু প্রচলিত শিক্ষা, গবেষণা, ইজমা, কিয়াসের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না, তিনি প্রিয় নবীর প্রত্যক্ষ ফয়ুজাত প্রাপ্ত একজন উচ্চস্তরের কামিল পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত সহস্রাধিক কিতাব ইসলামী বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারেরর এক অমূল্য সম্পদ। দ্বীন, মাযহাব, মিল্লাত, শরীয়ত, তরীকত বিরোধী ও নবী-অলী বিরোধী বক্তব্যের সমুচিত জবাব তাঁর কিতাবসমূহে পাওয়া যাবে। এমন কোন বিষয় বা প্রশ্ন নেই যার উত্তর এসব কিতাবে পাওয়া যাবে না।

আরবী, ফার্সী, উর্দু সব ভাষাতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য ঐসব ভাষায় লেখাগুলোর মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো পরিস্ফুট হয়েছে। আরবী মাতৃভাষা না হলেও এ ভাষার ওপর প্রচন্ড দখল ছিল, আরবী ভাষায় রচিত কিতাব সমূহ পাঠ করে স্বয়ং আরবী পন্ডিতরা বিস্ময়ে হতবাক হন। তাঁর রচিত না'ত শরীফ 'মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম, শাময়ে বজমে হেদায়েত পে লাখো সালাম', এতই জনপ্রিয় ও মর্মস্পর্শী যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত অনুসারীদের যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সানন্দচিত্তে পরিবেশন করা হয়। ১২ রবিউল আউয়াল জশ্নে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)উদ্‌যাপনকালে লক্ষ লক্ষ নবী প্রেমিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠের আওয়াজ শুনে বাতিলপন্থীরাও মোহাবিষ্ঠ হয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সারা মন-প্রাণ নবী প্রেমের পরশে উদ্বেলিত হয়ে উঠে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র অনুসারীরা নবী অলী প্রেমিক সুন্নী জনতার হৃদয়গ্রাহী এই না'ত শরীফ অন্তরে ধারণ করে রেখেছে, এর আবেদন সুদুর প্রসারী। এর চেয়ে গ্রহণযোগ্য শ্রুতি মধুর না'ত শরীফ বর্তমান বিশ্বে নেই বললেই চলে।

এ মহামনীষী নবী প্রেমিক আ'লা হযরত ইসলাম'র মূলধারার অনুসারীদের পরিবেষ্টন করে রেখেছো। যখনই কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হোন না কেন তাঁর লেখনীর মধ্যে উত্তর মিলবে। যতোদিন পৃথিবী চলমান থাকবে, ততোদিন আ'লা হযরত'র দিক নির্দেশনা আমাদের পথ দেখাবে, চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। তাঁর সৃষ্টি অমর, অক্ষয়, চির অম্লান হয়ে আমাদের মনে ক্রিয়াশীল থাকবে। এই মহাজ্ঞানীর অবদান চিরস্মরণীয়। তিনি আমাদের তথা মুসলিম মিল্লাতের ওপর যে ইহসান করেছেন তাঁর কোন প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী'র (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) অনুসৃত নীতি-আদর্শ তথা মসলকে আ'লা হযরত'র ওপর স্থির থাকতে পারি তাহলে সেটাই হবে তাঁর প্রতি বিনম্র-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

মসলকে আ'লা হযরত'র নীতি-আদর্শের ওপর স্থাপিত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ও আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র প্রতিষ্ঠাতা আওলাদে রসূল (দ.) হযরত সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ফয়ুজাত প্রাপ্ত মুরীদ সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার খেলাফত প্রাপ্ত একনিষ্ঠ সেবক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শিক্ষাবিদ, লেখক ও দৈনিক আজাদী ও মাসিক কোহিনূর পত্রিকার এবং কোহিনূর লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ফানাফীশ্ শায়খ ফানাফীর রসূল (দ.) আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আবদুল খালেক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ৫৮তম ওফাত বার্ষিকী (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং)। তিনি কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস'র ওপরে আওলাদে রসূল (দ.) সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র জন্য খানকাহ্ শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আনজুমান ট্রাস্ট ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রতিষ্ঠা লগ্নে একজন প্রজ্ঞাবান ও অভিভাবক কর্মকর্তা হিসেবে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার প্রচার-প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। এতদ অঞ্চলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র প্রচার-প্রসারে, প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের খেদমত, মানব সেবামূলক কর্মকান্ড ও শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদানকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আমরা এ মহান কীর্তিমান পুরুষের রাফে দরাজাত কামনা করি। ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আবুল খালেক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র কর্মজীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যেন নিষ্ঠার সাথে শরীয়ত তরীকতের খেদমত করতে সক্ষম হই।

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

দরসে কোরআন

হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

তরজমাঃ তরজমা ঃ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে যা কিছু রয়েছে নভোমন্ডল এবং যা কিছু রয়েছে ভূ-মন্ডলে। এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন প্রথম সমাবেশের জন্য, তোমাদের ধারণা ছিল না যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করতো যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর (শাস্তির) নির্দেশ তাদের নিকট আসল এমন দিক থেকে যার কল্পনাও তারা করেনি, এবং তিনি তাদের অন্তর গুলোতে ভয়-ভীতির সঞ্চার করলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করো। হে দৃষ্টি শক্তি সম্পন্নরা! আর আল্লাহ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন তবে পৃথিবীতেই তাদের উপর শাস্তি আপতিত করতেন। এবং তাদের জন্য রয়েছে পরকালে আগুনের শাস্তি। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী। [১-৪ নং আয়াত- সূরা হাশর]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

পবিত্র কুরআনে করীমের যে সকল সূরা سبّح অথবা يسبّح শব্দের মাধ্যমে শুরু হয়েছে মুফাসসেরীনে কেরাম সেগুলোকে مسبّحات বলে অভিহিত করেছেন। تسبيح মানে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পবিত্রতা বর্ণনা করা। সূরা “আল-হাশর” ও مسبّحات এর অন্যতম। এসব সূরায় নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর জন্য আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার বিষয়টি বিশদভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আশরাফুল মাখলুকাত মুমিন নর-নারীগণকে যেন উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে সম্ভাব্য সব সময় মহা প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা আল্লাহর পবিত্রতা, গুনগান বর্ণনায় মশগুল হতে। অবস্থার মাধ্যমে এই পবিত্রতা পাঠ সকলেরই বোধগম্য। কারণ, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অনু-পরমানু তার সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও অপার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্যদাতা। এটাই তার তাছবিহ পাঠ। তবে যথার্থ সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে আক্ষরিক অর্থে তাছবীহ পাঠ করে। কেননা, মহান আল্লাহ প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে পবিত্রতা বর্ননা করা। কিন্তু এসব বস্তুর তাছবীহ পাঠ মানুষ শ্রবণ করে না। যেমন, কুরআনে করীমে এরশাদ হয়েছে- **وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ () هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ () وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ () ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَن يُشَاقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ()

তরজমা: জগতের সকল বস্তুই আল্লাহর গুনগান সহ পবিত্রতা বর্ননা করে, যদিও তোমরা তাদের তাছবীহ পাঠ অনুধাবন করতে পার না। [সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত-৪৪]

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ সূরার শুরুতে অতীতকাল জ্ঞাপক পদ سبّح উল্লেখিত হয়েছে। শুধু সূরা জুমুআহ ও সূরা তাগাবুন এর শুরুতে ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক পদ يسبّح ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় অলংকার শাস্ত্র এর মতে অতীতকাল জ্ঞাপক পদ নিশ্চয়তা বোঝায়। এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। আর ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক পদ সদা সর্বদা হওয়া যায়। তাই এ অর্থ বোঝানোর জন্য দুই সূরার প্রারম্ভে এ পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

শানে নুযুল

সূরা আল-হাশর এর শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাচ্ছেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন-এ সূরা পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় ইয়াহুদী গোত্র “বনু নুযায়র” প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এ জন্য মুফাস্‌সিরকূল সরদার সাইয়্যেদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা এটাকে “সূরা বনী নুযায়র” বলে আখ্যায়িত করতেন। রাসূলে আকরম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা শরিফে আপন শুভাগমনের আলো বিচ্ছুরিত করলেন তখন তারা আল্লাহর হাবীবের সাথে এ শর্তে সন্ধিতে উপনীত

দরসে কোরআন

হলো যে, আমরা নিরপেক্ষ থাকবো, না আপনার বিরুদ্ধে লড়বো, না আপনার বিরুদ্ধে শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করে তাদের কে সহযোগিতা করবো।

অতঃপর যখন "বদর" যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচালনায় মুসলমানরা বিজয়ী হলেন তখন বনু নুযায়র গোত্রের লোকেরা রাসূলে খোদা (দঃ) এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলতে লাগলো "ইনি ওই রাসূলই হোন যাঁর বর্ণনা তওরাত শরীফে রয়েছে।" আবার যখন ওহুদ যুদ্ধে বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের কিছুটা বিপর্যয় ঘটলো, তখন এরা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করতে লাগলো। তাদের নেতা কা'ব বিন আশরাফ চল্লিশজন সঙ্গী-সহচর সহ পবিত্র মক্কায় এসে খানায়ে কা'বার গিলাফ শরীফ জড়িয়ে ধরে মক্কায় কাফেরগনের সাথে আল্লাহর হাবীবের বিরুদ্ধে অবস্থানের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। যার ফলশ্রুতিতে "আহযাবের যুদ্ধ" সংঘটিত হলো। এ বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা কা'ব বিন আশ্রাফকে হত্যা করলেন। বনু নুযায়র গোত্রকে অবরুদ্ধ করা হলো তাদের বস্তিতে। মুনাফিকগণ বাহ্যত সহানুভুতি প্রদর্শন করলেও বাস্তবে বনু নুযায়র এর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তারা বনু নুযায়র এর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা প্রদর্শন করল। দীর্ঘ একুশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর তারা পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারা ছেড়ে অন্যত্র নির্বাসিত হতে সম্মত হলো। অবশেষে বুন নুযায়র পবিত্র মদিন ছেড়ে সিরিয়া, আরিহা ও খাইবার এর দিকে চলে গেল। আর মুমিনগণ তাদের অনিষ্ট হতে নিরাপদ হলেন।

[তাফসীরের খাযায়েনুল ইরফান ও নুরুল ইরফান শরীফ]

سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ الخ

আল্লাহর পবিত্র বাণী "নভোমন্ড ও ভু-মন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। " এর মর্ম বাণীর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, "জিন ও ইনসান" ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে কাফির-মুশরিক তথা মহান আল্লাহর অবাধ্য ও অস্বীকারকারী কেউ নেই। বরং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য, জীব-জড়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ,অনু-পরমানু নির্বিশেষে সকল সৃষ্টিই মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অনুগত-বাধ্যগত। সর্বক্ষণ আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনায় নিয়োজিত। কুরআনে হাকিমে অসংখ্যবার এ বিষয়টি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ মুমিনগণকে তাগিদ দিয়েছেন তারাও যেন অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় স্রষ্টার অনুগত-বাধ্যগত হয়। সম্ভাব্য সবসময় মহান আল্লাহর তাছবীহ-তাহলীল পাঠের মধ্যে দিয়ে নিজের ভিতরগত সত্ত্বাকে যেন আলোকিত করে।

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا

আল্লাহর পবিত্র বাণী "তিনিই, যিনি কিতাবী কাফিরগণকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন প্রথম সমাবেশের জন্য"এর ব্যাখ্যায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন-মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাসরত ইয়াহুদীগোত্র বনু নুযায়র কর্তৃক রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আল্লাহর নবীকে গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্র করা, ইসলাম আর মুসলমানদের মোকাবেলায় মক্কায় কাফের-মুশরেকদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হওয়া এবং আহযাবের যুদ্ধে মক্কায় কাফের-মুশরেকদেরকে সাহায্য করা ইত্যাদি কারণে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পবিত্র মদীনার পুণ্যভূমি থেকে চিরতরে বহিষ্কার করলেন। তারা একুশদিন যাবত তাদের দূর্গে অবরুদ্ধ থাকার পর অবশেষে মদীনা মুনাওয়ারা ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। এখানে দৃশ্যতঃ আল্লাহর হাবীবই তাদেরকে মদীনা মুনাওয়ারা হতে নির্বাসিত করলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন "সূরা হাশর" এর আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াত هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا অবতীর্ণ করে বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করলেন-আমি আল্লাহই ইয়াহুদী গোত্র "বনু নুযায়র" কে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়েছি। এহেন ঘোষণার মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে জানিয়ে দিলেন-হাবীবে খোদা আশরাফে আম্বিয়া মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর নিবিড়তম, ঘনিষ্টতম ও পরম প্রিয়তম সুহৃদ। তাঁর প্রতিটি মহিমান্বিত কথা, কর্ম ও সিদ্ধান্ত যেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহিমান্বিত কথা, কর্ম ও সিদ্ধান্ত। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য কিংবা তফাৎ-তারতম্যের দেয়াল নির্মাণের সুযোগ নেই ঈমানদারের জন্য। এ বিষয়ের উপর কুরআনে করীমে অসংখ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ সকল কে উপরোক্ত সত্য হৃদয়ঙ্গম করার তৌফিক নসীব করুন। আমীন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ইসলামে আযানের গুরুত্ব ও মাসায়েল

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

وعن مالك بن الحوريث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّوا كما رايتمونى اصلى واذا حضرت الصلوة فليوذن لكم احدكم ثم ليومّكم اكبركم [متفق عليه]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والموذّن مؤتمن ـ اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين [رواه ابو داود واحمد و الترمذى]

অনুবাদঃ হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরেস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা তেমনিভাবে নামায পড়ো, যেমন আমাকে নামায পড়তে দেখেছো। যখন নামাযের সময় হবে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বড় জন ইমামতি করবে। [বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইমাম হচ্ছে যিম্মাদার, আর মু'আজ্জিন হচ্ছে আমানতদার, হে আল্লাহ্ ইমামদেরকে হেদায়ত দান করো এবং মুয়াজ্জিনদেরকে ক্ষমা করো। [আবু দাঊদ, আহমদ, তিরমিযী]

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামাযের প্রতি আহ্বানের এক গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী বিধানের নাম হলো আযান। মুসলিম সংস্কৃতির এক বলিষ্ঠ নিদর্শন আযান। ইসলামের ঐতিহ্য ও নিদর্শন হিসেবে আযানের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। আযান উচ্চারণকারী মুয়াজ্জিনের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। ইসলামী শরীয়তে এক বিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে রয়েছে আযানের ইতিহাস ও বিধি-বিধান। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আযানের ফযীলত ও এতদসংক্রান্ত শরয়ী মাসায়েল সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার লক্ষ্যে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসঃ

www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

আযান শব্দের অর্থ

আযান শব্দটি আরবি, এর আভিধানিক অর্থ ঘোষণা দেওয়া, আহ্বান করা, জানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

শরয়ী পরিভাষায় আযানের সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

الاذان هو الاعلان بوقت الصلوة بالفاظ مخصوصة

অর্থঃ কতিপয় নির্দিষ্ট শব্দাবলি দ্বারা নামাযের সময় জানিয়ে দেওয়াকে আযান বলা হয়।

পবিত্র কুরআনে আযান শব্দের ব্যবহার

মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন

اذان من الله ورسوله

অর্থ: আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা। (৯:৩)

আরো এরশাদ হয়েছে- فاذّن موذن بينهم অর্থাৎ একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করলো। (৭:৪৪)।

সূরা জুম'আতে এরশাদ হয়েছে-

ياايهاالذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যখন জুম'আর দিবসে নামাযের আযান হয়, তখন আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ কর। [সূরা জুমআ, আয়াত-৬২]

আযানের সূচনা

মদীনায় হিজরতের পর নামাযের জন্য আহ্বান করার নির্দিষ্ট কোন নিয়ম ছিলনা। প্রত্যেকে নিজ নিজ উদ্যোগে মসজিদে একত্রিত হলে নামায আরম্ভ হতো। যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন সাহাবায়ে কেরাম নামাযের সময় সম্পর্কে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করলেন। কেউ প্রস্তাব দিলেন নামাযের সময় আগুন জ্বালানো হোক। কেউ প্রস্তাব করলেন ঘন্টা/ধ্বনি বাজানো হোক। এর উপরও আপত্তি হলো, কারণ এটা খৃস্টানদের প্রথা। মুসলমানরা বিজাতীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করতে পারে না। মুসলমানদের সংস্কৃতি ভিন্নতর ও স্বতন্ত্র হতে হবে। ঐ রাতেই প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বপ্নযোগে আযানের শব্দগুলো শুনতে পান। ইকামতের

দরসে হাদীস

বাক্যগুলোও তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হয়। তিনি প্রত্যুষে স্বপ্নের ঘটনা বিস্তারিতভাবে নবীজিকে ব্যক্ত করলেন, ঘটনা শুনে নবীজি বললেন এটি সত্য স্বপ্ন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাক্যগুলো হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শিখিয়ে দিতে বললেন। বোখারী শরীফে এরশাদ হয়েছে, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নামাযের ঘোষণা দেওয়ার জন্য একজন লোকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন হে বেলাল! উঠ নামাযের জন্য ঘোষণা দাও। আযান শুনে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবীজিকে জানান তিনিও রাতে স্বপ্নযোগে অনুরূপ আযানের বাক্যগুলো শুনেছেন।

[মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, আযান অধ্যায়]

হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কণ্ঠে প্রথম আযান ধ্বনিত হয়। মদীনার মসজিদে নববী শরীফে তিনিই প্রথম আযান দেন। পরবর্তী পর্যায়ে মক্কা বিজয়ের পর কাবা ঘরে তিনিই প্রথম আযান দেন। হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীজির প্রেমে এতই বিভোর ছিলেন যে, নবীজির ওফাতের পর শোকাভিভূত হয়ে বিরহ বেদনায় আর আযান দিতে পারতেন না। নবীজির বিদায়ের শোক সহ্য করতে না পেরে তিনি মদীনা ছেড়ে সিরিয়ার দামেস্কে চলে যান।

সওয়াবের নিয়্যতে আযান দানের ফযীলত

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যয়ে আযান প্রদানকারী মুয়াজ্জিনদের জন্য নবীজির পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে, এরশাদ হয়েছে-

عَنْ ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذن سبع سنين محتسبا كتب له براة من النار [رواه الترمذى وابوداود وابن ماجه]

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সাত বছর যাবত শুধু সওয়াবের জন্য আযান দিল, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। [তিরমিযী, আবু দাঊদ ও ইবনে মাযাহ]

ক্বিয়ামতের দিবসে মুয়াজ্জিনের মর্যাদা প্রকাশ পাবে

হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি 'মুয়াজ্জিনগণ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে উঁচু গর্দানের অধিকারী হবে। [সহীহ্ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৩৮৭]

হযরত বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সামনের কাতারের উপর রহমত প্রেরণ করেন ও ফেরেশতাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আর মুয়াজ্জিনকে তাঁর আওয়াজ পরিমাণ ক্ষমা করা হয়, শুষ্ক ও তাজা যে কোন বস্তু তার আওয়াজ শুনে তারা তাকে সত্যারোপ করে যার তার সাথে সালাত আদায় করে তাদের সওয়াবও তাকে প্রদান করা হয়।

[নাসাঈ শরীফ, ২/১৬ হাদীস নং-৬৪৬]

আযানের আগে ও পরে দরূদ পাঠ করা শরীয়ত সম্মত

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلو على فانه من صلى على صلوة صلى الله عليه بهاعشر [رواه مسلم]

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান শুনবে তখন তোমরাও সেভাবে বলো, যেভাবে সে বলেছে, তারপর আমার উপর দরূদ প্রেরণ করো। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ প্রেরণ করবে আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত প্রেরণ করেন।

[মুসলিম শরীফ]

আজানের পর দরুদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত, যা বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আযানের আগে দরূদ শরীফ পাঠ করা জায়েয বরং সওয়াবের কাজ যা ইসলামী ফিক্বহ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কিতাবাদি দ্বারা প্রমাণিত।

[মিরআতুল মানাজিহ, ১ম খন্ড]

আযানের পূর্বে সালাত-সালামের শব্দ বলার পর দুই তিন মিনিট নিরবতা পালন করে আযান শুরু করা উচিত। অনুরূপ আযানের পর দুই এক মিনিট বিরতি রেখে দুরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। স্মর্তব্য যে, আযানের পূর্বে বা পরে দরূদ শরীফ পাঠ করাটা কখনো আযানে সংযোজন নয়। কেননা দরূদ শরীফ কখনো আযানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফতোয়ায়ে শামীর বর্ণনা মতে সাতটি স্থানে দুরুদ শরীফ পাঠ করা মাকরূহঃ

দরসে হাদীস

১. স্ত্রী সহবাসকালে, ২. মলমূত্র ত্যাগকালে, ৩. ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা সামগ্রীর প্রচারের জন্য, ৪. পা পিছলে যাওয়ার সময়, ৫. আশ্চর্য হওয়ার মুহূর্তে, ৬. প্রাণী জবেহ করার সময় এবং ৭. হাঁচি দেওয়ার সময়।

রদ্দুল মুখতার উল্লেখ রয়েছে- ومستحبة فى كل اوقات الامكان বর্ণিত সাত স্থান ব্যতীত, সম্ভাব্য সব অবস্থায় ও সময়ে দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব তথা জায়েজ।

[সূত্র. রদ্দুল মুখতার, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮২]

বিশ্ববিখ্যাত ফিক্বহ্গ্রন্থ 'কিতাবুল ফিক্বহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ'' নামক কিতাবে আযানের পূর্বে দরুদ শরীফ পাঠের বৈধতা প্রসঙ্গে শিরোনাম রয়েছে- باب الصلوة على النبى قبل الاذان [কৃত. আল্লামা আবদুর রহমান জরিরী, খন্ড-১, পৃ. ৩২৬]

আযানের শরয়ী বিধান

পঞ্জেগানা নামায ও জুমার জন্য আযান দেওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্, যদি আযান দেয়া না হয়, সকল লোক গুনাহ্গার হবে। ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দেবে। নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দিয়ে দিলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দেওয়া জরুরী।

[আলমগীরি, বাহারে শরীয়ত]

ফরজ নামায ব্যতীত অবশিষ্ট নামাযের যেমন বিতর, জানাযা, দুই ঈদের নামায, সুন্নাত নামায, তারাবীহ্ নামায, মান্নতের নামায, বৃষ্টি প্রার্থনার নামায, দ্বিপ্রহরের নামায, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের নামায এবং সর্বপ্রকার নফল নামাযের জন্য আযান নেই। [বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড]

ঘরে নামায আদায়কারীর জন্য মহল্লার মসজিদের আযানই যথেষ্ট। তবে একাকী নামায আদায়কারীর জন্য ইকামত দিয়ে নামায আদায় করা উত্তম। অনুরূপ ঘরে জামাত সহকারে নামায আদায়ের জন্য আযান দেওয়া উত্তম। ইকামত দেয়া আবশ্যক।

অযু সহকারে কেবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে উভয় কানের ছিদ্র পথে শাহাদাত আঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে শুদ্ধভাবে আযানের বাক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে আযান দেওয়া সুন্নাত। অযু বিহীন আযান দেওয়া মাকরূহ। বসে আযান দেওয়া মাকরূহ। কেউ বসে আযান দিলে দাঁড়িয়ে পুনরায় দিতে হবে। [বাহারে শরীয়ত, আলমগীরি]

আযানের জবাব দু' প্রকার

এক. জবাবে ফেলী তথা কার্যত জবাব। নামায আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক প্রত্যহ পাঁচওয়াক্ত, নামায আদায়ের মাধ্যমে আযানের জবাব দেওয়া মুসলমানের জন্য ফরজ।

দুই. জওয়াবে কওলী- মৌখিক জবাব। মুয়াজ্জিনের আযানের শব্দাবলী শুনার পর অনুরূপ মৌখিক জবাব দেওয়াকে ফকীহগণ সুন্নাত বলেছেন। কারো কারো মতে মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাব মতে আযানের বাক্য হচ্ছে পনেরটি, ইকামতের সতেরটি। আযান শ্রবণকারীর উপর মৌখিক জবাব দেওয়া সুন্নাত। মুয়াজ্জিন যে বাক্য বলবে শ্রোতাও ওই বাক্য বলবে, তবে মুয়াজ্জিন যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' বাক্যটি বলবে শ্রোতা শ্রবণের পর প্রিয়নবীর প্রতি তাজিম সম্মান প্রদর্শনার্থে নিজের দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ের নখে মুখ দ্বারা চুমু দিয়ে, 'সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলে নিজের চোখে লাগানো বরকতময় মুস্তাহাব আমল।

দ্বিতীয়বারে শ্রোতাগণ 'মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' বাক্য শ্রবণের পর পূর্ব নিয়মে, 'কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলে দু'চোখে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুমো দিয়ে চোখে লাগাতে হয়। অতঃপর বলতে হয়, 'আল্লাহুম্মা মাততিনী বিস সাময়ী ওয়াল বাছারী। অতঃপর মুয়াজ্জিনের অনুরূপ শ্রোতাগণও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ বলবে।

[সূত্র. ফতোয়ায়ে শামী, ১/৩৯৮, পৃ. আযান অধ্যায়]

এ মর্মে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মুয়াজ্জিনকে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্ বলতে শুনেছেন, তখন তিনিও অনুরূপ বললেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ে চুমো দিয়ে তা চোখে মালিশ করলেন। এ আমল দেখে নবীজি এরশাদ করলেন- من فعل مثل ما فعل خليلى فقد حلت عليه شفاعتى অর্থ: যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর ন্যায় আমল করবে তার জন্য আমার সুপারিশ বৈধ হয়ে গেল। [সূত্র. মাকাসিদুল হাসানা, পৃ. ৬৮৩, হাদীস নং-১০২১]

মুয়াজ্জিনের হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহর জবাবে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ বলবে। উভয়টা বলা উত্তম। ফজরের আযানে 'আস্সালাতু খায়রুম্ মিনান নাউম এর জবাবে' 'সাদাক্বতা ওয়া বাররাতা ওয়া বিল হাক্বকিক্ব নাতাক্বতা বলবে।

[ফতোয়ায়ে শামী, বাহারে শরীয়ত]

আযানের দুআতে وارزقنا شفاعته يوم القيامة বলাটা হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

[সগীরি, পৃ. ১৯৮, মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মাহে সফর

'সফর' আরবী সনের দ্বিতীয় মাস। ইসলামের ইতিহাসে এ
মাসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। মানব ইতিহাসের
বহু ঘটনা বিশেষভাবে এ মাসে সংঘটিত হয়েছে হাদীস
শরীফে এ মাস সম্পর্কে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়।
এ মাসে অনেক সম্মানিত নবী নবুয়তের পরীক্ষামূলক
মছিবতের সম্মুখিন হয়েছেন, যা ইতিহাসে খ্যাত। যেমন-
হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম'র জান্নাতে থাকাবস্থায়
নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্
সালামকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ, হযরত আইয়ুব আলায়হিস্
সালাম'র কঠিন বালায় পতিত হওয়া, হযরত ইউনুচ
আলায়হিস্ সালাম মাছের উদরস্থ হওয়া, মহানবী হযরত
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর লোবাইদ
ইবনে আছম ও তার পুত্রদের কৃত যাদুর বাহ্যিক প্রভাব
থেকে আরোগ্য লাভের মত বহু ঘটনা ঘটেছে এ মাসেই।
বালা-মছিবত মুমিনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এ ধরণের
বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা
করার জন্য হাদীস শরীফে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অলি
বুযুর্গগণ বিভিন্ন ধরণের দু'আ, নফল নামায, অজিফা
ইত্যাদি দ্বারা সাধারণ মানুষকে ধন-স্বাস্থ্য ও সম্পদ এবং
ঈমানী বালা-মছিবত থেকে রক্ষা করে খোদার নৈকট্য
লাভের পথ দেখিয়েছেন।

এ মাসের নফল এবাদত

সফর মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর দুই রাকাত করে ছয়
রাকাত নফল নামায পড়া যায়। অতঃপর দরূদ শরীফ পাঠ
করে নিম্নের দু'আ পাঠ করবেন-
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া
নাবিয়্যিকা ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম।
আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শার্‌রি হাযাশ শাহ্‌রি ওয়া
মিন কুল্লি সিদ্দাতিন ওয়া বালাইন ওয়া বালিয়্যাতিন
কদ্দরতা ফীহি এয়া দাহ্‌রু, এয়া দায়াহারু, এয়া দায়াহারু
ওয়া ইয়া কানা এয়া কায়নুন, এয়া কায়নানু এয়া আজালু
এয়া আবাদু এয়া মুবদিউ এয়া মুরীদু, এয়া যালজালালী
ওয়াল ইকরামি এয়া যাল আরশিল মাজীদী আন্‌তা
তাফয়ালু মা তুরীদু আল্লাহুম্মাহরুছ বি আইনিকা নফ্‌সী
ওয়া আহ্‌লি ওয়া মালি ওয়া ওয়ালাদী ওয়া দ্বীনি ওয়া
দুনয়াঈ মিন হাযিহিছ ছানাতি ওয়াকিনা মিন শার্‌রি মা
ক্বাদাইতা ফীহা ওয়া কারিমনী ফিচ্ছফরে বি করমিন নজরে
ওয়াখতিমহু লী বি ছালামাতিন ওয়া আদাতিন ওয়া আহ্‌লি
ওয়া আউলিয়াই ওয়া কারাবায়ি ওয়া জামিয়ি উম্মাতি
সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আলায়হিস্ সালামি এয়া যাল
জালালি ওয়াল ইকরামি ইবতালাইতানী বি ছিহ্‌হাতিহা বি
হুরমাতিল আবরারি ওয়াল আখয়ায়ি ইয়া আজিজু ইয়া
গাফ্‌ফারু ইয়া কারীমু ইয়া ছাত্তারু বি রহমাতিকা ইয়া
আরহামার রাহিমীন।
সফর মাসের প্রত্যেক দিন উক্ত দু'আ পাঠ করা যায়।

আখেরী চাহার সম্বাহ

সফর মাসের শেষ বুধবারকে আখেরি চাহার সম্বাহ বলে।
এদিন অতি গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। হুজূর
সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি
ইহুদীগণ যাদু করেছিল এবং এর বাহ্যিক প্রভাব তাঁর দেহ
মোবারকের বহির্ভাগে ক্রিয়াশীল হওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে
পড়েন। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম
আল্লাহর হুকুমে তাঁর হাবীবকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন।
অতঃপর প্রভাব নষ্ট করার পর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি
ওয়াসাল্লাম এ সফর মাসের শেষ বুধবার সুস্থতা বোধ
করেন এবং গোসল করেন। নিম্নে বর্ণিত কার্যদ্বারা এ দিন
উদ্‌যাপন করা অত্যন্ত উপকারী ও ফলদায়ক। সারা
বৎসরের বালা-মছিবত, রোগ-শোক থেকে আল্লাহর কাছে
পানাহ চাইতে এ আমল অত্যন্ত ফলপ্রদ বলে সূফী সাধক
ও আলেমগণ মত প্রকাশ করেন।
আমল : এদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করা উত্তম।
অতঃপর সুর্যোদয়ের পর দোহার নামাযান্তে দুই রাকাত
নফল নামায পড়া যায়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর
এগারবার সূরা ইখলাস বা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, সালাম
ফিরানোর পর সত্তরবার বা ততোধিক দরূদ শরীফ পাঠ
করে নিম্নের দু'আ তিনবার পাঠ করবেন-
উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছার্‌রিফ আন্নী ছুআ হা-যাল ইয়াওমা
ওয়া আছিমনী মিন ছুয়িহী ওয়ানাযযিনী আম্মা আছাবা ফীহি
মিন নাহূছাতিহী ওয়া কুর্‌বাতিহী বিফাদ্বলিকা এয়া
দাফিয়াশ শুরূরি ওয়া এয়া মালিকান নুশূরি এয়া আরহামার
রাহিমীন; ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিল
আমজাদি ওয়া বারাকা ওয়াছাল্লাম।
এ দিন নিম্নের আয়াতে সালাম প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর
পাঠ করে সিনায় ফুঁক দিলে এবং কলা পাতায় বা কাগজে
লিখে তা পানীয় জলে দিয়ে পান করলে আল্লাহর রহমতে
বহু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

আয়াতে সালাম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَۛ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَۛ سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَۛ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَۛ سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَ هَارُوْنَۛ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَۛ سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَۛ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَۛ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَۛ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَۛ سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِۛ

এ দিন গোসল করার পর একটি পবিত্র ও পরিষ্কার পাত্রে পানি নিয়ে কলাপাতা বা কাগজে নিম্নের দু'আ ও নক্সা লিখে পাত্রের পানিতে ডুবিয়ে অতঃপর কোমর পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে মাথার উপর পানি ঢালবেন। আল্লাহর ফজলে রোগ-ব্যাধি থেকে এর দ্বারা নিরাপদ থাকবেন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

দু'আ ও নক্সা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَاۛ وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًاۛ

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

আখেরী চাহার সম্বাহ সম্পর্কে ফক্বীহগণের অভিমত

জাওয়াহেরুল কুন্‌জ ৫ম খণ্ডের ৬১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে সফর মাসের শেষ বুধবার সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করা উত্তম। সূর্যোদয়ের পর দুই রাকাত নফল নামায পড়া ভাল।

নিয়ম : প্রথম রাকাতে 'কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুল্‌ক এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'কুল আদয়ুল্লাহা আদয়ুর রহমান' থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে-

আল্লা-হুম্মা সার্‌রিফ্ 'আন্নী- সূ---আ হা-যাল ইয়াওমি ওয়া'সিম্‌নী- সূ---আহূ- ওয়া নাজ্জিনী- 'আম্মা- আখা-ফূ ফী-হি মিন্ নুহূ-সা-তিহী- ওয়া কুরুবা-তিহী- বিফাদ্বলিকা ইয়া- দা-ফি'আশ্ শুরু-রি ওয়া মা-লিকান্ নুশূ-রি ওয়া-আরহমার্ রা-হিমী-না ওয়া সাল্লাল্লা-হু-তা'আলা 'আলা- সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ-লিহিল্ আমজা-দি ওয়া বা-রাকা ওয়া সাল্লাম।

[রাহাতুল কুলুব ও জাওয়াহিরে গায়বী]

অনুরূপভাবে 'জাওয়াহেরে কান্‌জ, ৫ম খণ্ড, ৬১৭ পৃষ্ঠায় আছে, মাহে সফরের শেষ বুধবার 'সপ্তসালাম' লিখে তা পানিতে ধুয়ে পানিটুকু পান করবে। আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী সাহেব তার মজমুয়ায়ে ফাতওয়ায়ও একথা উল্লেখ করেছেন। "তাযকিরাতুল আওরাদ" কিতাবে উল্লেখ আছে- যে ব্যক্তি আখেরী চাহার সম্বার প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতে রহমত (সাত সালাম) পাঠ করে নিজের শরীরে ফুঁক দেয় বা তা পানের উপর লিখে ধুয়ে পান করে, আল্লাহ পাক তাকে সব রকম বালা মুসিবত ও রোগব্যাধি হতে নিরাপদ রাখবেন।

"আনওয়ারুল আউলিয়া" কিতাবে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি আখেরী চাহার সম্বার দিন দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে আল্লাহ পাক তাকে হৃদয়ের প্রশস্ততা দান করবেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে নামায শেষে ৭০ বার দরূদ শরীফ পড়বে **(আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম)** অথবা প্রতি রাকাতে ৩ বার সূরা ইখলাস দ্বারা নামায শেষ করে ৮০ বার সূরা আলাম নাশরাহলাকা, সূরা নসর, সূরা ত্বীন ও ইখলাস পড়বে।

এ মাসে ওফাত প্রাপ্ত কয়েকজন বুযুর্গ

০৮ সফর: দাতা গঞ্জেবখশ্ লাহোরী (রাহ.) ওফাত।

১১ সফর: হযরত সালমান ফারসী (রাদ্বি.)।

২৬ সফর: মুজাদ্দিদ আলফসানী (রাহ.) ওফাত ১০৩৪ হিজরী।

২৫ সফর: ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহ.)।

২৯ সফর: হযরত ইমাম হাসান (রাদ্বি.) শাহাদাত ৪৯ হিজরী।

আল্লাহ আমাদের ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বালা-মছিবত ও বিপদ-আপদ থেকে পানাহ দিন; বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

হাদীস-ই সালাস: তিনটি পছন্দনীয় কাজ

একটি দীর্ঘ হাদীস শরীফ, যাকে সাধারণত লোকেরা 'হাদীসে সালাস' (তিন তিনটি পছন্দনীয় কাজের বর্ণনা বিশিষ্ট হাদীস বলা হয়। 'পছন্দনীয়'ও কার নিকট? স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট, আল্লাহ্ তা'আলার রসূল ও হাবীবের নিকট, হযরত জিব্রাঈলের নিকট, খোলাফা-ই রাশেদীনের নিকট, অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের প্রিয় বান্দাদের নিকট। সুতরাং এ কাজগুলো যেই সৌভাগ্যবান বান্দা করতে পারবেন, তিনিও এক পছন্দনীয় বান্দা হয়ে যাবেন তাতে সন্দেহ কিসের? হাদীস শরীফখানা আল্লামা ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর কিতাব 'মুনব্বিহাত'-এ উদ্ধৃত করেছেন। হাদীস শরীফটি'র সরল অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, তারপর হাদীস শরীফটি থেকে প্রতিভাত বিধানাবলী ও মাসাইল নিম্নরূপঃ

একদিন শাহানশাহে রিসালত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবূয়ত প্রদীপের উপর প্রাণোৎসর্গকারী পতঙ্গরূপ সাহাবা-ই কেরামের মজলিসে তাশরীফ রাখলেন। সাহাবা-ই কেরাম কায়মনোবাক্যে একাগ্রচিত্তে পিনপতন নিরবতাসহকারে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মুক্তাবর্ষী মুখ মুবারকের দিকে উদগ্রীব হয়ে হিদায়তের বাণী শ্রবণ করার জন্য অপেক্ষমান হয়ে আছেন। এমতাবস্থায় হাদী-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

حُبِّبَ اِلَـىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلٰثٌ : اَلطِّيْبُ
وَالنِّسَآءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ

অর্থ: আমার নিকট তোমাদের এ দুনিয়া থেকে তিনটি জিনিষ পছন্দনীয়। ১. খুশবু, ২. (আমার) স্ত্রীগণ এবং ৩. নামাযের মধ্যে আমার চোখের শান্তি রাখা হয়েছে।

فَقَالَ اَبُوْ بَكْرِن الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ صَدَقْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَحُبِّبَ اِلَـىَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلٰثٌ : اَلنَّظْرُ اِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ وَاِنْفَاقُ مَالِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ وَ اَنْ يَكُوْنَ اِبْنَتِىْ تَحْتَ رَسُوْلِ اللهِ ـ

অর্থ: (রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ মুবারক শুনে) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি যা কিছু বলেছেন, এ একেবারে সত্য। আমার নিকটও দুনিয়ার তিনটি জিনিস পছন্দনীয়ঃ ১. রসূলুল্লাহর চেহারা মুবারকের দিদার (দর্শন), ২. রসূলুল্লাহর জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করা এবং ৩. আমার কন্যা আয়েশার হুযূরের বিবাহাধীন থাকা।"

فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ صَدَقْتَ يَا اَبَابَكْرٍ وَحُبِّبَ اِلَـىَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلٰثٌ : اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهىُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالثَّوْبُ الْخُلِقُ ـ

অর্থ:(হযরত আবূ বকরের কথা শুনে) হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরয করলেন, "হে আবূ বকর! আপনি সত্য বলেছেন, আমার নিকটও দুনিয়ার তিন জিনিসের প্রতি ভালবাসা রয়েছে: ১. সৎ কর্মের নির্দেশ দেওয়া, ২. মন্দ কথা বলতে ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ করা এবং ৩. ছেঁড়া-পুরানা কাপড় পরিধান করা।"

فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنْه صَدَقْتَ يَا عُمَرُ وَحُبِّبَ اِلَـىَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلٰثٌ : اِشْبَاعُ الْجِيْعَانِ وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ

অর্থ: হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বক্তব্য শুনে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "হে ওমর! আপনি যা বলেছেন, তা সত্য। আমার নিকটও দুনিয়ার তিনটি জিনিস পছন্দনীয়: ক্ষুধার্তদেরকে আহার করানো, ২. উলঙ্গ তথা অপ্রতুল কাপড় পরিধাণকারীদেরকে কাপড় পরানো এবং ৩. ক্বোরআন মজীদ তিলাওয়াত করা।"

فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ صَدَقْتَ يَا عُثْمَانُ وَحُبِّبَ اِلَـىَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلٰثٌ : اَلْخِدْمَةُ لِلضَّيْفِ وَالصَّوْمُ فِى الصَّيْفِ وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ

অর্থ: (হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা শুনে) হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'হে ওসমান! আপনার কথা সত্য। আমার নিকটও দুনিয়ার তিনটি জিনিষ পছন্দনীয়: ১. অতিথির সেবা করা, ২. গ্রীষ্মকালে রোযা রাখা এবং ৩. জিহাদের ময়দানে তরবারি চালানো।"

فَبَيْنَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْجَآءَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ اَرْسَلَنِىْ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَكُمْ وَاَمَرَ اَنْ تَسْئَلَنِىْ عَمَّا اُحِبُّ اِنْ كُنْتُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ـ

অর্থঃ অতঃপর, ইত্যবসরে তাঁরা এসব অবস্থায় ছিলেন, হঠাৎ হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম এসে গেলেন। আর বলতে লাগলেন, ''হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনাদের কথোপকথন শুনে আমাকে পাঠিয়েছেন। আর আপনাকে হুকুম দিয়েছেন যেন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি যদি দুনিয়ায় বসবাসকারী হতাম, তবে আমি এ দুনিয়ার কোন কোন জিনিষ পছন্দ করতাম।

فَقَالَ مَا تُحِبُّ اِنْ كُنْتَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا

অর্থ: রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিব্রাঈল! তুমি বলো, যদি তুমি দুনিয়ার বাসিন্দা হতে, তবে দুনিয়ার কোন কোন জিনিষকে পছন্দ করতে?

فَقَالَ اِرْشَادُ الضَّالِّيْنَ وَمُوَانَسَةُ الْغُرَبَآءِ الْقَانِتِيْنَ وَمُعَاوَنَةُ اَهْلِ الْعِيَالِ الْمُعْسِرِيْنَ

অর্থ:অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আরয করলেন, ''(আমিও তিনটি জিনিষকে পছন্দ করতাম:)১. পথভ্রষ্টদের সরল পথ দেখানো, ২. ওইসব মুসাফিরের মনোরঞ্জন করা ও তাদের দু:খ-বেদনা দূর করা, যারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত এবং ৩. পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি বিশিষ্ট গরীব লোকদের সাহায্য করা।''

وَقَالَ جِبْرَئِيْلُ يُحِبُّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلَالُه مِنْ عِبَادِه ثَلٰثَ خِصَالٍ : بَذْلُ الْاِسْتِطَاعَةِ وَالْبُكَاءُ عِنْدَ النَّدَامَةِ وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ ـ

অর্থ: হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম এটাও বলেছেন, মহামহিম রাব্বুল ইযযাত তাঁর বান্দাদের তিন স্বভাব পছন্দ করেন-১. নিজের পূর্ণ সার্মথ্য আল্লাহর রাহে ব্যয় করা, ২. গুনাহর জন্য লজ্জিত হয়ে কান্না করা এবং ৩. অনাহারের সময় ধৈর্য ধারণ করা।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা হাদীস শরীফটির মতন (বচনগুলো) ও সেটার অনুবাদ পড়ে খুব ভালভাবে জেনেছেন যে, রসূলে আকরাম, সিদ্দীক্বে আকবার, ফারূক্বে আ'যম, ওসমান গণী, হায়দার-ই কাররার, জিব্রাঈল আমীন এবং রাব্বুল আলামীনের নিকট এ দুনিয়ার কোন কোন জিনিষ পছন্দনীয় জিনিস (কাজ) বিশেষভাবে পছন্দনীয়। সর্বমোট একুশটি বিষয় নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতভাবে পছন্দনীয় ও প্রিয়। এ'তেও কোন সন্দেহ নেই যে, যে বা যারা মুমিন-মুসলমান হবে, তার বা তাদের নিকট আল্লাহ্, রসূল, সিদ্দীক্বে আকবার, ফারূকে আযম, ওসমান গণী, হযরত আলী ও হযরত জিব্রাঈল আমীনের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থাকবে। আর যেহেতু মাহবূবের পছন্দনীয় জিনিষ ও নিজের নিকট পছন্দনীয় হয়, সেহেতু প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যার মধ্যে ঈমানের অমূল্য সম্পদ রয়েছে, সে অবশ্যই এ একুশ জিনিষের প্রতিও ভালবাসা পোষণ করবে।

উল্লেখ্য, এ একুশ পছন্দনীয় কাজের প্রত্যেকটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করাও দরকার। নিম্নে এগুলো আলোচনা উপস্থাপন করা হলোঃ ***(চলবে)***

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ইসলামী ঐতিহ্য : আয়া সোপিয়া

ডক্টর সাইয়েদ আব্দুল্লাহ্ আল্-মা'রূফ

আয়া সোপিয়া। বহুকাল পর যেন ইসলামের সোনালী অতীতের এক সুরভিত সমীরণ বুক ছুঁয়ে গেল। হতাশার বহু দৃশ্যের পর যেন আশার এক স্বর্ণালী ঝলক ভাস্বর হয়ে উঠলো। দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে যাচ্ছেন বীর তায়েপ এরদোগান। এখনই বাতাসে ভেসে উঠবে সেই আজানের দীপ্ত ধ্বনি। আয়াসোপিয়ার শত বছরের অস্ফুট কান্না থেমে যাবে। বসফরাস প্রণালী, তাঁর ফেনায়িত তরঙ্গ, জাহাজের নাবিক, ইউরোপ-এশিয়ার মিলন-মোহনায় ঘরবাড়ির বাসিন্দারা আবার শুনবে সেই হারিয়ে যাওয়া আযান – আয়া সোপিয়ার মিনারে।

আযান শুরু হয়নি এখনও। মহান আল্লাহর নাম ও তাঁর হাবিবের ওপর সালাত-সালাম দিয়ে শুরু হলো প্রাণ ফিরে পাওয়া মসজিদের মর্মস্পর্শী ধ্বনি, প্রতিধ্বনি। আল্লাহু আকবর। আস্সালাতু আস্সলামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেন মসজিদের মুয়াজ্জিন আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় পয়গম্বরের প্রতি হৃদয় উজাড় করা বন্দেগী ও ভালবাসা জ্ঞাপন করছে। আমি নয়া যামানার নতুন মুয়াজ্জিন। কিন্তু সেই শব্দমালা আমার কণ্ঠে, যা একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তুলে দিয়েছিলেন বেলালে হাবশীর বাজখাঁই কণ্ঠে। যে কণ্ঠ থেকে এই শব্দমালা উচ্চারিত হয়েছে পবিত্র কা'বার ছাদ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কেবলা করে। যে শব্দমালা ছড়িয়ে পড়তো নিঃশব্দ ঘুমের পাড়ায় ফজরের দাওয়াত দিতে, মসজিদে নববীর মিনারায়। যে শব্দমালা উচ্চারণ করেছিলেন মুহাম্মদ আল ফাতেহ ১৪৫৩ সালে। কন্সটান্টিনোপাল বিজয়ের চূড়ান্ত অভিযানের সময় দেখা দিয়েছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। বলেছিলেন- হে সেনাপতি! তোমার হাতেই বিজয় হবে এবার।

নবীর শানে তাই বারবার দরূদ পড়ে তবে তো মুয়াজ্জিন উচ্চারণ করলো – আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার... আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ... ইল্লাল্লাহ॥ 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দায়াউত্ তা-ম্মাহ... ওয়ারযুকনা শাফা'আতাহু... ॥

বিশ্বের কোটি কোটি উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিক্ষণ, প্রতি মিনিটের ঘটমান অবস্থা দেখছিলেন। চোখকে বিশ্বাস করা যায়! বিশ্বের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অগণিত দর্শক এই দৃশ্য দেখছিলেন।

আয়া সোপিয়া ১৫০ ফুট মাথা তুলে আছে। মনে হয় তার গম্বুজ আকাশ ছুঁয়েছে। কী সুন্দর স্থাপত্য কৌশল! চারটি মিনার এর সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণ। হ্যাঁ, আয়া সোপিয়া আজ তোমার ফ্লোরে রাজা-প্রজা একই কাতারে দাঁড়িয়ে। আজ যারা এই জামাতে যোগ দিল, মনে হয় তারা যেন কনস্টান্টিনোপোল জয় করে এসে এখন আল্লাহকে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছে। জগত দেখুক, রাতের পর দিন আসে। "মোস্তফা কামাল পাশা। তুনে নিকম্মা কাম কিয়া ভাই। এরদোগান! তুনে কামাল কিয়া ভাই। তোমনে শামাল দিয়া, বহাল কিয়া ভাই। দুনিয়াতে এখন তোমার মেছাল নেহি ভাই। মুসলিম জাহানের সালাম তু নে ভাই।" আমাদের কাজী নজরুল যখন "তুনে কামাল কিয়া" লিখেছিলেন তখনও এটি মসজিদ ছিল। ৫০০ বছরের পুরোনো মসজিদকে জাদুঘর বানালে কবি কাজী নজরুল কখনও "কামাল কিয়া" বলতেন না। তাই এর ইতিহাস একটু তুলে ধরা দরকার।

বাইজাইন্টাইন আমলের এক অত্যাশ্চর্য স্থাপত্যকর্ম ছিল এই হাজিয়া সোপিয়া ঐধমরধ ঝড়ঢ়যরধ খ্রিস্টান ব্যাসিলিকা*। এ ছিল প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে। হাজিয়া অর্থ-পবিত্র, সোপিয়া অর্থ-জ্ঞান। "পবিত্র জ্ঞানের চার্চ" প্রথমে কাঠের ছাদ দিয়ে নির্মিত হয় ৪০৪ খ্রিস্টাব্দে। দু' দুবার আগুনে পুড়ে গেলে অবশেষে সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫৩২ সালে এটি নির্মাণের আদেশ দেন এবং বিখ্যাত স্থপতি ইসিডোরোস এবং অ্যান্থিমিয়োস এটি শেষ করেন ৫৩৭ সালে। তারা এমনভাবে এটি তৈরি করেন যে একক গম্বুজের বিস্তৃতের দিক থেকে এত বড় ক্যাথেড্রাল বিশ্বে আর কোথাও ছিলনা। এর ভেতর আলোয় খেলা আধ্যাত্মিক জ্যোতি ও এর বিশালতার সামনে বান্দা নিজেকে ছোট ভাবার অনুভূতি এনে দেয়। গম্বুজটি ১৫০ ফুট উঁচুতে। সোনালী রঙের গম্বুজ থেকে ৪০টি রিব শেষ হয়েছে চল্লিশটি খিলানযুক্ত জানালাতে গিয়ে। ভেতরে রয়েছে চোখ ধাঁধানো সব ঝাড়বাতি। কিছুক্ষণের জন্য প্রার্থনাকারী হারিয়ে যায় এক বিস্ময়কর জগতে। ১৪৫৩

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

সালে এটি মসজিদে রূপান্তরের সময় মিনার সহ আরও কিছু পবিত্র ভাবমর্যাদা ব্যঞ্জক অনুষঙ্গ যোগ হয় এতে।

৯০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটা ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সিগনেচার স্থাপত্য। এখানেই বাইজেন্টাইন নতুন সম্রাটগণ মুকুট পরতেন, শপথ নিতেন।

৬ এপ্রিল থেকে ২৯ মে ১৪৫৩ সাল, ৫৩ দিনের অবরোধ ও যুদ্ধের পর কনস্টান্টিনোপাল জয় করেন – সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ – মুহাম্মদ আল ফাতেহ (বিজয়ী মুহাম্মদ)। বাইজেন্টাইন সম্রাটদের রাজধানী ছিল এটি।

ইল্মুল গায়ব মারফত মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে জানিয়েছিলেন যে, 'কুস্‌তুনতুনিয়া' মুসলিমগণ জয় করবেই। সৌভাগ্যবান সে সেনাপতি! সৌভাগ্যবান সেই সৈনিকগণ! মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হয়েছিল এই দিন।

www.anjumantrust.org E-mail:tarjuman@anjumantrust.org

যখন রাজধানী দখল করল, তখন এর সবকিছুই তো বিজয়ীদের দখলে আসে। তারপরও সুলতান ওই আয়া সোপিয়া কিনে নেন এর যাজক থেকে। যার সূত্র ধরেই সম্প্রতি তুর্কি জাস্টিস এটি পুনরায় মসজিদ হিসেবে খুলে দেবার রায় দেন। বার বছর দখলে থাকলে ১৯২১ সালের বৃটিশ আইনে জমির মালিক হয়ে যায়। সেখানে ৫০০ বছর মসজিদ থাকা ওই স্থাপনাটি মুসলিম দেশে কিভাবে জাদুঘর হয় এবং সেখানে খ্রিস্টান ও মুসলিম বিশ্বাসের প্রতীক যুগপৎভাবে দেয়ালে থাকে?

ওই স্থাপত্য নিদর্শন দেখার জন্য প্রতিবছর তিন মিলিয়নেরও বেশি দর্শনার্থী তুরস্কে আসেন। যদি বিশ্বখ্যাত স্থপতি সিনান ব্লু-মসজিদ ও ইস্তাম্বুলের অভিনব ও নয়নাভিরাম মসজিদগুলো নির্মাণ না করতেন তাহলে হয়তো স্থাপত্য-বিদ্যায় মুসলিম শ্রেষ্ঠত্ব এত উজ্জ্বল হতো না। তবে এক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকার উচ্চতম ভবন, একসময়ের পৃথিবীর উচ্চতম ভবন চিয়ার্স টাওয়ারের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বাংলাদেশের এফ আর খান কিন্তু কম নয়। ইনিই জেদ্দা বিমান বন্দরেরও স্থপতি – যা হজের সময় পৃথিবীর ব্যস্ততম (এমনকি হিথ্রো বিমানবন্দর থেকেও) বৃহৎ বিমান বন্দর। টুইন টাওয়ার ও বুরজ আল্-শেখ এর কথা না-ই বললাম।

কিন্তু আয়া সুপিয়া মসজিদটি জাদুঘর হয়ে থাকবে এবং ইউরোপিয়ান অর্ধনগ্ন নারীরা জুতা পায়ে এই জাদুঘরে পায়চারী করবে এটা কি মেনে নেওয়া যায়? ১ম মহাযুদ্ধের পর ১৯৩৫ সালে এটিকে জাদুঘর করা হলো, তো এর ৫০০ বছর আগে থেকে যে কত কোটি মুসলিম এখানে কপাল ঠেকিয়ে আল্লাহকে সিজদা দিয়েছে, কত লক্ষ বার এই মিনারগুলো থেকে আযানের ধ্বনি দিগন্ত কাঁপিয়েছে এবং ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক হয়ে এই ইসলামী জমিনে মাথা উঁচু করে ছিল। সেই ভূখণ্ডে, সেই মুসলিম শাসক ও মুসলিম জনসাধারণ আছে, কিন্তু সেই ইসলামী চেতনা পাথর চাপা ছিল। এরদোগান বিচারিক আদালতে লড়ে যখনই সুযোগ পেলেন অবিলম্বে তিনি তা বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলেন। ফরাসীরা নাখোশ হয়ে ফ্রান্সে অবস্থিত ১২টি তুর্কি স্কুল বন্ধ করে দিয়েছিল। বাপের ব্যাটা এরদোগান তখন তুরস্কে অবস্থিত ফরাসী প্রায় ৯০টি স্কুল ও কেন্দ্র বন্ধ করে দিলেন। এবার তো ফরাসী প্রেসিডেন্ট ক্ষমা চেয়ে ওই ১২টি স্কুল খুলে দিলেন। ঠেলার নাম বাবাজি। মুসলিম হো তো এয়সা।

ইসলামের শান্তির বাণী পৌঁছাতে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। তারপর ত্রিত্ববাদের স্থলে তাওহীদের চর্চা হয়েছে। ওই স্থাপনাতে ৫০০ বছর ধরে এক আল্লাহ্‌র সকাশে সিজদাহ্ অবনত হয়েছে মুসলিমগণ। সেই মসজিদের বেহুরমতি ৮৬ বছর ধরে দেখে বেদনাহত হয়েছিল বান্দাহদের হৃদয়। হতাশার অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে ছিল এখানে। জীবন পণ জেহাদের মাধ্যমে তুর্কিস্তান মুসলমানদের অধিকারে আসে। মহান সেই মসজিদটি এতকাল পর আবার সিজদাহ্ গাহ্ হয়েছে, এটা সাম্প্রতিক বিশ্বে এক আশা জাগানিয়া ঘটনা।

www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সুলতান মুহাম্মদ আল্-ফাতেহ (১৪৩২-১৪৮১) ৫১ বছর বেঁচে ছিলেন। এর ভেতর ২৮ বছরের শাসনে দুটি সাম্রাজ্যকে পদানত করেন, ১৪টি রাষ্ট্র এবং ২০০ নগর-মহানগর দখল করেন। বেলগ্রেড ব্যতিত সমগ্র বলকান অঞ্চল তার দখলে আসে।

দানুব নদী থেকে কাইযেল এরমাক বা লোহিত নদী পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এতসবের পরও তাকে ফাতেহ (বিজয়ী) উপাধী দেওয়া হয়েছিল ফাত্‌হে ইস্তাম্বুলের জন্য। কারণ তিনিই শেষ পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সে অনেক ঘটনা। তবে এইটুকু বলে নেই- এই সেই আয়াসোপিয়া যেখানে বসে ১২ ডিসেম্বর ১৪৫২ খ্রিঃ ২১ যুল-কা'দাহ ৮৫৬ হিঃ) তারিখে বাইজেন্টাইন প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক

নোতারাস সিদ্ধান্ত নেনঃ "বাইজেন্টাইন ভূমিতে ল্যাটিন হ্যাট দেখার চেয়ে উসমানী পাগড়ি দেখা শ্রেয় মনে করি।" এ কথাটি বলেছিলেন ঠিক ওই সময় যখন মুহাম্মদ আল্-ফাতেহ এশিয়া অংশে তার উদ্ভাবিত কামান দাগিয়ে এর কার্যকারিতা দেখে খুশি হন। বাইজেন্টাইন অর্থডক্স বা সনাতনী খৃস্টানীরা ইউরোপের কাছে সাহায্য চাইলে তারা শর্ত দিয়েছিল যে- আগে ক্যাথোলিক হয়ে আস, তারপর দেখব। আর অর্থডক্স মানেই তো গোঁড়া। তাই জবাবে ও কথা বলেছিলেন।

এ সময় ৫৩ দিনের মাথায় বিজয় এসেছিল। তবে এমনি এমনি আসেনি। বাইজেন্টাইনরা গাল্‌তা থেকে বোরনো পর্যন্ত জলপথগুলো লোহার শিকল বা বেড়িদিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু বীর মুসলিম সেনারা পাহাড়ের উপর দিয়ে তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলো টেনে নিয়ে উপসাগরের পানিতে নামায় এবং ওইসব লোহার চেইন ভেঙে ফেলে। তোপকাপি ও আগরিকাপি দিয়ে আকাশ বাতাস কাপানো তাকবীর ধ্বনি দিয়ে মুসলিম বাহিনী ইস্তাম্বুলে ঢুকে তারা। তবে এই আয়াসোপিয়ায় আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার ইস্তাম্বুলবাসীকে কোন আঘাত করেনি। ইসলামী জেহাদের এটাই সৌন্দর্য। বরং তাদেরকে তাদের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

যাহোক, এই সেই মুহাম্মদ আল্-ফাতেহ, যার রাজ্যের আয়তন ছিল ২,২১,৪০০০ কিলোমিটার – আজকের তুরস্কেরও তিনগুণ বড়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ইহুদী ওয়াইজমেন বৃটেনকে এসিটোন দিয়ে সাহায্য করেছিল বলেই উইন্সটন চার্চিল বেলফোর অঙ্গীকার করেছিল- যার মাধ্যমে ইসরাইল পেল ইয়াহুদীরা।

দেখুন, মুহাম্মদ আল্-ফাতেহ, তিনিও নতুন ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, তার অসাধারণ মেধা দিয়ে। তিনি ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানী, দূরদর্শী সমর কৌশলী । তবে সবার চেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন একজন ধর্মতাত্ত্বিক আলেম। আরবী, পার্সী, গ্রিক, সার্বিয়ান, ইতালিয়ান, ইত্যাদি প্রায় ৯টি ভাষা জানতেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত ইলম গায়ব মহানবী জানতেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী ফলবেই ফলবে। এ বিশ্বাস না থাকলে ইস্তাম্বুল জয় করতে পারতেন না। ইস্তাম্বুলের মাটিতে পা রাখতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এটি তাঁর মুখেই শোনা, যা ইতিহাসে লেখা আছে। আমি ফাত্‌হুল্লাহ্ গুলান এর কিতাবে পড়েছি। গ্রন্থটি আমার কাছে আছে।

ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর তিনি এই আয়া সোপিয়াকে মসজিদে রূপান্তর করেন। কেবলা ঠিক করে মেহরাব স্থাপন করেন এবং চারটি মিনার দিয়ে ইসলামী ঐতিহ্যগত মসজিদে রূপ দেন। শিরক এর স্থানে তাওহীদ গালেব হলো। আয়া সোপিয়া তাই কেবল ইট-সুরকির একটি ইমারত নয়। এটি মহান বিজয়ের এক ল্যান্ডমার্ক। তবে ইস্তাম্বুলের ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে মসজিদে মুহাম্মদ আল্-ফাতেহ। এটি স্থপতি সিনান নির্মাণ করেছিলেন।

আমি আল্লামা সিনানের মাযার যেয়ারত করেছি। হুররম সুলতানের মাযার, সুলতান সোলেমান এর মাযার যেয়ারত করেছি। অবশ্যই মুহাম্মদ আল্-ফাতেহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির মাযারও যেয়ারত করেছিলাম।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

তবে সেই মাযারটি আমি প্রতিবারই যিয়ারত করেছি যার নামে ইস্তাম্বুল চলে – সাইয়েদুনা আবু আইয়্যুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। এই তুরস্কে চারবার সফর করার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রথমবার সফরের পর ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলামঃ "আধ্যাত্মিক নগরী ইস্তাম্বুল ও ভ্যাটিকান সিটি"। এতে ৪০টি ছবিও আছে। অনেক কিছুর সাথে নবী ইউশা বিন-নূন আলায়হিস্ সালাম-এর মাযার, তোপাকাপি মিউজিয়ামে আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য বহু নবী আলায়হিস্ সালাম-এর স্মৃতিচিহ্ন আছে। যেমন মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর সেই সাপ হয়ে যাওয়া লাঠিখানি, মহানবী সাইয়েদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শহীদ হয়ে যাওয়া দান্দান, হাতের তরবারি আরও কতকি।

কিন্তু আয়া সোপিয়ার বর্ণনা সেখানে নেই। কারণ ওই মিউজিয়ামে না গিয়ে আমরা তোপাকাপি মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম। তোপকাপি না দেখা তো কুচ নেহী দেখা। অবশ্য আয়াসোপিয়াতে পরে গিয়েছিলাম।

ফিরে আসি আয়াসোফিয়ার পুনরায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, যা হয়ে গিয়েছিল এ বছরেরই গেল ২৪ জুলাই, শুক্রবার- সুদীর্ঘ ৮৬ বছর পর। সবাই অপেক্ষামান কখন তায়েপ এরদোগান মাইক হাতে দাঁড়িয়ে সেই প্রত্যাশিত ঘোষণাটি দেবেন। হ্যাঁ, তিনি টুপি মাথায় দিয়ে মেহরাবের সামনে

www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

এসে দৃঢ়চেতাভাবে ঘোষণাটি দিলেন-তবে উদ্ধত অহংকারী ভঙ্গিতে নয়। সাবাশ এরদোয়ান! সাবাশ!

টেলিভিশনের পর্দায় যখন ভেসে উঠল সেই লালচে গোলাপী হাজিয়া সোপিয়া, উপসাগরের নিটল নীল পানি এবং পাহাড়ের ঢালুতে লাল ইটের ঘরবাড়ি তখন উদ্বেল-উৎসুক চোখে সবাই এই দৃশ্য উপভোগ করল। যখন আযান শুরু হলো, তখন মনে জাগলো মহাকবি কায়কোবাদের সেই অমর কবিতাটি:

কে ওই শোনালো মোরে আজানের ধ্বনি,
মর্মে মর্মে সেই সুর, বাজিল কী সুমধুর!
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী

এরদোয়ানের মত সাহসী নেতা পেলে বিশ্বের বহু মসজিদ ও মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শন ফিরে পাওয়া যাবে।

ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ
লড়ে যায় বীর"।

বায়তুল মুকাদ্দাস, বাবরী মসজিদ, আল-হামরা প্রাসাদ আরও কত কি আমাদের অপেক্ষায় করুণ ক্রন্দনে দিনরাত পার করছে।

কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান
হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।

লেখক: অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ওআইসি ফিকহ একাডেমি বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক
তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় ও ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)

আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী

ইসলামের স্বচ্ছ ভূমিতে আগাছাস্বরূপ যেসব ভ্রান্ত দলের আবির্ভাবের কথা হাদিস শরীফে বিবৃত হয়েছে তন্মধ্যে শিয়া সম্প্রদায় অন্যতম। এ দলটির জন্ম রাজনৈতিক কারণে হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এটা পৃথক ধর্মীয় দলে রূপ পরিবর্তন করে। অতঃপর তাদের অভ্যন্তরীন পরস্পরের মতবিরোধের কারণে এটা বহু উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

[মিন আকাঈদী শীয়া, পৃ. ১০, কৃত: আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ আচ্ছালাফী]

আসলে যে উদ্দেশ্যে এ দলের জন্ম হয়েছিল তা বাস্তবেও পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে বিভক্ত করা।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান যুন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেলাফতকালে পুরো জযীরাতুল আরব ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে পড়েছিল। বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সর্বস্তরের মানুষ ইসলামের সভ্যতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতঃ এটা উভয় জগতের গন্তব্য ও মুক্তির চাবিকাঠি জেনে পূর্বপুরুষদের ধর্ম ছেড়ে ইসলামের স্বর্গীয় পরিবেশে নিজ স্থান করে নিচ্ছিল। ইসলামের চিরশত্রুগণ ইসলামের এ অগ্রযাত্রাকে মেনে নিতে পারল না। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা দেখলো ইসলামের বাইরে থেকে এ কাজ ততোটা সহজসাধ্য নয়, যতটা সহজ ইসলামের ভিতরে ঢুকে করা যাবে। অতঃপর ইয়েমেন অধিবাসী প্রখ্যাত আলেম আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। সে এমন সব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলো যদ্দরুন শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণ সত্যিই নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। যেমনিভাবে পুলোম নামক ইয়াহুদী হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম প্রবর্তিত খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ পূর্বক এ ধর্মের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছিলো।

[সীরাতে আয়েশা রাদ্বি., কৃত: সুলাইমান নদভী, ইমাম আহমদ রেযা আউর রদ্দে শিয়া কৃত: আল্লামা আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী]

পুলোম যেমন ঈসায়ী ধর্মে ঢুকে নানা ধরণের কুফরী মতবাদের প্রবর্তন করে এটাকে চবরমভাবে বিকৃত করে তুলেছিল। ইবনে সাবাও একই পথ অবলম্বন করে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বীন বিকৃতির বীজ বপন করে। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশীয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে সে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে এমন উদ্ভট, বানোয়াট ও মনগড়া ধ্যান-ধারণা প্রচার করতে শুরু করল যা থেকে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইবনে সাবা প্রবর্তিত ভ্রান্ত কুফরী আক্বীদা সমূহের কয়েকটি

১. হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর খেলাফতের একমাত্র হকদার হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

২. প্রথম তিনজন খলিফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ফারুক ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম এদের কেউ খেলাফতের যোগ্য ছিল না।

৩. সে বলতে শুরু করল যে, তাওরাত কিতাবে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অছি (খলিফা) বলা হয়েছে। সুতরাং তিনিই একমাত্র খেলাফতের হকদার। তাঁকে হুযূর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি তথা খলিফা না করে তাঁর প্রতি জুলুম করা হয়েছে।

৪. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আল্লাহর একটি রূপ। শিয়া ধর্মের নির্ভরযোগ্য কিতাবে রেজালকশী পৃ. ৭০ মুম্বাই মুদ্রিত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইবনে সাবা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ইলাহ্ বা মাবুদ বলে বিশ্বাস করতো।

৫. ইবনে সাবা কোন কোন ক্ষেত্রে এ অপপ্রচারও চালিয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবুওয়াত-রিসালতের জন্য হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম ভুলবশতঃ অহী নিয়ে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইবনে আবদিল্লাহ্র নিকট চলে গেছেন।

৬. শিয়াদের মতে, বিদ্যমান কোরআন বিকৃত। আসল কোরআন তাদের ইমামে গায়েবের নিকট রক্ষিত।

৭. হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ও হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উভয় ও উভয়ের পিতা যথাক্রমে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মোনাফিক। হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিষ পান করিয়ে শহীদ করে দিয়েছে। এ কথা প্রখ্যাত শিয়া আলেম মোল্লা বাকের মজলিসী হায়াতুল কুলুব-এর ২য় খন্ডে লিখেছে।

৮. শিয়া ইমামদের সুমহান মর্যাদায় কোন মুরসাল নবী ও কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

[শিয়া-সুন্নী ইখতেলাফ কৃত: মাওলানা ওবাইদুল হক জালালাবাদী, সাবেক খতীব, বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ, ঢাকা।]

শিয়া সম্প্রদায়ের এ ধরণের আরো অনেক কুফরী আক্বীদা রয়েছে। যার বিরুদ্ধে যুগে যুগে বিশ্ববরেণ্য সুন্নী আলিমগণ তাঁদের লিখনীর মাধ্যমে এসব কুফরি বক্তব্যের খণ্ডন করে আসছেন তাঁদের মধ্যে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি অন্যতম। তিনি শিয়াদের খন্ডনে কলম যুদ্ধের পাশাপাশি তর্কযুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

শিয়াদের তাফযীলিয়া দলের সাথে মোনাযারা

১৩০০ হিজরীতে বেরেলী, বাদাইয়ুন, সাম্বুল এবং রামপুরের তাফযীলিয়াগণ একমত হয়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর সাথে মোনাযারার ঘোষণা দেয়। তখন আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি অসুস্থ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও মোনাযারার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। এবং ত্রিশটি প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দেন। তাফযীলিয়ারা এর কোন উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (রাহ.)'র লিখিত কিতাবসমূহ সন সহকারে নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. রদ্দুররাফযা, হিজরী- ১৩২০।

২.আল আদিল্লাতুত্তায়েনা ফী আযানিল মোলায়েনা, হিজরী-১৩০৬।

৩. আয়ালীল ইফাদা ফী তাযীয়াতিল হিন্দ ওয়া বয়ানিশ্‌শাহাদা, হিজরী ১৩২১।

৪. জাযাউল্লাহে আদুওয়্যাহ্ বে-আবাই খাতমিন নবুওয়াহ্ (এটা কাদিয়ানি ও রাফেযী উভয়ের খণ্ডনে লিখিত), হিজরী- ১৩১৭।

৫. গায়াতুত্ তাহকীক ফী ইমামাতিল আলী ওয়া সিদ্দিক।

৬. আল কালামুল বাহী ফী তাশবিহীসিদ্দিক বিন্নবী, হিজরী-১২৯৭।

৭. আযযালালুল আনকা মিন নাহার ছাবাকাতিল আত্‌কা, হিজরী- ১৩০০।

৮. মাতলাউল কামারাইন ফী এবানাতে ছাবাকাতিল ওমরাইন, হিজরী- ১২৯৭।

৯. ওয়াজহুল মাশুক বে-জালওয়াতে আছমায়িসিদ্দিক ওয়াল ফারুক, হিজরী- ১২৯৭।

১০. জামউল কোরআন ওয়াবিমা আযাউহু লিওসমান, হিজরী- ১৩২২।

১১. আল বুশরাল আজেলা মিন তুফায়ে আজেলা, হিজরী- ১৩০০।

১২. আরশুল এযায ওয়াল একরাম লেআউয়্যালে মুলুকিল ইসলাম, হিজরী- ১৩২২।

১৩. যাব্বুল আহওয়াইল ওয়াহিয়া ফী বাবে আমীর মুয়াবিয়া, হিজরী- ১৩১২।

১৪. আ'লামু'ছাহাবাতিল মুয়াফেকীন লীল আমীর মুয়াবিয়া ওয়া উম্মিল মোমেনীন, হিজরী- ১৩১২।

১৫. আল আহাদিসুররাবীয়া লেমাদহিল আমীরে মুয়াবিয়া, হিজরী- ১৩১৩।

১৬. আল জারহুল ওয়ালেজ ফী বাতনিল খাওয়ারেজ। হিজরী- ১৩০৫।

১৭. আচ্ছামছামুল হায়দরী আলা হুমকিল আয়্যারিল মুফতারী, হিজরী-১৩০৪।

১৮. আররাহেয়াতুল আম্বরীয়া আনিল জামরাতিল হায়দারীয়া, হিজরী- ১৩০০।

১৯. লামযাতুশামযা লেহুদা শীয়াতিশ্ শানআহ, হিজরী- ১৩১২।

এমনিভাবে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর রচিত সহস্রাধিক গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় শিয়া রাফেযীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও কোন কোন বিবেকহীন শিয়াদের দালাল বলে অপবাদ দেয়া এটা তাদের মোগরাহীর পরিচায়ক। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শিয়া, রাফেযী, কাদিয়ানী, আহলে হাদিস, নায়ছারী, ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলীগি, সালাফীসহ সকল ভ্রান্ত দলের সফলভাবে মুখোশ উন্মোচন করেছেন এবং প্রত্যেকের ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডনে কিতাব লিখে স্থায়ীভাবে অবদান রেখেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে বাংলাদেশের মুসলমানদের নিকট যথাযথভাবে পরিচিত করে তুলতে পারিনি। তাই আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর রচিত গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করাই হবে তাঁর অবদানের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে দো'আ করি তিনি যেন আমাদের সকলকে শরীয়ত ও তরীক্বতের সঠিক পথে চলার তাওফিক দান করেন। আ-মী-ন।

প্রবন্ধ

তাফসীর শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযা (রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) অনন্য দক্ষতা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল নোমান

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) হলেন জ্ঞানের ইনসাইক্লোপিডিয়া। সত্তরাধিক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি, দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী আ'লা হযরত সহস্রাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ-রচনা করেন। এ সব বিষয়ের প্রত্যেকটিতে আ'লা হযরত এক বা একাধিক গ্রন্থ-রচনা করেছেন। তবে 'তাফসীরে কোরআন' বিষয়ের উপর তাঁর পৃথক কোন বড় ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি পবিত্র কোরআনের যেসব তাফসীর বা ব্যাখ্যা, তত্ত্ব ও তথ্যাদি উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর পাঠ-পর্যালোচনা করলে এ কথা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আ'লা হযরত একজন সুদক্ষ মুফাসসিরে কোরআনও ছিলেন। এ নিবন্ধে এতদসংক্রান্ত আলোচনার প্রয়াস পাবো। তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণ পবিত্র কোরআনুল কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যথা-

(১) **تفسير القرآن بالقرآن** (তাফসীরুল কোরআন বিল কোরআন) তথা কোরআন দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা।

(২) **تفسير القرآن بالاحاديث** (তাফসীরুল কোরআন বিল আহাদিস) তথা হাদিসসমূহ দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা।

(৩) **تفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين** (তাফসীরুল কোরআন বিআসারিস সাহাবা ওয়াত্ তাবেয়ীন) তথা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতামত দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা।

(৪)**تفسير القرآن باللغة العربية والقواعد الإسلامية** (তাফসীরুল কোরআন বিল-লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াল কাওয়ায়িদিল ইসলামিয়্যাহ) তথা আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা।

ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) তাঁর তাফসীর সংক্রান্ত আলোচনা উপরোক্ত যাবতীয় পদ্ধতির আলোকে বর্ণনা করেছেন। যা তাঁর এ বিষয়ে সুগভীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে।

(১) تفسير القرآن بالقرآن (তাফসীরুল কোরআন বিল কোরআন) তথা কোরআন দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা:

কোরআনুল কারীমের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় তাফসীরুল কোরআন বিল কোরআন বা কোরআন দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা। কোরআনুল কারীমের কিছু আয়াত এমন যে, তা বারংবার ইরশাদ হয়েছে। আবার কিছু সামান্য পার্থক্য সহকারে অন্য স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। তাফসীরের সময় ঐ আয়াতগুলোতে দৃষ্টি রাখা জরুরী। কেননা, এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করছে। যাতে কোরআনুল কারীমের উদ্দেশ্য ও মহান রবের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে যায়। এ রকম অগণিত দৃষ্টান্ত ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)'র অসংখ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ পেশ করছি– ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) হুযুর সায়্যিদে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রেরণের ব্যাপকতা বর্ণনায় এক আয়াত উপস্থাপন করেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

–এবং হে মাহবুব! আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু এমন এক রিসালাত সহকারে, যা সমস্ত মানবজাতিকে পরিব্যাপ্ত করে নেয়, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী; কিন্তু অনেকেই জানেনা।[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি অন্য আয়াত পেশ করেন। যথা–

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.

অত্যন্ত মঙ্গলময় তিনি, যিনি অবতীর্ণ করেছেন কোরআন, আপন খাস বান্দার প্রতি, যাতে তিনি সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হন।[২]

[১]. তরজমা-ই কানযুল ঈমান : সূরা সাবা, ৩৪:২৮।
[২]. আল কোরআন: সূরা ফোরকান, ২৫:১।

প্রথম আয়াতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ হওয়া বুঝায়, কিন্তু অন্য আয়াত হতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি (শুধুমাত্র মানবজগতের জন্য নয়, বরং) সমস্ত জগতের জন্য রাসূল। এবার ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)'র এই ব্যাখ্যার বিবরণ শুনুন। তিনি বলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সমস্ত জিন ও ইনসানের রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। এই 'মহান রিসালত'-এ সকল জিন ও ইনসান অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত্য রয়েছে এবং মুহাক্কিকীনের নিকট ফেরেশতাগণও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে আমি (আ'লা হযরত) আল্লাহ তা'আলার তাওফীকক্রমে আমার রচিত কিতাব **اجلال جبريل** (ইজলালে জিবরীল)-এ বিশদ আলোচনা করেছি। সারসংক্ষেপ কথা হলো– গাছ-পালা, পাথর-মাটি, আসমান-যমীন, পাহাড়-সাগর, এক কথায় আল্লাহ ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টিরাজি এতে সন্নিবেশিত রয়েছে। তাইতো কোরআনুল কারীমে হুযুরের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে **عالمين** (আলামীন) শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। (যা আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে) আর সহীহ মুসলিম শরীফের হাদিসে **خلق** (খলকুন) শব্দটি এসেছে তাও তাগীদসূচক **كافة** (কাফফাতুন) শব্দ দ্বারা। হাদিসটি হলো– **ارسلت الي الخلق كافة** আমি গোটা সৃষ্টিজগতের জন্য প্রেরিত।[৩]

(২) تفسير القرآن بالاحاديث (তাফসীরুল কোরআন বিল আহাদিস) তথা হাদিসসমূহ দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা:

কাফের-মুশরিকগণের নিকট সাহায্য চাওয়া হারাম এটা প্রমাণ করার জন্য ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) তাঁর রচিত **الحجة المؤتمنة** (আল-হুজ্জাতুল মু'তামিনা) গ্রন্থে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। হাদিসে পাকের আলোকে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। আবার প্রত্যেক হাদিসের বিশুদ্ধতার বর্ণনা, বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদিতেও পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করতেন। এক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা প্রস্ফুটিত হয়। যেমন– কাফেরদের নিকট সাহায্য চাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, **لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ** –মুসলমানগণ যেন কাফেরদের আপন বন্ধু না বানিয়ে নেয়, মুসলমানগণ ব্যতীত। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক রইলো না।[৪] এবার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদিসে পাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। হাদিসটি হলো, হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদ যুদ্ধের দিন তাতে গমন করেন। যখন 'ছানিয়াতুল বিদা' উপত্যকা অতিক্রম করলেন, তখন একটি শক্তিশালী সৈন্যদল দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, এরা কারা? সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, তারা হলো বনু কাইনুকা এবং আব্দুল্লাহ বিন সালামের অনুসারী। তিনি বললেন, তাঁরা কি আমাদের ইসলামকে স্বীকার করে? তারা বললেন, না, নিশ্চয় তারা তাদের ধর্মের উপর অটল রয়েছে। নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা তাদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন ফিরে যায়, নিশ্চয় আমরা মুশরিকদের সাহায্য কামনা করি না।[৫]

(৩) تفسير القرآن باثار الصحابة والتابعين (তাফসীরুল কোরআন বিআসারিস সাহাবা ওয়াত তাবেয়ীন) তথা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতমত দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা:

এ পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট তাফসীরের আলোচনা ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)'র বহু গ্রন্থে বিদ্যমান। যখন তিনি কোরআনুল কারীমের কোনো আয়াত নিয়ে আলোচনা করতেন তখন তার ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র হাদিসে পাক, সাহাবায়ে কেরামের মতামত এবং তাবেয়ীগণের বাণীর আলোকে খুব চমৎকারভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন। কোনো আয়াত মনসুখ (রহিত) কিংবা মুহকাম (সুস্পষ্ট) এর ব্যাপারে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে নয়; বরং তা অন্য কোনো আয়াতে কারীমা অথবা হাদিসে পাকের আলোকে করতেন, অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে এজামদের আসারের ভিত্তিতে করতেন। এমন আয়াত যার অর্থ পরস্পর বিপরীত হয়। তখন এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। এভাবে এক

---

৩. ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি): তাজাল্লিউল ইয়াক্বিন, পৃ. ৩১।

৪. আল কোরআন: সূরা আলে-ইমরান, ৩:২৮।

৫. ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি): আল-হুজ্জাতুল মু'তামিনা, পৃ. ৬২।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

আয়াত 'মনসুখ' (রহিত) হয় এবং অন্যটি 'নাসেখ' (রহিতকারী) হয়ে থাকে এবং এসব বিষয়ের জ্ঞান উল্লেখিত উত্তম পদ্ধতির মাধ্যম হিসেবে বিবেচ্য। ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এই সমস্ত আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ তাঁর গ্রন্থাবলিতে উল্লেখ করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি একত্রিত করেছেন। তন্মধ্যে একটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো। উদাহরণঃ **سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ** –তাদের চিহ্ন হচ্ছে তাদের চেহারার সাজদার চিহ্ন থাকে।[৬] ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে এজাম এই 'দাগ' এর ব্যাখ্যায় চারটি মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেগুলো হলো– **প্রথমতঃ** কিয়ামত দিবসে সাজদার বরকতে তাদের চেহারায় সেই নূর প্রকাশ পাবে। এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইমাম হাসান বসরী, আতিয়া মওফী, খালিদ হানাফী এবং মুকাতিল ইবনে হায়য়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) হতে বর্ণিত। **দ্বিতীয়তঃ** নম্র, বিনয়ী, সদ্ব্যবহারের প্রভাব দুনিয়ার মধ্যে সালিহীনের চেহারায় বানোয়াট ব্যতীত প্রকাশ পায়। তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইমাম মুজাহিদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)'র অভিমত। **তৃতীয়তঃ** রাত্রি জাগরণ তথা কিয়ামুল লায়ল এর কারণে চেহারা হলুদ রং ধারণ করা। তা ইমাম হাসান বসরী, দ্বাহহাক, ইকরামা, শিমর বিন আত্বিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) হতে বর্ণিত। **চতুর্থতঃ** তা হলো অযুর পানির আর্দ্রতা ও মাটির প্রভাব, যা যমীনে সাজদা করার কারণে নাকে ও কপালে লেগে যায়। এটা হযরত ইমাম সাঈদ বিন জুবাইর ও হযরত ইকরামা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)'র অভিমত। এ চারটি মতামত ব্যক্ত করার পর তিনি (আ'লা হযরত) বলেন, এ চারটি অভিমতের মধ্যে প্রথম দুটি প্রণিধানযোগ্য ও শক্তিশালী। এ দুটোর ব্যাপারে সরাসরি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে হাসান পর্যায়ের সনদ দ্বারা সাব্যস্ত, যা ইমাম তবরানী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) তাঁর লিখিত মু'জাম-ই আওসাত ও সগীর এবং ইবনে মারদূভীয়া হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বাণী– **سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ**-এর ব্যাপারে বলেছেন, **اَلنُّوْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**–'কিয়ামত দিবসের নূর' উদ্দেশ্য। তাইতো ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এ কথার উপর সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আমি বলছি তৃতীয় অভিমতটি ঈষৎ দুর্বল। কপালের দাগ রাত্রি জাগরণের চিহ্ন, সাজদার চিহ্ন নয়। সাজদার উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণ পাওয়া গেলে সঠিক হয়। চতুর্থ অভিমত একেবারে দুর্বল। অযুর পানি সাজদার চিহ্ন নয়। নামাযের পর কপালের মাটি ঝেড়ে ফেলার হুকুম রয়েছে। সাজদার চিহ্ন বা **سِيمَا** হলে তাকে দূর করার বিধান আসতো না। মনে হয় ঐ অভিমত সাঈদ বিন জুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে সাব্যস্ত নয়। বস্তুতঃ কতেক মানুষের অধিক সাজদার কারণে যে কাল দাগ পড়ে নবীর হাদিসে তার ভিত্তি নেই। বরং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সায়িব বিন ইয়াযিদ ও মুজাহিদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) এ ধরনের হাদিসকে অস্বীকার করেন।[৭]

تفسير القرآن باللغة العربية والقواعد الإسلامية (৪) (তাফসীরুল কোরআন বিল-লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াল কাওয়ায়িদিল ইসলামিয়্যাহ) তথা আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা

আরবি ভাষা ও ব্যাকরণেও ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন উসূল ও কাওয়ায়েদের সাথে সম্পর্কিত স্বতন্ত্র অনেক কিতাবও তিনি রচনা করেন। তাঁর রচনাবলীতে ভাষার জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক নিয়মাবলী, যুক্তি-তর্ক ছাড়াও আকলী ও নকলী উভয় ধরনের জ্ঞান বিতরণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইলমে নাহ্ভ ও ইলমে সরফের নিয়মাবলী, ইলমে মা'আনী, ইলমে বয়ান, ইলমে বদী, উসূলুত্ তাফসীর, উসূলুল হাদিস, উসূলুল ফিক্হ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উৎপত্তি তো কোরআন-হাদিস বুঝা এবং বুঝানোর জন্যই হয়েছে। আর মুফাসসির, মুহাদ্দিস,

---

[৬]. আল কোরআন: সূরা ফাতাহ, ৪৮:২৯।

[৭]. ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি): আস-সানিয়্যাতুল আনীকা ফী ফাতাওয়া আফ্রীকা, পৃ. ৫৬; আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি): ইমাম আহমদ রেযা আওর ফন্নে তাফসীর, পৃ. ০৭।

ফুকাহা ও মুজতাহিদগণের জ্ঞানের স্রোতধারা এই জ্ঞানসমূহ হতে উৎসারিত। এ কারণে কোরআনুল কারীমের তাফসীরের সময় তাতে দৃষ্টিপাত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) এই পদ্ধতিতে তাফসীর উপস্থাপন করতেন, যাতে কোরআনুল কারীমের সূক্ষ্ম রহস্য উদঘাটন হতো এবং মহান রবের অতুলনীয় মর্যাদা উপস্থাপিত হতো। নিম্নে তার প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ পেশ করছি। যথা– মহান আল্লাহ হুযুর পুরনূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সমস্ত আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) হতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও অতুলনীয় মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কোরআনে পাকের অসংখ্য আয়াতে কারীমায় তা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সুউচ্চ মর্যাদা সম্বন্ধে আল্লাহর আকাঙ্ক্ষা তাতো সম্পূর্ণ কোরআন জুড়েই বিদ্যমান। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ.

–এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গিকার নিয়েছিলেন। "আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল, যিনি তোমাদের কিতাবগুলো সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাকে সাহায্য করবে।" এরশাদ করলেন, "তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে?" সবাই আরজ করলো, "আমরা স্বীকার করলাম।" এরশাদ করলেন, "তবে (তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও। এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।[৮]

উক্ত আয়াতে হুযুরে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র ব্যাপক ফযিলতের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিশেষে (মহান আল্লাহর কৃপায় আমি বলছি) আবার এটাও দেখা যায় যে, উক্ত প্রসঙ্গটি পবিত্র কোরআন মাজীদে কিরূপ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বারংবার তাগীদ দেওয়া হয়েছে।

প্রথমত: আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম নিষ্পাপ। আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী কোনো কাজ তাদের থেকে প্রকাশিত হয় না যে, মহান রব নির্দেশ সূচকভাবে তাদের বলেছেন, যদি ঐ নবী তোমাদের কাছে আসেন তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে, কিন্তু তার উপর যথেষ্ট করেননি বরং তাদের থেকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। এই অঙ্গীকার **(الست بربكم)** "আমি কি তোমাদের রব নই?" মহান রবের সাথে কৃত অঙ্গিকারের বিষয়টি এমনভাবে সংযুক্ত ছিল, যেভাবে কালিমা-ই **لا اله الا الله** এর সাথে **محمد الرسول الله** সংযুক্ত রয়েছে। যেন প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর জন্য প্রথম আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো আল্লাহর রুবুবিয়্যতের উপর আস্থা রাখা। আল্লাহর পরই সাথে সাথে পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র রিসালাতের উপর ঈমান আনা। **দ্বিতীয়ত:** ঐ চুক্তিতে 'লামে কসম' **(لام قسم)** দ্বারা দৃঢ়তা প্রদান করা হয়েছে। **لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ**–"তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাকে সাহায্য করবে।" যেভাবে নবাবগণ (রাজ্যের শাসক) বাদশাহদের থেকে অঙ্গিকার নিয়ে থাকেন। ইমাম সুবকী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) বলেন, **মাসআলা:** বায়'আত এই আয়াত হতে গৃহীত হয়েছে। **তৃতীয়ত:** নূনে তাকিদ **(نون تاكيد)** বা দৃঢ়তাসূচক নূন। **চতুর্থত:** তাও নূনে সক্বিলাহ **(نون ثقيلة)** বা তাশদীদবিশিষ্ট দৃঢ়তাসূচক নূন এনে তাগিদ তথা দৃঢ়তাকে দ্বিগুণ করা হয়েছে। **পঞ্চমত:** এই পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনায় দেখুন যে, সম্মানিত নবীগণ এখনো জবাব দিতে পারেননি, স্বয়ং আল্লাহই আগে জিজ্ঞেস করে বসলেন, আ-আক্বরারতুম **(أَأَقْرَرْتُمْ)** –তোমরা আমার এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দিচ্ছ কি? অর্থাৎ, এর দ্বারা পূর্ণতা, দ্রুততা ও ধারাবাহিক অনুমোদন উদ্দেশ্য। **ষষ্ঠত:** এতটুকুতেও যথেষ্ট করেননি বরং বলেছেন, **وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي** –"আমার শুধু স্বীকৃতিই নয়; বরং এটার উপর আমার গুরুদায়িত্ব বুঝে নাও ।" **সপ্তমত:** আলাইহি **(عليه)** অথবা আলা হাযা **(علي هذا)** এর স্থলে আলা যালিকুম **(على ذلكم)** বলেছেন, ইঙ্গিতের পরেও মর্যাদা যাতে অটুট থাকে। **অষ্টমত:** আরো উন্নতি হলো যে,

[৮]. আল কোরআন: সূরা আলে-ইমরান, ৩:৮১।

ফাশহাদু (فَاشْهَدُواْ) –তোমরা সাক্ষী হয়ে যাও একজন আরেকজনের উপর। যদিও (আল্লাহর পানাহ) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা পূতঃপবিত্র মহান ব্যক্তিদের জন্য যৌক্তিক ছিল না। **নবমত:** পরিপূর্ণতা এটাই যে, শুধুমাত্র তাঁদের সাক্ষ্যের উপর যথেষ্ট হয়নি, বরং ইরশাদ করেছেন, **وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ** –"আর আমি নিজেও তোমাদের সাথে সাক্ষী হিসেবে রইলাম।" **দশমত:** সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও চূড়ান্ত বিষয় এটাই যে, ঐ মহান দৃঢ়তা জ্ঞাপনের পর সুদৃষ্টির সাথে আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)'র নিষ্কলুষতা দান করার ঘোষণার পর অমান্যকারীদের প্রতি জোরালো ধমকও দেয়া হয়েছে, **فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** সুতরাং যে কেউ এরপর ফিরে যাবে, তবে সেসব লোক ফাসিক্ব।[৯] আর যে ব্যক্তি ঐ স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করবে সে ফাসিক্বে (পাপাচারীতে) পরিণত হয়ে যাবে। আল্লাহর এই আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা, যা মহান রবের পক্ষ হতে গৃহীত হয়েছে যে, নিষ্পাপ ফেরেশতাগণের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন,

> وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.
>
> –তাদের মধ্যে কেউ বলে, আমি (আল্লাহ) ব্যতীত উপাস্য, তবে আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি এভাবেই যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।[১০]

তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর সমকক্ষ মা'বুদ আছে, তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে। আমি এমনভাবেই শাস্তি প্রদান করব। এখানে অপরাধীদের যেনো ইঙ্গিত করেছেন, যেভাবে আমাদের ঈমানের প্রথম অংশ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (لا اله الا الله)'র বিষয় রয়েছে, একইভাবে দ্বিতীয়াংশে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' (محمد الرسول الله) রয়েছে। এটাকে পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে যে, আমি সমগ্র জগতের রব, নৈকট্যধন্য ফেরেশতাকুলও আমার ইবাদত থেকে শির ফেরাতে পারে না। আর আমার মাহবুব হলেন, সমগ্র জগতের রাসূল এবং অনুকরণীয় যে, নবী-রাসূলগণও তাঁর সেবার গণ্ডিতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। (আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, নবী পাকের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ।) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সুউচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় উপরোক্ত দলীল থাকা সত্ত্বেও অন্য প্রমাণের কি প্রয়োজন?[১১]

মোদ্দাকথা, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি) তাফসীর শাস্ত্রে পূর্ণ দক্ষতা রাখেন এবং তাফসীর শাস্ত্রের যাবতীয় নীতিমালা ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাফসীর শাস্ত্রের আলোকে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যথাযথ মর্মার্থ নিরূপণ, মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আক্বিদা সংরক্ষণ এবং কোরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা ও বিকৃতকারীদের স্বরূপ উন্মোচনে তিনি অনন্য অবদান রাখেন। অনেকে তাফসীর শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)'র অবদান ও ভূমিকা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে থাকে। ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)'র ব্যাপারে তাদের এ ধারণা নিছক অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ প্রসূত। ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)'র রচনাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এ জাতীয় অবান্তর মন্তব্য করার মূল কারণ। তাফসীর শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি)'র জ্ঞান গভীরতা ও পরিধি কতো বিস্তৃত তা তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী মনযোগ সহকারে অধ্যায়ন করলেই অনুমেয় হবে।

লেখক: সুপার, জামেয়া রজভীয়া সুন্নিয়া মাদরাসা, বন্দর, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

৯. আল কোরআন: সূরা আলে-ইমরান, ৩:৮২।
১০. আল কোরআন: সূরা আম্বিয়া, ২১:২৯।
১১. ইমাম আহমদ রেযা: তাজাল্লিউল ইয়াক্বিন, পৃ. ২৭; আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি): ইমাম আহমদ রেযা আওর ফন্নে তাফসীর, পৃ. ০৮।

প্রবন্ধ

কতিপয় যুগজিজ্ঞাসার জবাবে ইমাম আহমদ রেযা

[রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম

[বর্তমান সমাজে এমন কিছু কাজ প্রচলন আছে, যেগুলো নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি বিরাজ করে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত ফতোয়ায়ে রযবীয়ায় এ ধরনের বিষয়গুলোর কুরআন হাদীসের আলোকে প্রামাণ্য সমাধান রয়েছে। তাই সেগুলো এ নিবন্ধে বর্ণিত হলো]

অশুভ প্রথা

ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো- এক ব্যক্তি সম্পর্ক প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, যদি সকালে তার অশুভ চেহারা দেখে নেয় বা কোন কাজে যাওয়ার সময় সামনে এসে যায়, তবে অবশ্যই কিছু না কিছু অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং যতই নিশ্চিত রূপে কাজটি হয়ে যাওয়ার প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা হোক না কেন। কিন্তু তাদের ধারণা হলো যে, কিছু না কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই হবে। তাই তারা যদি কোথাও যাওয়ার সময় তার সামনে পড়ে যায়, তবে নিজের ঘরে আবার ফিরে যায় এবং সেই অশুভ ব্যক্তি সামনে থেকে চলে যাওয়ার পর আবারো নিজের কাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এখন প্রশ্ন হলো: ঐ লোকদের এরূপ বিশ্বাস এবং কর্মপদ্ধতি কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

উত্তরে আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: ইসলামী শরীয়াতে এর কোন ভিত্তি নেই, মানুষের মনের সন্দেহ মাত্র। শরীয়াতের আদেশ হলো: কোন প্রথা যদি কুধারণা সৃষ্টি করে, তবে সে অনুযায়ী আমল করবে না। এটি হিন্দুয়ানী পদ্ধতি, এই অবস্থায় মুসলমানদের উচিৎ আল্লাহর নিকট এই বলে প্রার্থনা করা যে, 'হে আল্লাহ্! কোন অমঙ্গলই নেই, তবে সবই তোমারই পক্ষ থেকে এবং তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই' এবং মহান প্রতিপালকের প্রতি ভরসা রেখে নিজের কাজে যাওয়া। কখনো থামবে না, ফিরেও আসবে না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।[১২]

আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শুভ প্রথা হলো: যে কাজের ইচ্ছা পোষণ করেছে, সে সম্পর্কে কোন কথা শুনে সেই কাজের পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা, এটি তখনই হয়, যখন কথাটি শুভ হয়, যদি অশুভ হয়, তাহলে অশুভ প্রথা। শরীয়াত এই কথার নির্দেশ দিয়েছে যে, মানুষ যেন শুভ প্রথা গ্রহণ করে খুশি হয় এবং নিজের কাজ আনন্দচিত্তে সম্পন্ন করে এবং যখন কোন অশুভ কথা শুনে, তখন সেদিকে যেন মনযোগ না দেয়, আর সেই কারণে নিজের কাজও যেন বন্ধ করে না দেয়।[১৩]

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শুভ প্রথা গ্রহণ করা সুন্নাত, এতে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে আশার সঞ্চার হয় এবং অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার গ্রহণ করা নিষেধ। কেননা, এতে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি নিরাশার সঞ্চার হয়। আশা করা উত্তম, নিরাশা মন্দ, সর্বদা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আশা রাখা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য।[১৪] রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মাঝে তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকবে- অশুভ প্রথা, হিংসা এবং কুধারণা। এক সাহাবী আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে লোকের মাঝে এই তিনটি অভ্যাস থাকবে, সে এর প্রতিকার কিভাবে করবে? ইরশাদ করলেন, যখন তুমি হিংসা করবে, তখন আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ইস্তিগফার করো (তাওবা করো) এবং যখন তুমি কোন কু-ধারণা করো তবে তাতে দৃঢ় থেকো না। আর যখন তুমি অশুভ প্রথা বের করবে, তখন সেই অশুভ প্রথা তথা কুসংস্কার পরিত্যাগ করে স্বীয় কাজ করবে।[১৫]

---

[১২] - ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/ ৬৪১,রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর

[১৩] - তাফসীরে কুরতুবী, ২৬তম পারা, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১৩২, ১৬তম অংশ

[১৪] - মিরাতুল মানাজিহ, ৬/২৫৫

[১৫] - মু'জামুল কবীর, ৩/২২৮, হাদীসঃ ৩২২৭

মন্দ ধারণা

আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মন্দ ধারণা হচ্ছে কোন মুসলমানের ব্যাপারে প্রমাণ ছাড়া এমনটি ধারণা করা যে, (কোন কাজে) তার নিয়্যত হচ্ছে রিয়া তথা লৌকিকতা, অহংকার ও সুনাম অর্জন করা- এটা অকাট্য হারাম। অনির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে যে ধারণা, তা কোন নির্দিষ্ট মুসলমানের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে মনে করা বদগুমানী বা কুধারণা।এটা হারাম।[১৬] ইরশাদ হচ্ছে-

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤ لا

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না; কর্ণ,চক্ষু,হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।[১৭] আর খারাপ ধারণা খারাপ অন্তর থেকেই বের হয়। তাই মুসলমানদের কর্ম সমুহের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ওয়াজিব। আর কু-ধারণা রিয়া অপেক্ষা কম হারাম নয়।[১৮]

মসজিদে পানাহার করা

ইমামে আহলে সুন্নাত শায়খ আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইতিকাফকারী ব্যতিত অন্য কেউ মসজিদে ইফতার করা, পানাহার করা জায়েয নেই। তাই অন্যরা যদি মসজিদে ইফতার করতে চায়, তবে ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে গমন করবে এবং কিছুক্ষণ যিকির-আযকার, দরূদ শরীফ পড়ার পর পানাহার করতে পারবে। কিন্তু এক্ষেত্রে মসজিদের আদব, সম্মান রক্ষা করা আবশ্যক। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে সিংহভাগ মসজিদে ইফতার করার সময় মসজিদ সমূহের চরমভাবে মর্যাদা হানি করা হয়, যা নাজায়েজ ও হারাম। মসজিদের ইমাম ও মোতাওয়াল্লীদের এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় কিয়ামতের দিন তাদের কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।[১৯] ইরশাদ হচ্ছে-

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

অর্থাৎ,তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[২০]

সন্তানদের আদেশ-নিষেধ করা

ইমাম আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শরীয়ত মতে যে কাজটি যে মর্যাদা রাখে সে ব্যাপারে মাতা-পিতা তার সন্তানদের সংশোধন করার বিধানও অনুরূপ। অর্থাৎ কাজটি ফরয হলে সন্তানদের সংশোধন করা ফরজ, আর কাজটি ওয়াজিব পর্যায়ের হলে ওয়াজিব, সুন্নাত পর্যায়ের হলে সুন্নাত এবং মুস্তহাব পর্যায়ের হলে মুস্তহাব। মঙ্গল কামনার্থে নিজ ক্ষমতানুযায়ী সন্তানদের সংশোধনের নির্দেশ দেবে। অন্যথায় ইরশাদ হচ্ছে-

يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم
من ضل إذا اهتديتم

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের (সংশোধন করার) জন্য চিন্তা কর, যখন তোমরা দ্বীনের পথে চলছ তখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।[২১]

তাওয়াক্কুল

মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মাধ্যম বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল নয়, বরং মাধ্যমের উপর ভরসা না করে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার নামই তাওয়াক্কুল। এটা ফরযে আইন। মাধ্যম ও কৌশল ব্যতিরেকে হালাল উপার্জন বাদ দিয়ে নির্জনতা অবলম্বন করার অনুমতি শরীয়তে নেই।[২২] আমিরুল মু'মিনীন হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল করার মতো তাওয়াক্কুল করো, তবে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক প্রদান করবেন যেমনটি পাখিদের প্রদান করেন। এরা সকালে খালি পেটে আপন নীড় থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে।[২৩]

আক্বীক্বা

এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আক্বীক্বা হচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ। তাই মৃত্যুর পর আক্বীক্বা হয় না। অর্থাৎ সন্তান যদি সপ্তম দিনের পূর্বেই মারা যায়, তবে তার আক্বীক্বা না করার কোন প্রভাব শিশুর সুপারিশে (শাফায়াত ইত্যাদিতে) পড়বে না।

[১৬] - ফতোয়ায়ে রযবীয়া,২১/৬৭২-৬৭৩
[১৭] - সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত:৩৬
[১৮] - ফতোয়ায়ে রযবীয়া,৫/৩২৪; ১৯/৬৯১; ২২/৪০০
[১৯] - দুররে মুখতার,১/৬৬১;ফতোয়ায়ে রযবীয়া; আনোয়ারুল হাদীস,পৃ:১৯৭
[২০] - সহিহ বুখারী; সহিহ মুসলিম; মিশকাত,হাদীস:৮১৯
[২১] - সূরা মায়েদা, আয়াত:১০৫; ফতোয়ায়ে রযবীয়া,২৪/৩৭০
[২২] - ফতোয়ায়ে রযবীয়া,২৪/৩৭৯; ফায়ায়েলে দোয়া,পৃ:২৮৭
[২৩] - জামে তিরমিযি, হাদীস: ২৩৫১

anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

যেহেতু আকীকার সময় আসার পূর্বেই মারা গিয়েছে। হ্যাঁ! যে সন্তানের পিতা আক্বীক্বার সময় পেয়েছে অর্থাৎ সপ্তম দিনের হয়েছে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে তার আকীকা করেনি, তার জন্য এটা এসেছে যে, সে আপন মা-বাবার জন্য সুপারিশ করবে না। যার আকীকা করা হয়নি, সে যৌবন, বৃদ্ধ বয়সেও নিজের আকীকা নিজে করতে পারবে। যেমন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রকাশের পর নিজের আকীকা নিজে করেছেন।[২৪] আকীকার ক্ষেত্রে ছেলের জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি। ছেলের জন্য দু'টি ছাগল জবেহ করা সম্ভব না হলে একটি যথেষ্ট হবে। আকীকার মাংস চিল, কাককে খাওয়ানোর কোন গুরুত্ব রাখে না। এমনটি করা ফাসেকী। (বরং তা পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকিন সকলে খেতে পারবে।)[২৫]

তাওবা

ইমাম আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,সত্যিকার তাওবা এমন এক অনন্য বস্তু, যা প্রতিটি পাপ দূর করতে যথেষ্ট। এমন কোন গুনাহ নেই যা তাওবা করার পর অবশিষ্ট থাকে এমনকি শিরক ও কুফরীও। সত্যিকার তাওবার অর্থ হলো মহান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হওয়ায় লজ্জিত হয়ে তড়িৎ গতিতে ঐ গুনাহ ছেড়ে দেয়া এবং ভবিষ্যতে কখনো ঐ পাপের নিকটে না যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা এবং কৃত কর্মের প্রতিকার সরূপ বান্দা তার কাছে রক্ষিত ক্ষতিপূরণ আদায় করা। যেমন, নামায-রোযা ছেড়ে দেয়া, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া,চুরি, সুদ-ঘুষ প্রভৃতি কর্মকান্ড থেকে তাওবা করে ভবিষ্যতের জন্য ঐ অপরাধ ছেড়ে দেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং দৈনিক অনাদায়কৃত নামায সমুহ কাযা আদায় করা, লুণ্ঠনকৃত কিংবা চুরিকৃত সম্পদের মালিকের নিকট তা ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক। সুদ-ঘুষ গ্রহণকারী দাতাকে তার মুদ্রা ফিরিয়ে দেয়া কিংবা তাদের অবর্তমানে তাদের উত্তরাধিকারীর নিকট ফিরিয়ে দেয়া নতুবা ক্ষমা চেয়ে নেয়াও জরুরী। সন্ধান না পেলে সমপরিমাণ সম্পদ সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিত সদকা করা এবং এ নিয়ত অন্তরে রাখা আবশ্যক যে, ঐ লোকের সন্ধান পাওয়ার পর সদকা করায় লোকটি অসন্তুষ্ট হলে নিজের সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করবে।[২৬] নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ তায়ালা তাওবাকারী ও পরীক্ষায় অবতীর্ণ মুমিন বান্দাকে পছন্দ করেন।[২৭] ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, প্রত্যেক মুসলমান পাপ করা মাত্রই তড়িৎ গতিতে তাওবা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ গুনাহ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ঐ ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে অনুশোচনা করা এবং ভবিষ্যতে না করার অঙ্গিকার করা ওয়াজিব। এ কথার উপর আলেমগণের ইজমা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সত্যিকার তাওবার প্রভাব তাওবাকারীর আমলে প্রকাশ পায়। তার জীবন আনুগত্য ও ইবাদতে পরিপূর্ণ হয় এবং গুনাহ করা থেকে বিরত থাকে।[২৮]

কবরস্থানে জুতা পরিধান

আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,হাদীস শরীফে এসেছে- মুসলমানের কবরের উপর পা রাখার চেয়ে তলোয়ারের ধারালো অংশে পা রাখা অধিকতর সহজ[২৯] অন্যত্র রয়েছে, কোন মুসলমানের কবরের উপর পা রাখার চেয়ে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের উপর পা রাখা আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়। যদিও তা জুতার তলা ভেদ করে আমার পায়ের তলা স্পর্শ করে।[৩০] এ প্রসঙ্গে ফতহুল কাদীর, তাহতাভী ও রদ্দুল মুহতারে রয়েছে, কবরস্থানে জুতা পরিধান করে চলা-ফেরা করা হারাম।[৩১] একদা হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক ব্যক্তি কবরস্থানে গমন করলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,হে লোম পরিস্কারকৃত জুতা পরিধানকারী! নিজ জুতা নিক্ষেপ করো।[৩২] অন্যত্র ইরশাদ করেন, কবরবাসীকে কষ্ট দিওনা, তবে তোমাকেও কষ্ট দেয়া হবে না।[৩৩]

[২৪] - মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ৪/২৫৪, হাদীস: ২১৭৪
[২৫] - ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৮৬- ৫৯০

[২৬] - ফতোয়ায়ে রযবীয়া,২১/১২১
[২৭] - মুসনাদে আহমদ,১/১৭৪,হাদীস: ৬০৫
[২৮] - খাযাইনুল ইরফান,সূরা তাহরিম,আয়াত :৮
[২৯] - কানযুল উম্মাল,,৫/৪৬৫, মৃত্যু সংক্রান্ত অধ্যায়
[৩০] - সুনানে ইবনে মাজাহ,হাদীস:১৫৬৬
[৩১] - রদ্দুল মুহতার, ১/৬১২,সালাত অধ্যায়
[৩২] - সহিহ ইবনে হিব্বান,৫/৬৮,হাদীস: ৩১৬
[৩৩] - আল মুস্তাদরাক, হাদীস: ৬৫৬১; মালফুযাতে আলা হযরত, ২/২৬৩-২৬৪

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

অহংকার থেকে মুক্তি

এ প্রসঙ্গে আযিমুল বরকত ইমাম আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অহংকার থেকে মুক্তি অর্জনের একটি পদ্ধতি হলো, যখন কারো সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, অতঃপর আপনি জেনে যান যে, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তবে বিরোধ করার পরিবর্তে মেনে নিন। অতঃপর তার সামনে এই বিষয়টি স্বীকার করে সত্য কথার জন্য তার প্রশংসাও করুন যে, আপনি সঠিক বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। সত্যকে স্বীকার করার এই ঘোষণা যদিও নফসের জন্য খুবই কষ্টকর, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে এরূপ করতে থাকায় সত্যকে স্বীকার করা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে এবং এর বরকতে অহংকার থেকেও মুক্তি অর্জিত হবে। অহংকার থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য নিজের সাথীর সাথে বা কোন মাহফিলে কখনোই অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষাকে স্থান দেবেন না যে, আমাকে আলাদা সম্মান দেয়া হোক, উচ্চ স্থানে বসানো হোক, আমাকে সাদর-সম্ভাষণ করা হোক। হ্যাঁ! যদি কেউ নিজে থেকেই আপনাকে বিশেষ স্থানে বসার অনুরোধ করে তবে তা গ্রহণ করাতে কোন সমস্যা নাই।

[ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৭২০]

লিখক: আরবী প্রভাষক, রাণীরহাট আল আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক
তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান উপজেলা শিক্ষাদীক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রসর এলাকা। উপজেলার কেন্দ্রস্থলে রাউজান পৌরসভার এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের নাম সুলতানপুর। এ গ্রামের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত মুকিম বাড়ির পূর্ব পুরুষ ছিলেন মোগল আমলের পদাতিক বাহিনীর চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান শেখ বড় আদম লস্কর এর বংশধর। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব'র আমলে চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে গৌড় হতে বড় আদম লস্করের সুলতানপুর আগমন ঘটে। এরই অধঃস্তন বংশধর মরহুম বেলায়েত আলী চৌধুরী ও বেগম ফজিলাতুন্নেছার ঔরসে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাইয়ের এক শুভক্ষণে একটি শিশুর জন্ম হয়। সেই আনন্দঘন মুহূর্তে ইসলামী শরীয়ত মতে সদ্যভুমিষ্ঠ শিশুটির নাম রাখা হয় মুহাম্মদ আবদুল খালেক। অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন। বড় বোন তামান্না ও বড় ভাই আবদুল গণি চৌধুরীর অতি আদরের ছোট ভাই আবদুল খালেক। গর্ভধারিণী মা ফজিলাতুন্নেছা একাধারে মা-বাবার দ্বৈত ভূমিকায় সন্তানদের আগলে রাখেন বহু কষ্টে। শোকাবহ পরিবারের হাল ধরে শক্ত হাতে। এমতাবস্থায় মরহুম বেলায়েত চৌধুরীর জ্ঞাতিভাই মরহুম আহমদ মিয়া চৌধুরী সহযোগীতার হাত বাড়ায়। ভাঙ্গা সংসারকে টিকিয়ে রাখতে তিনি অবদান রাখেন। তিনি আবু মুহাম্মদ তবিবুল আলমের পিতা ছিলেন। মরহুম তবিবুল আলম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কুতুবুল আউলিয়া আওলাদে রসূল হাফেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মুরিদ ও খলিফা। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র জেনারেল সেক্রেটারী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে আজীবন খেদমত করেছেন। আবদুল খালেক সাহেব বাল্যকালে শান্ত স্বভাবের ছিলেন। চলা-ফেরা করতেন ধীরলয়ে কথা বলতেন বিনয়ের সাথে নম্রস্বরে। আদুরে ছেলেটি প্রায়শঃ বড় ভাই আবদুল গনি চৌধুরীর কাঁদে চড়ে চলতেন। এতে বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েরা হাসতেন। অন্য সকলের খেলাধুলা উপভোগ করলেও নিজে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতেন না। গরীব দুঃখী মানুষকে ভিক্ষা করতে দেখলে তিনি বেদনাহত হতেন। বাড়িতে ভিক্ষুক আসলে সবার অলক্ষ্যে মোটকা (চাউল রাখার ভান্ড) থেকে চাউল এনে বিলিয়ে দিতেন। একা একা বাড়ি হতে বেরোতেন না, মসজিদ মক্তবে যেতে হলেও কেউ একজন তাকে নিয়ে যেতেন। ঘরকুনো লাজুক প্রকৃতির বললেও অত্যুক্তি হবে না। ধার্মিক পরিবারের ছেলেটি শিশুকাল হতেই বড়দের সাথে মসজিদে যেতেন। শৈশব থেকেই তাঁর ব্যতিক্রমী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে পাড়াপরশীরা ভবিষ্যতে বড় ভাল মানুষ হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। মসজিদ ঝাড়ু দেয়া, আযান দেয়া, ইমামতি করা (প্রয়োজন বোধে) তাঁর এক অনন্য স্বভাব ছিল। ধার্মিক ও সুস্থ মুল্যবোধ সম্পন্ন পরিবারে বেড়ে উঠার কারণে তাঁর মধ্যে উন্নত মানসিকতা ও নৈতিকতাসম্পন্ন চরিত্রের সমাহার ঘটে। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয়ে তিনি নিজেকে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন আলোকিত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বিধায় সমাজকে আলোকিত করতে অবদান রাখা সম্ভব হয়েছিল। পাঁচ বছর বয়সে রাউজান স্টেশন প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। রজনী মাষ্টারের এই স্কুলটি পরবর্তীতে ভিক্টোরিয়া প্রাইমারি স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছিল। ২য় ও ৫ম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়ে মেধার স্বাক্ষর রাখেন। বৃটিশ সরকারের আমলে ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষার বিধান ছিল। রাউজান আর আর এসি ইনস্টিটিউশন হতে ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বঙ্গীয় বৃত্তি লাভ করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। তৎকালে বৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দু ছাত্রদের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। সে সময়ে আবদুল খালেক ও তাঁর জ্ঞাতি ভাই ডা: আবুল হাশেম চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে একই স্কুলের ছাত্র বৃত্তি পাওয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। দু'জনের জন্য দুইবার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ।

একই স্কুল থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রাস (এস এস সি) পরীক্ষায় চট্টগ্রাম জিলায় প্রথম হয়ে প্রথম বিভাগে পাস করেন। এরকম প্রতিভাসম্পন্ন কৃতিছাত্রকে দেখার জন্য দশ গ্রামের অনেক মানুষ তাঁকে দেখতে আসতেন, দো'আ

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

করতেন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে। ১৯১৪ সালে জেলা বৃত্তি নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই এস সি পাস করে কৃতিত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। মাসিক পনেরো টাকা বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হবে না ভেবে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। সে সময় চাচা আহমদ মিয়া চৌধুরী (আবু মুহাম্মদ তবিবুল আলমের পিতা) কলিকাতায় ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল পদে সরকারি চাকুরী করতেন। ইতোমধ্যে তিনি ভাগ্নে ডা: আবুল হাশেমকে কলিকাতায় এম বি কোর্সে পড়াশোনা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পরোপকারি শিক্ষানুরাগী ভদ্রলোক বললেন আবদুল খালেক কলিকাতায় তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করবে।

চাচা আহমদ চৌধুরীর বদান্যতায় পাঁচ বছর শিক্ষা গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাস করে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন। তিনি দেখতে আকর্ষণীয় চেহারার সুপুরুষ ছিলেন। উর্দুভাষী শিক্ষকরা তাঁকে উর্দুভাষী উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান বলে মনে করতেন। কেননা ইংরেজি ও উর্দুভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। অকপটে বলতে লিখতে পড়তে পারতেন, চমৎকার ভাষায় শিক্ষকদের সাথে আলাপ করতেন। একবার এক পরীক্ষক তাঁকে পরখ করার জন্য ইংরেজি ও উর্দু দু'ভাষায় পরীক্ষা নেন, উভয় পরীক্ষায় তিনি সমান পারদর্শিতার সাথে উত্তর দিয়ে পরীক্ষককে হতবাক করে দেন। ৮ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি ইংরেজিতে ৯৮ ও অংকে ১০০ নম্বর পেয়েছিলেন।

১৯২০ সালে চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীতে সহকারি তড়িৎ প্রশৌশলী পদে চাকুরী শুরু করেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি পান। অধিকতর মহত্বের কাজে মানব কল্যাণ ও সমাজ সেবার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ থাকার কারণে তিনি ১৯৩২ সালে চাকুরীতে ইস্তফা দেন। কর্তৃপক্ষ আরো পদোন্নতি ও বর্ধিত বেতনে চাকুরীর প্রস্তাব দেয়াতেও তিনি চাকুরীতে পুনর্বাসিত হতে চাননি। কোনো এক সময় সহপাঠি আবদুল জলিল বি.এ. (আলীগড়) মাস্টারের সাথে স্বল্প সময়ের জন্য রেংগুন গমন করেন। জলিল সাহেব ইস্পাহানি আবাসিক স্কুলের শিক্ষক হিসেবে রেংগুনে কর্মরত ছিলেন, সেখানে থাকাবস্থায় বন্ধুবর জলিল সাহেবের সৌজন্যে আওলাদে রাসূল (৩৮তম) কুতুবুল আউলিয়া হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বাঙ্গালী মসজিদের খতীব'র সাথে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। সে সময়েই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বন্ধু আবদুল জলিলের উৎসাহে হুজুরের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে ধন্য হন। কিছুকাল রেংগুনে অতিবাহিত করে স্বদেশে ফিরে আসেন। তারপর শুধুই ইতিহাস, আরো কয়েকবার তিনি রেংগুন ভ্রমণ করেন।

সাদা কালো শশ্রুমন্ডিত দুধে আলতা রং মেশানো সৌম্যকান্তি চেহারায় নূরানী ঝলক উদ্ভাসিত হতো সর্বদা। আকর্ষণীয় নূরানী চেহারার দিকে তাকালে অজান্তে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে উঠতো যে কারো মন। আমি (লেখক) অনেকবার গ্রামের বাড়িতে ও শহরে অনেকবার তাঁকে দেখেছি। এখনো আমার মনে তাঁর নূরানী জ্যোতির চেহারা খানা ভেসে উঠে। তিনি ছিলেন আমার জেঠতুত ভাইয়ের শ্বশুর। সে সুবাদে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি যখন তাঁর গ্রামের বাড়িতে তশরীফ নিয়ে অবস্থান করতেন তখন বহুবার সেখানে যেতাম, খাওয়া-দাওয়া করতাম। অল্প বয়সী হবার কারণে হুজুরের মাহাত্ম্য বোঝা তখন সম্ভব হয়নি।

ব্যবসায়ী জীবনের শুরুতে ১৯২৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন কোহিনূর লাইব্রেরি। অথচ তড়িৎ প্রকৌশলীর ব্যবসা হওয়া ছিল লব্ধ জ্ঞান বিষয়ভিত্তিক। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের মহাসোপান হচ্ছে লাইব্রেরি বা পাঠাগার। বিনে পয়সায় গরীব শিক্ষার্থীদের বই প্রদান, পত্রিকা পড়া ও বই পড়ার সুযোগ ছিল কোহিনূর লাইব্রেরীতে। জ্ঞানার্জন ও পাঠক সৃষ্টি করার গভীর প্রত্যয় নিয়ে তিনি প্রথম এ ব্যবসার গোড়াপত্তন করেন। সম্মানজনক পদবী ও মোটা অংকের মাসোহারা ত্যাগ করে সামান্য একটা লাইব্রেরি স্থাপন করায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই মন ভারাক্রান্ত করেছিলেন সে সময়। কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলে সুনাম অর্জনে সহায়ক হয়। তেমনি কয়েক বছরের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী অনেকেই এ লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক বনে যান। জ্ঞান আহরণে সমৃদ্ধ হন। কিছুদিনের মধ্যে (১৯৩০ সালে) কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস স্থাপন করেন। ছাপাখানা জগতে নবদিগন্তের সূচনা করেন। উভয় প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক আন্দরকিল্লা মোড়ের দু'পাশে অবস্থিত। অর্থপ্রাপ্তির চেয়ে বইপড়া, জ্ঞানসমৃদ্ধ হবার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজনেই তিনি পাঠাগার ও ছাপাখানা স্থাপন করেন একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে।

প্রবন্ধ

'কোহিনূর' পারিবারিক কারো নাম নয়। মুসলমানদের শৌর্যবির্যের প্রতীক মুঘল সাম্রাজ্যের মহামূল্যবান হীরক খন্ডের মুকুটকে স্মরণ করেই এ নামকরণ। মুসলমান কবি, সাহিত্যিকদের রচনা ছাপানোর জন্য কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বল্প অর্থে বা বিনা অর্থে ছাপার কাজ করে দিতেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন চলাকালীন ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে রফিক, জব্বার, বরকত, সালামসহ অনেক শহীদ হলে জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত চট্টগ্রামের গৌরব লেখক কবি মাহবুব আলম চৌধুরী (গহিরা রাউজান উপজেলা) শহীদদের উদ্দেশ্য করে রচনা করেন 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি', এক অমরগাথাঁ দীর্ঘ কবিতা। তৎকালিন নুরুল আমিন সরকারের প্রশাসনের নির্যাতনের ভয়ে সেই কবিতাখানা ছাপাতে কেউই রাজি হননি। অমিত সাহসের অধিকারি ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেকের মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কারণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর প্রেস থেকে ছাপিয়ে দেন। ভোর হতে না হতেই পুলিশ প্রেসে এসে ম্যানেজার দবির উদ্দিন ছাহেবকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। প্রেস মালিককে গ্রেফতার করতে চাইলে দবির আহমদ চৌধুরী স্বেচ্ছায় মালিকের অজান্তে এ কবিতা ছাপিয়েছেন বলে পুলিশকে অবহিত করেন যদিও এটা সত্য নয়, তথাপি শ্রদ্ধাস্পদ গুণীজনকে গ্রেফতার এড়ানোর কৌশল ছিল এটি। দবির আহমদ সাহেব কয়েকমাস জেল খেটে মুক্ত হন। একুশের প্রথম কবিতা ছাপিয়ে ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। দৃঢ়তা ও সাহস প্রত্যক্ষ করে আপামর জনতা আরেকবার বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এ মহানূভব ব্যক্তিত্বকে।

শৈশব থেকে তিনি ধর্মানুরাগী ছিলেন। একথা পূর্বে বিধৃত হয়েছে। প্রাথমিক হতে কলেজে পড়া অবধি সবসময়ই ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধর্মীয় কার্যাদি যথাসময়ে নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। কোহিনূর লাইব্রেরি ও কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস স্থাপন করে লেখক পাঠক ও জ্ঞানচর্চার ধারা রচনা করলেও স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা ও যুক্তিনির্ভর পরামর্শ উপস্থাপন করতে হলে একটি সংবাদপত্র প্রয়োজন, যেখানে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হবে। এ উপলব্ধি হতে তিনি সাপ্তাহিক কোহিনূর এবং ১৯৬০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজাদী পত্রিকা বের করেন। ইতোপূর্বে চট্টগ্রামে বহু সংবাদপত্র বের হলেও কোনটি স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারেনি।

দৈনিক আজাদী প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি আপন মুর্শিদ আউলাদে রসূল কুতবুল আউলিয়া হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর দো'আ প্রার্থনা করেন। হুযুর পত্রিকার গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্বের জন্য দোআ করেন এবং হুজুরের মুরীদানদের সকলকে একখানা পত্রিকা ক্রয় করে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। হুজুর আরো বলেছিলেন চট্টগ্রামে কোন পত্রিকার প্রকাশনা স্থায়ী হয়নি। এ পত্রিকা স্থায়ীভাবে দ্বীন মিল্লাত মাযহাব ও কওমের খেদমত আঞ্জাম দিবে ইনশাআল্লাহ্। অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি হয়েও বন্ধুরপথ পাড়ি দিয়ে 'দৈনিক আজাদী' বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। এ পত্রিকার বৈশিষ্ঠ্য হলো, শরীয়ত তরিকত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রচার প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন ও লেখক কবি সাহিত্যিক সৃষ্টি করা যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

ইমামে আহলে সুন্নাত শেরে বাংলা আজিজুল হক আলকাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ওপর ওহাবীদের সশস্ত্র আক্রমণ ও দৈহিকভাবে লাঞ্চিত করার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং আদালতে মামলা চলাকালে সার্বিকভাবে সহায়তা করার ফলে দোষীদের জেল জরিমানা হয়েছিল।

আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতীব হিসেবে আউলাদে রসূল হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবদুল করিম (রাহ.)কে নিয়োগ দেয়া হলে একদল নবী-ওলী দুশমন মুসল্লিদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। তখন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে যৌক্তিক বক্তব্য প্রদান করে মুসল্লীদের শান্ত করেন এবং খতীব সাহেব নির্বিঘ্নে বহু বছর ইমামত ও খেতাবতের দায়িত্ব পালন করেন। ভিক্ষুক আসলে তাকে আজাদী পত্রিকার কতগুলো কপি হাতে দিয়ে এগুলো বিক্রী করে কমিশন নিয়ে জীবিকার্জন করার পরামর্শ দিতেন। এভাবে অনেক পত্রিকা হকার সৃষ্টি করেছেন তিনি।

রেঙ্গুনে গিয়ে তিনি পীর ছাহেব ক্বিবলা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে চট্টগ্রাম আসার অনুরোধ জানান। ১৯৪১ সালে রেঙ্গুন ত্যাগ করে ছিরিকোট শরীফে প্রত্যাবর্তনকালে হুযুর চট্টগ্রামে সংক্ষিপ্ত অবস্থান করেন। কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসের ওপর তলায় হুজুর ক্বিবলার অবস্থান ছিল বিধায় এটা খানকাহ শরীফ

হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখান হতে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়া তথা সুন্নীয়তের আন্দোলনের গতি সঞ্চার হয়। ১৯৪২ সাল হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর হুজুর চট্টগ্রাম তথা পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসের ওপরের তলায় অবস্থান করে শরীয়ত তরীক্বতের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ধার্মিক স্ত্রী হুজুরের খানাপিনা, আগত মেহমানদের আপ্যায়ন প্রভৃতি কাজ অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতেন। হুজুর তাকেও খুবই স্নেহ করতেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ছিলেন ফানফিশ্ শায়খ।

ঐতিহাসিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কোহিনূর লাইব্রেরির ওপর তলায় তাঁরই উপস্থিতিতে হতো। তিনি আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া পরিচালনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ একাধিক পদে অধিষ্ঠিত থেকে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। বছরের পর বছর তিনি ও তাঁর বিদূষী স্ত্রী হুজুরের ও পীরভাইদের খেদমত করেছেন সদা প্রফুল্লচিত্তে। হুজুর সিরিকোটি (রাহ.) ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক ছাহেবের খেদমত ও দ্বীন-মাযহাব মিল্লাতের প্রচার-প্রসারে নিঃস্বার্থ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রিয় মুরীদানকে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার খেলাফতদানে গৌরবান্বিত করেন। নিরহংকার, সদা হাস্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তি, স্নেহ-মমতায় কথোপকথন, প্রচার-বিমুখ কার্যক্রম তাঁকে পীর ভাইসহ সকল পেশা শ্রেণির মানুষের নিকট অত্যন্ত প্রিয়ভাজন করে তুলেছিলেন। কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী সরকারি আমলা থেকে শুরু করে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এমন কি ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলের নিকট ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মুরুব্বীদের নিকট শুনেছি, আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছি যে, তিনি যার সাথে কথা বলতেন, সেই তাঁকে আপন মনে করতেন। সকলের সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। হুজুর ক্বেবলার সফরসঙ্গী হয়ে হজ্বব্রত পালন করেছেন। ১৯৫৮ সালে হুজুর দৌহিত্র সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী ও একমাত্র ছাহেবজাদা গাউসে জমান হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে সাথে নিয়ে চট্টগ্রাম সফরে এসে প্রায় ৬/৭ মাসব্যাপী অবস্থান করেন। হুজুর এখান হতেই ৩০/৩৫ জন মুরীদসহ ষ্টীমারযোগে হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে জেদ্দা যাত্রা করেন। হুজুর তৈয়্যব শাহ্ দেশে ফিরে যান। এটাই ছিল সিরিকোটি (রাহ.)'র শেষ হজ্ব এবং চট্টগ্রাম তথা পূর্ব পাকিস্তানে আখেরী সফর। হজ্ব শেষে হুজুর স্বদেশ (পেশোয়ার) প্রত্যাবর্তন করেন। সফরসঙ্গী মুরীদানবৃন্দ ষ্টীমার যোগে চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। হুজুর দেশে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হুজুরকে চট্টগ্রাম আনার জন্য ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নেতৃত্বে ৮/১০ জন নেতৃস্থানীয় পীরভাই সিরিকোট শরীফ গমন করেন। কিন্তু হুজুর আসেননি। হুজুর বলেন, মন চায় যাবার জন্য, কিন্তু ওপরওয়ালার হুকুম নেই। সুস্থ হলেই সফরে আসবেন এ রকম কথা বলে ভাইদের বিদায় দেন। মনঃক্ষুন্ন হয়ে ভাইয়েরা হুজুরের দোয়া নিয়ে চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। তিনি প্রাণপ্রিয় মুর্শিদকে আনতে না পেরে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। বুঝতে বাকি রইলোনা যে, হুজুর তাঁদের ছেড়ে চলে যাবেন।

১৯৬১ সালের ২২ মে শাহেনশাহে সিরিকোট আওলাদে রসূল, সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি ইন্তেকাল করেন (ইন্না......রাজেউন)। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মুর্শিদের বিয়োগ ব্যথায় শোকাতুর হয়ে পড়েন।

মুর্শিদের সাথে বিচ্ছেদ তাঁকে খুব বেশী ব্যথিত করেছিল। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৬২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এ মহান ব্যক্তিত্ব সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র পীরভাইদের নয়নমণি সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু সমাজ সচেতন আলোকিত মানুষ শ্রদ্ধাস্পদ ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)

মানবসেবা ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস ও চর্চা করতেন কখনো নিরবে নিভৃতে, কখনো প্রকাশ্যে। ১৯৩৮ সালে তুরস্কে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হলে হাজার হাজার মানুষ মারা যান এবং বেঁচে যাওয়া মানুষের চরম হতাশায় অসহায় হয়ে পড়লে ইঞ্জিনিয়ারের দরদী মন কেঁদে উঠে। তিনি তুরস্কের দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে রাজপথে নেমেছিলেন সাহায্য সংগ্রহে। খান বাহাদুর ফরিদ আহমদ চৌধুরী, মুসলিম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান এম.এ.বিটি ও ডা. আবুল হাশেমসহ অনেক বিশিষ্টজন তার সাথে ঐকব্যদ্ধ হয়ে সাহায্য সামগ্রী সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত অর্থ তুরস্কের দুর্গত মানুষের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

১৯৬০ সালের ৩১ অক্টোবর চট্টগ্রামসহ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ আদম সন্তান মারা যায়। বাড়ি ঘর, সহায় সম্পত্তি সবকিছু হারিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ খোলা আকাশের নিচে অনাহারে অর্দ্ধাহারে পড়ে থাকে। মানবসেবক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক কালবিলম্ব না করে চট্টগ্রাম রেডক্রস, মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম চেম্বার ও আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া প্রভৃতি সংগঠনসমূহ একত্রিত করে তাঁরই উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ত্রাণ কমিটি গঠন করেন। মরহুম জানে আলম দোভাষ, আবদুল গণি দোভাষ ও আলহাজ্ব মুন্সেফ আলীর নিকট হতে ৫টি ষ্টীমার বোঝাই চাল ডাল তেল শাড়ি, লুঙ্গিসহ মরহুম এডভোকেট কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে দক্ষিণ চট্টগ্রামের দুর্গত এলাকায় পাঠানো হয়। রিলিফ সামগ্রীর খাজাঞ্চীরূপে আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার সদস্য শেখ আফতাব উদ্দিন (শেখ সৈয়্যদ ক্লথ ষ্টোরের মালিক), ইসলাম ক্লথ (ষ্টোরের মালিক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম) ন্যাশনাল প্রেসের মালিক আবদুর রহিম, রাউজানের মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া, কাজির দেউরীর আবদুস সালাম, পাথরঘাটার আবদুল জলিল, জাকের হোসেন, মুহাম্মদ শরীফ, হাজী আবুল কাশেমসহ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার ২০ জন ছাত্রকে দুর্গত এলাকায় পাঠিয়ে ছিলেন। 'মানুষ মানুষের জন্য' 'আর্ত মানবতার সেবাই পরম ধর্ম' একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে চট্টগ্রামে যে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল তারও অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন এ মানবপ্রেমিক।

মেধা ও মননের সংমিশ্রণে তিনি সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। জ্ঞান নির্ভর সমাজ নির্মাণে আল্লাহ্-রসূল প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষে তাঁর সমুদয় কর্মকান্ড আবর্তিত হতো। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, জনদরদী, ফানাফিশ্ শায়খ, সহজ-সরল, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ব্যক্তি আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক বহুমুখি প্রতিভাসম্পন্ন এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আদর্শ ব্যক্তি। তাঁর সমকক্ষ মানুষ এখন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তিনি শুধু লাইব্রেরি, ছাপাখানা, পত্রিকা, মাদরাসা, খানকা প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজেও একজন সুলেখক, সমালোচক, সংবাদকর্মী হিসেবে সমধিক পরিচিত। মহাকবি স্যার আল্লামা ইকবালকে নিয়ে তাঁর লেখা কবিতার কয়েকটি চরণ:

কবি ইকবাল তুমি দিকপাল
বলিয়াছে কতজনে
আমি শুধু রূপ অভিনব,
আকিঁয়াছি মনে মনে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের লিখিত ১৭টি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। ১. প্রাথমিক ভূগোল বিজ্ঞান ও গ্রাম্যজীবন। ২. রচনার প্রথম ছড়া ৩. উর্দু প্রাইমার, ৪. বয়েস ইংলিশ গ্রামার, ৫. ফাস্ট বুক অব ট্রান্সলেশন, ৬. চাইল্ড পিকচার ওয়ার্ড বুক, ৭. ব্যাকরণ মঞ্জুষা, ৮. তাওয়াফ (হজ্বের বই) ৯. ঝলমল (শিশুপাঠ), ১০. মুসলিম বাল্য শিক্ষা, ১১. সহজ পাঠ (শিশু পাঠ)। এ ছাড়া সাপ্তাহিক কোহিনূর ও দৈনিক আজাদীতে অসংখ্য প্রবন্ধ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। কোহিনূর পত্রিকার ১ম সংখ্যা ওরছুন্নবী (মিলাদুন্নবী) উপলক্ষে 'বিশ্বনবী সংখ্যা' নামে বের করা হয়েছিল।

উপমহাদেশের কবি সাহিত্যিক, রাজনীতিকদের অনেকের সাথেই তাঁর সখ্যতা ছিল।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আপন মুর্শিদের দিকনির্দেশনা, হেদায়ত আমল করে কাটিয়েছেন। মরহুমের একমাত্র পুত্র দৈনিক আজাদীর মালিক সম্পাদক এম এ মালেক আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সম্মানিত উপদেষ্টা, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক ও তাঁর বিদূষী স্ত্রী মালেকা বেগমকে জামেয়া মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। আনজুমান ও জামেয়া তথা সিলসিলার প্রচার-প্রসারে তাঁর অমূল্য অবদানের কারণে তিনি আমাদের গৌরবোজ্জ্বল পথিকৃৎ। তাঁর আদর্শ অনুসরণে আমরা হতে পারি আল্লাহ্-রসূল (দ.)এর নৈকট্যধন্য ও মুর্শিদে বরহকের যোগ্য মুরীদ। আমাদের এ অভিভাবকের দরজা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বুলন্দ করুন। কবির ভাষায় বলা যায়!

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহা তুমি করে গেলে দান।"

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে অনুসরণ করার তওফিক দিন। আ-মী-ন।

প্রবন্ধ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা

(আলায়হির রাহমাহ্)

ও তাঁর ফলপ্রসূ সংস্কারাদি

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মুসলমানদের বিশাল ইতিহাসের দু'টি দিক সবিশেষ লক্ষ্যণীয়: একদিকে চরম সাফল্য ও গগণচুম্বী উন্নতি, অন্যদিকে মাঝে মধ্যে দুঃখজনক বিপর্যয় ও প্রতিকার যোগ্য অবনতি। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের অন্তরে ইশ্কে মোস্তফার নূর চমকিত ও সমুজ্জ্বল ছিলো, ততদিন পর্যন্ত রোম সম্রাট ক্বায়সার ও পারস্য সম্রাট কিসরার তাজ ও তখত (মুকুট ও সিংহাসন) মুসলামনদের পদ তলে দলিত হয়েছিলো, পক্ষান্তরে যখন মুসলমানদের হৃদয়-মন এ চির উজ্জ্বল নূরশূন্য হয়ে যেতে লাগলো তখন থেকে সুদূর পাশ্চাত্য (স্পেন) থেকে প্রাচ্যের বিশাল অঞ্চল পর্যন্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননা যেন তাদের অদৃষ্টের লিপি হয়ে গেলো। ড. আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের চরম উন্নতির কারণ ও অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন-

هر كه عشق مصطفے سامان اوست
بحرو بر گوشئه دامان اوست

অর্থ: যার নিকট ইশক্বে মোস্তফা অর্থাৎ বিশ্বনবীর অকৃত্রিম ভালবাসা ও অদম্য ইশক্বরূপী অতি মূল্যবান সম্পদ পাথেয় হিসেবে থাকে, বিশাল সমুদ্র ও বিস্তীর্ণ স্থলভাগ তার আঁচলের এ কোণায় এসে যায়।

যদি আমরা গভীর দৃষ্টিতে ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক দেখি ও উত্তমরূপে পর্যালোচনা করি, তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও ভ্রান্ত শিয়া নেতা (শিয়া মতবাদের প্রবর্তক) আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা থেকে আরম্ভ করে এ প্রায় শেষ যুগের ভন্ডনবী গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী ও নাম সর্বস্ব (তথাকথিত) নজদী-সংস্কারক(!) পর্যন্ত এমন এক বিশ্রী ধারা বা পরম্পরাও চোখে পড়বে, যারা মুসলমানদের মধ্যে র'য়ে তাদের ঈমান ও ইয়াক্বীনকে লুণ্ঠন করতে থাকে। কিন্তু অন্য দিকে, খলিফাতুর রসূল সাইয়্যেদুনা সিদ্দিক্বে আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে আরম্ভ করে ইমামে আ'যম আবু হানীফা আলায়হির রাহমাতু ওয়ার রিদ্বওয়ান পর্যন্ত, তারপর গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইমাম আবুল মনসূর মা-তুরীদী থেকে আরম্ভ করে মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও ইমাম আহমদ রেযা আলায়হির রাহমাহ্ ওয়ার রিদ্বওয়ান পর্যন্ত আমাদের ঈমান ও ইশক্বের এমন মজবুত শিকল বা পরম্পরা দৃষ্টিগোচর হয়, যা তাওহীদ ও রিসালাতের বিপক্ষে রচিত প্রতিটি ষড়যন্ত্রকে ফাঁশ ও অচল করে দিয়েছে। ইমাম আহমদ রেযা আলায়হির রাহমাহ্ ওয়ার রিদ্বওয়ান ওই শিকলের একটি মজবুত কড়ার নাম।

তিনি ১৪ই জুন, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরীতে এ উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ শহর রেরিলীতে জন্মগ্রহণ করেন। এটা ওই সময় ছিলো, যখন গোটা উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের বহুমুখী যুলমের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উড্ডীন হবার জন্য ইসলামী অহমিকা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলো। মুসলমানগণ গোটা উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উড্ডীন করলেন। ওলামা এবং মাশাইখে আহলে সুন্নাত ও তাঁদের অবস্থান ও খানকাহ্সমূহ থেকে বের হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকারীদের প্রাণপণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ফিরিঙ্গী তাগুতদের বিরুদ্ধে যুগান্তকারী প্রচেষ্টার সূচনা করেছিলেন। ওইসব আদর্শ নেতৃত্বদাতাদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরপুরুষ আল্লামা ফজলে হক শহীদ খায়র-আবাদী, মাওলানা সৈয়্যদ কেফায়ত আলী কা-নী মুরাদাবাদী, মাওলানা আবদুল জলীল শহীদ আলীগড়ী, মাওলানা সৈয়্যদ আহমদ উল্লাহ্ শাহ্ মাদ্রাজী, মুফতী সদরুদ্দীন আদরদাহ্ দেহলভী, মাওলানা ইনায়ত আলী কাকুরী, আযাদী- যুদ্ধের শহীদ মুনশী রসূল বখশ্ কাকুরী, মাওলানা ওয়াহ্হাজ উদ্দীন, মাওলানা ইমাম বখশ সাহ্বানী, মাওলানা ফয়য আহমদ বদায়ূনী ছিলেন ফিরিস্তীর শীর্ষে। কিন্তু মজবুত সংগঠন না থাকা, রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা, মজবূত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব এবং বিশ্বাসঘাতক কিছু লোকের কারণে এ আন্দোলন সফল হয়নি। ফলে এরপর পুরো উপমহাদেশই ফিরিঙ্গী বর্বরতার শিকার হয়ে যায়। ওই সময় ইমাম আহমদ রেযার বয়স শরীফ এক বছর কয়েক মাস ছিলো। ইমাম আহমদ রেযার পিতৃ পুরুষগণ সমরকন্দের এক পাঠান গোত্র বড় হীচের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। আর তাঁর সম্মানিত দাদা সা'ঈদ উল্লাহ্ খান শাজা-'আতজঙ্গ বাহাদুর শাহ্ জাহান-

বাদশাহর শাসনামলে সবরকন্দ থেকে হিজরত করে ভারতে তাশরীফ আনেন। ইমাম আহমদ রেযার পিতা মহোদয় ইমামুল মুতাক্বাল্লিমীন আল্লামা মুহাম্মদ নক্বী আলী খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর যুগের দক্ষ আলিমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। শাহ্ আলে রসূল মারহারাভী, শায়খ আহমদ যায়ন দাহলান মক্কী, শায়খ আবদুর রহমান সিরাজ মক্কী, মির্যা গোলাম কাদির বেগ, শায়খ হোসায়ন ইবনে সালিহ এবং মাওলানা আবদুল আলী রামপূরীও তাঁদের আন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

ইমাম আহমদ রেযা আলায়হির রাহমাহ্ ওয়ার রিদ্বওয়ান চার বছর বয়সে ক্বোরআন মজীদের নাযেরাহ্ পাঠ সমাপ্ত করেন, ছয় বছর বয়সে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর এক জলসায় অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন, ইমাম আহমদ রেযার জ্ঞানগত মহত্বের অবস্থা এ ছিলো যে, তিনি মাত্র আট বছর বয়সে ইলমে নাহ্ভ-এর একটি প্রসিদ্ধ কিতাবের ব্যাখ্যা লিখে ফেলেছেন। তার মাত্র দু'বছর পর ১৮৬৬ ইংরেজী সালে ১০ (দশ) বছর বয়সে 'মুসাল্লামুস সাবূত'-এর উপর পাদ ও পাশ্বটীকা লিখে সংযোজন করেন। ১৮৬৯ সালে তিনি সমস্ত পুথিগত ও বিবষয়গত (علوم و فنون) শিক্ষার্জন সমাপ্ত করেন। আর তাঁকে দস্তারে ফযীলত (শেষবর্ষ সনদ ও পাগড়ী) প্রদান করা হয়েছিলো। ওই বছর তিনি শিশুর দুগ্ধপান (رضاعت) সম্পর্কিত এক বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ফাতওয়া প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এরপর তাঁকে 'দারুল ইফতা' (ফাতওয়া প্রণয়ন বিভাগ)-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৮৭৪ ইংরেজী সালে আঠার বছর বয়সে তাঁর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়। ১৮৭৫ ইংরেজীতে তিনি হযরত সৈয়দ আলে রসূল মারহারাভী আলায়হির রাহমাহ্ ওয়ার রিদ্বওয়ান-এর বরকতময় হাতে বায়'আত হন।

২১ বছর বয়সে ইমাম আহমদ রেযা আপন পিতা মহোদয়ের সাথে হজ্জ ও যিয়ারতের জন্য বায়তুল্লাহ্ শরীফে পৌঁছেন, যেখানে হিজাযবাসী আলিমগণ তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে তাঁকে 'যিয়াউদ্দীন আহমদ' (দ্বীনে মুহাম্মদীর সমুজ্জ্বল আলো) উপাধি দেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেরেলীতে উপমহাদেশের মহা ইসলামী বিদ্যাপীঠ (মাদ্রাসা) 'দারুল উলূম মানযার-ই ইসলাম'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ পালন করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম উম্মাহকে ক্বোরআন-ই হাকীমের বিশুদ্ধতম উর্দু তরজমা 'কান্যুল ঈমান' উপহার দেন। ১৯২১ ইংরেজীর নভেম্বর মাসে, মোতাবেক ২৫ সফরুল মুযাফফর ১৩৪০ হিজরীতে ইমাম আহমদ রেযা ফায়েলে বেরলভী এ নশ্বর জগত থেকে অবিনশ্বর জগতে পদার্পণ করেন।

এ উপমহাদেশের ইতিহাসে ইমাম আহমদ রেযার জ্ঞানগত ও আত্মিক স্তর (মাক্বাম) বহু উর্ধ্বে। তিনি একাধারে পঞ্চান্নটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। এসব বিষয়ে ইমাম আহমদ রেযার লিখিত সহস্রাধিক কিতাব রয়েছে। বস্তুত 'ফাতাওয়া-ই আলমগীরী'র পর হানাফী মাযহাবের মহান কীর্তি 'ফাতাওয়া-ই রেযভিয়া' ইমাম আহমদ রেযার জ্ঞানগত অন্তর্দৃষ্টি ও গবেষণাগত মহত্বের অকাট্য প্রমাণ বহন করে। তাঁর এ 'ফাতাওয়া গ্রন্থ' ইসলামী আইনের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য উৎস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

ইসলামী দার্শনিক আল্লামা ইকবাল ফিক্বহ শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযার দক্ষতা, মেধা এবং কঠিন ফিক্বহী মাসআলাদিতে তাঁর গবেষণা ও সুক্ষ্মদৃষ্টির কথা স্বীকার করে লিখেছেন-

هندوستان کے دور آخر میں حضرت امام احمد رضا (رحمة الله علیه) جیسا طباع اور ذهین فقیه پیدا نهیں هوا- میں نے یه رائے ان کے فتاوی کے مطالعه سے قائم کی هے جو ان کی ذهانت وفطانت، جودت طبع کمال فقهیات اور علوم دینیه میں تبحر علمی کے شاهد و عادل هیں-[৩]

অর্থ: "ভারতের শেষ যুগে হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মতো উন্নতস্বভাব বিশিষ্ট ও মেধাবী ফিক্বহবিদ পয়দা হয়নি। আমি এ সিদ্ধান্তে তাঁর ফাতাওয়া পাঠ-পর্যালোচনা করে উপনীত হয়েছি, যা তাঁর মেধা, চতুরতা, উন্নতস্বভাব, পূর্ণাঙ্গ বুঝশক্তি এবং দ্বীনি ইলমে সমুদ্রসম গভীরতার পক্ষে যথোপযুক্ত সাক্ষ্য বহন করে।"

ইমাম আহমদ রেযার বিশাল জ্ঞানগত প্রচেষ্টা ও সংস্কারমূলক চেষ্টাগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা হলে দেখা যাবে যে, তিনি ইমাম গাযালী, ইমাম মুহি উদ্দীন ইবনুল আরবী, ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরী, ইমাম আবুল মানসূর মা-তুরীদী, আল্লামা আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে তাইয়্যেব বাক্বেল্লানী এবং হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানীর মতো মহাজ্ঞানী, রূহানী পেশোয়া এবং মহান সংস্কারক ব্যক্তিদের কাতারের-ই।

একথাও সুস্পষ্ট যে, এ মহান ইমামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনাকারী মুহাক্বিক্ব কিংবা ইতিহাস বিদগণ তখনই হতভম্ভ হয়ে যান, যখন তাঁর জ্বালাময়ী, হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক অবস্থা ও আনন্দে নিমজ্জিত ইশ্‌ক্ব ও মুর্চ্ছনায় সমৃদ্ধ বক্তব্য ও লেখনীগুলো তাঁদের সামনে আসে। আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় আ'লা হযরত ইমাম

আহমদ রেযার কবিত্ব এবং কাব্য রচনার যেই উন্নত মন-মানসিকতা ও যোগ্যতার যেই কীর্তি ও সাক্ষ্য তিনি উপস্থাপন করেছেন, এসব কটিতে তিনিই তাঁর উপমা। তাঁর অনন্য না'তিয়া কালামবিশিষ্ট লেখনী 'হাদাইক্বে বখশিশ' আজও জ্ঞানী ও গুণীদের প্রশংসা কুঁড়াচ্ছে। আর এসব বিষয় গভীরভাবে দেখা হলে নির্দ্বিধায় বলতে হবে যে, ইমাম আহমদ রেযা একদিকে যেমন অতুলনীয় ফক্বীহ্ ও ইমাম অন্যদিকে তিনি এক অতি উঁচু মানের কবি ও অকৃত্রিম আশেক্বে রসূল। এমনকি একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর অকৃত্রিম ও জীবনের সার্বক্ষণিক ইশ্‌ক্বে রসূলের কারণেই দ্বীনের ক্ষেত্রে এতসব অবদান ও উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে যাওয়া তাঁর জন্য সহজ হয়েছিলো।

ইমাম আহমদ রেযার ব্যক্তিত্বের এক বিরাট দিক হচ্ছে ভারত উপমহাদেশে দ্বীন-ই মোস্তফার সংস্কার ও নব জীবন দান করা। কারণ, ইংরেজদের এ উপমহাদেশে চেপে বসার পর বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানগণ নানা ধরণের বিপদ ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিশেষত: যখন ধূর্ত ইংরেজগণ হিন্দুদেরকে তাদের পক্ষের করে নিতে পেরেছিলো, তখন মুসলমানদেরকেই তাঁদের একমাত্র প্রতিপক্ষ বলে তারা সাব্যস্ত করে নিয়েছিলো। এর অন্যতম কারণ এ ছিলো যে, ইংরেজরা মনে করেছিলো যে, এ উপমহাদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলমানগণ রাজত্ব করেছেন, তাই তাঁরা তাঁদের আগের গৌরবকে অক্ষুন্ন কিংবা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন। সুতরাং ইংরেজগণ মুসলমানদের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে অনায়াসে এদেশ শাসন করার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতারণামূলক চাল চালিয়েছিলো। তাদের ওই সব চাল ও চক্রান্তের কিছুটা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. ইংরেজগণ ফার্সীর পরিবর্তে উপমহাদেশে ইংরেজীকেই দাপ্তরিকভাষা ঘোষণা করলো।

২. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্‌রাসাগুলোর) বিপরীতে মিশনারীর স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছিলো।

৩. উপমহাদেশের মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় ঐক্যকে টুকরো টুকরো করার জন্য ক্বাদিয়ানিয়াত ও গোস্তাখানে রসূলের পথভ্রষ্ট ধর্মীয় দল-উপদল সমূহ তৈরী করেছিলো।

৪. ইসলামী নিয়মনীতি ও পাঠ্য অনুসারে শিক্ষাদানের পরিবর্তে তারা সাম্রাজ্যবাদী ও ধর্ম বিবর্জিত নিয়মনীতি ইত্যাদি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করলো।

৫. মুসলমানদের জন্য সরকারী-বেসরকারী ক্ষেত্রে চাকরী-বাকরীর পথ পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হলো।

৬. খ্রিস্টান মিশনারীগুলোকে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করা হলো, যারা গরীব ও সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার প্রতি পুরোদমে আহ্বান করে যাচ্ছিলো।

৭. সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানদেরকে অচল ও অসহায় করে ফেলার জন্য ইংরেজগণ হিন্দুদেরকেই নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করলো।

পক্ষান্তরে, সময়ের গতির সাথে সাথে মুসলমানদের প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের অভাব, কেন্দ্রীয়ভাবে সম্মিলিত নেতৃত্বের অনুপস্থিতি, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক সহযোগিতার দৈন্যদশা ইত্যাদির ফলে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছিলো, এসব প্রতিকূলতা কিছুটা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. মুসলমানদের ওলামা-মাশাইখের এক বিরাট সংখ্যা নানাভাবে শহীদ হলেন, অনেককে আন্দামান সহ বিভিন্ন দূর-দূরান্তরের দীপাঞ্চলে আমৃত্যু বন্দী দশায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে মুসলমানদের দ্বীনি মাদ্‌রাসা ও খানকাহ্‌গুলোর নিয়মনীতি তছনছ হয়ে যায়।

২. বিশেষ করে মুসলমানগণ ইংরেজদের যুলুম-নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে রইলো।

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৈন্যদশা মুসলমানদেরকে সরকার ও হিন্দুদের হাতের পুতুল কিংবা ক্রীড়নকে পরিণত করা হচ্ছিলো।

৪. খ্রিস্টান মিশনারীগুলো বিভিন্ন পদ ও অর্থের লোভ দেখিয়ে গরীব ও অশিক্ষিত মুসলমানদেরকে সত্য দ্বীন থেকে ফেরানোর জন্যও অপচেষ্টা চালিয়েছিলো।

৫. উপমহাদেশে ইংরেজী সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুনের হামলায় ইসলামী সংস্কৃতি এবং তাহযীব-তামাদ্দুন বিলুপ্ত হবার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলো।

৬. এমন নাজুক পরিস্থিতিতে নদওয়াতুল ওলামার মাও. শিবলী নো'মানী ভারতের মুসলমানদের উপর ইংরেজদের আনুগত্য করাকে ধর্মীয়ভাবে ফরয বা অপরিহার্য করার সরকারী ফাতওয়া প্রদান করলেন। নবাব সিদ্দীক্ব হাসান ভূপালী, মৌ. নযীর হোসাইন দেহলভী এবং অন্যান্য আলিমগদণ ইংরেজ সরকারের অনুগত্য করলেন এবং তাদের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন। এমন হতাশা ও নিরাশার যুগে একজন সর্বদিক সম্পর্কে সচেতন ও নির্ভুল দিক নির্দেশনা প্রদানকারী ব্যক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য ছিলো। যিনি -

১. ভারতের মুসলমানদেরকে ইমাম আশ'আরী ও ইমাম মা-তুরীদীর মতো, আক্বীদা ও আমলগত পথ ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র সহীহ আকাইদ ও আমল

সম্পর্কে সচেতন করে তাদেরকে মজবুত আক্বীদা ও আমলের উপর এনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন।

২. শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী গাউসে পাকের মতো, শরীয়তের যাহেরী ও বাতেনী দিকগুলোতে সৃষ্ট পরিবর্তন ও দ্বী-মুখী আচরণকে খতম করে প্রকৃত ইসলামী রূহানিয়াৎ কায়েম করবেন।

৩. হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানীর মতো তথাকথিত 'দ্বীনে ইলাহী'র মতো নতুন বাতিল ধর্মের পূর্ণাঙ্গভাবে জ্ঞানগত ও সেটার কুফলগত দিকগুলো চিহ্নিত করে, সমস্ত নব সৃষ্ট ভিত্তিহীন কাজ ও প্রথার অবসান ঘটাতে পারেন।

৪. উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ও দ্বীনী মর্যাদাদির সংরক্ষণের জন্য চিন্তাগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম এবং

৫. ভারতীয় মুসলমানদেরকে অন্য বাতিল ধর্ম ও জোরে শোরে প্রচারিত খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে জ্ঞানগত ও কর্মগতভাবে প্রস্তুত করতে পারেন।

সুতরাং এমন পরিস্থিতি ও অবস্থায় শুধু ইমাম আহমদ রেযাকেই নির্ভুল ও সফল বিপ্লব আনয়নকারী হিসেবে দেখতে পাই; যিনি এ গুরু দায়িত্ব অতি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তিনি ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে যেসব অইসলামী আক্বাইদেরও খন্ডন ও অইসলামী কার্যাদি প্রতিহত করার আজীবন চেষ্টা করেছেন সেগুলোর কিছুটা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. এক শ্রেণীর মানুষ বলছে, আল্লাহ্ মিথ্যা তথা অন্যান্য পাপ কার্যাদি করতে সক্ষম। (না'উযুবিল্লাহ্)

২. আল্লাহর জ্ঞান তাঁর ইচ্ছার উপর মওকূফ। (নাঊযুবিল্লাহ্)

৩. নবীর অবস্থান গ্রামের চৌধুরী কিংবা জমিদারের মতোই। (আল্লাহরই পানাহ্)

৪. নবী আলায়হিস্ সালামকে বড় ভাইয়ের সমতুল্য মর্যাদা দিতে হবে। (মা'আযাল্লাহ্!)

৫. খাতামুন্নবিয়্যীনের মতো আরো শেষ নবী হওয়া সম্ভব। (নাউযুবিল্লাহ্)

৬. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমে গায়ব অস্বীকার করা।

৭. ওফাতের পর নবীর হায়াতকে অস্বীকার করা। (না'উযুবিল্লাহ্)

৮. নবী-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা-ই পাকের যিয়ারতের জন্য হাযির হওয়াকে শির্ক সাব্যস্ত করা।

৯. নবী-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন করাকে শির্ক সাব্যস্ত করা।

১০. রসূলে পাকের স্মরণ ও মীলাদ মাহফিল করাকে বিদ'আত সাব্যস্ত করা।

১১. রসূলে পাকের ওসীলা অবলম্বন করাকে শির্ক সাব্যস্ত করা।

১২. রসূল-ই পাকের ইলমকে আম ইনসান, এমনকি শিশু, পাগল ও চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞানের সমতুল্য সাব্যস্ত করা।

১৩. অভিশপ্ত শয়তানের ইলমকে নবী-ই আকরামের ইলম থেকে বেশী বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালানো।

১৪. খতমে নুবূয়তের পরও কোন নবীর আগমন সম্ভব বলে কল্পনা করা।

১৫. নবীগণের অবমাননাকে তাওহীদের মহত্ব বলে বর্ণনা করা।

১৬. হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম জীবিত-এ কথা অস্বীকার করে তাঁর মৃত্যু (ওফাত) হয়ে গেছে বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালানো।

১৭. রসূলে পাকের খেয়াল নামাযে এসে যাওয়াকে গরু-গাধার খেয়ালে নিমজ্জিত হওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট এবং জঘন্য বলে সাব্যস্ত করা। নাউযুবিল্লাহ্! ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ হলো তাওহীদ ও রিসালত সম্পর্কে আক্বাইদকে পরিবর্তন করার ওই তুফান, যা ইংরেজদের তৈরীকৃত পথভ্রষ্ট ধর্মীয়, ফির্ক্বাগুলো প্রবাহিত করেছে। এসব অ-ইসলামী আক্বাইদকে তাওহীদ ও সুন্নাতের আড়ালে রচনাকারী ও প্রসারকারী হলো উপমহাদেশের কিছু চিহ্নিত ব্যক্তি।

পক্ষান্তরে, বদ আক্বীদা ও পথভ্রষ্ঠতার এ তুফানের মোকাবেলা একাই ইমাম মুজাদ্দিদ আহমদ রেযা বেরলভী করেছেন। ফলে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের ইমান-আক্বীদা নিরাপদ হয়ে গেছে। শুধু উপরোক্ত বদ-আক্বীদাগুলোর খন্ডনে ইমাম আহমদ রেযা এক শত তেতাল্লিশটা প্রামাণ্য ও অকাট্য কিতাব রচনা করেছেন। অন্য সব বিষয়ে তাঁর সহস্রাধিক গ্রন্থ-পুস্তকের কথা সবার জানা কথা। তদুপরি, তিনি অগণিত উপযুক্ত উত্তরসূরী তৈরী করে গেছেন, যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুকরণ করে বিশাল খিদমত আঞ্জাম দেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাও এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লেখক: মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ও ওলামায়ে মক্কা মুকার্‌রমা

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

ইসলামের প্রাণকেন্দ্র উম্মুল কুরা মক্কা মুকাররমা যেখানে রয়েছে বিশ্ববাসীর হেদায়তের উজ্জ্বলতম নিদর্শন বায়তুল্লাহ্ শরীফ, মসজিদুল হারাম, মিযাবে রহমত, মকামে ইবরাহীম, সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়, জবালে আবু কুবাইস, যমযম কূপ, গারে হেরা, সওর পর্বতসহ আরো অসংখ্য স্থাপনা, স্মৃতি স্মারক যা ইসলামের ঐতিহ্য গৌরব মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। এ পবিত্র পূণ্যভূমি নূরানী শহরে শুভাগমন করেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ইমামুল আম্বিয়া, সৈয়্যদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এখান থেকেই মিরাজের সূচনা হয়েছিল, এ শহরের পাথরগুলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি সালাম নিবেদন করতেন।

আ'লা হযরত'র হারামাঈন শরীফাঈন গমন

আ'লা হযরত ফাজেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি জীবনে দু'বার হজ্বব্রত পালন ও যিয়ারতে রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উদ্দেশ্যে এ পবিত্র শহরে উপস্থিত হন। প্রথমবার ১২৯৫ হিজরি মুতাবিক ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ তাঁর বুজুর্গ পিতা আল্লামা নকী আলী খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সাথে। দ্বিতীয়বার ১৩২৩ হিজরি মুতাবিক ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। চতুর্দশ শতাব্দীতে মক্কা মুকাররমার রাষ্ট্র ক্ষমতা, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও তখনকার সময়ে শীর্ষ ওলামায়ে কেরামের আক্বিদাগত চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে তাঁদের সাথে আ'লা হযরতের চিন্তাধারার ঐক্য ও আক্বিদাগত অভিন্নতা আমরা খুঁজে পাই।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র মক্কা নগরীতে এমন কতিপয় বংশের আবাদ ছিল, বংশ পরম্পরা যাঁদের মধ্যে এমন অসংখ্য ওলামা মাশায়েখ ও খ্যাতিমান আলেমেদ্বীনদের আবির্ভাব হয়েছিল। যাঁদের ইলমী যোগ্যতা ও দ্বীনি খিদমতের ফয়েজ বরকতে গোটা মুসলিম বিশ্ব উপকৃত হয়েছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মক্কা মুকাররমায় ধারাবাহিক তিনটি বংশের শাসন ক্ষমতা প্রচলিত ছিল- ১. ওসমানী, ২. হাশেমী, ৩. সৌদি। তৎকালীন সময়ে দ্বীনি খিদমত আহলে সুন্নাতের আদর্শের প্রচার-প্রসার, মাযহাব অনুসরণের অপরিহার্যতার প্রেক্ষাপটে যেসব বংশধারার অবদান ও ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য ও লক্ষ্যণীয় তা নিম্নরূপ- মিরদাদ, উজায়মী, খুকীর, শত্বা, যাওয়াভী, মালেকী, বিন হুমাইদ, মুফতি কুর্দী, জমলুল লায়ল, তকী, দিহলান, হাবশী, বা-বছীল, গমরী ও দিহান ইত্যাদি বংশের নাম উল্লেখ্যযোগ্য।

[সূত্র: ইলামুল হিজাজ কৃত: মুহাম্মদ আলী মাগরিবী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬]

মক্কা মুকাররমাসহ সমগ্র আরব ভূখন্ড ৯২৩ হিজরি-১৩৩৫ হি: মুতাবিক ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ চারশত বৎসর পর্যন্ত তুর্কী ওসমানী খিলাফতের অধীন ছিল। এ সময়ে মসজিদুল হারামে দ্বীনি শিক্ষার চর্চা গবেষণা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত ছিল, ফলশ্রুতিতে অসংখ্য যোগ্যতা সম্পন্ন ওলামা তৈরি হয়েছিল, ইসলামের খিদমতে যাঁদের উল্লেখ্যযোগ্য অবদান ছিল।

সে সময়ে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী চার মাযহাবের অনুসারী ১০২ জন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম মসজিদুল হারামের শিক্ষা বিভাগ, ইমামত, খিতাবত ও প্রশাসনসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলো।

[সূত্র: আল হরকাতুল আদবীয়্যা, পৃষ্ঠা ১৪২]

মসজিদুল হারামে দিবা-রাত্রি দ্বীনি শিক্ষার্থীদের ভীড় ছিল লক্ষণীয়। ক্বোরআন-হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসুল, আকাঈদ, বালাগাত মান্তিক, নাহু-ছরফ,তাসাউফ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা প্রশাখার শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্জন শেষে সমাপনী সনদ অর্জন করতো। সমাপনী সনদে মক্কার গভর্ণর হোসাইন বিন আলী হাশেমী ১২৯৬ হিজরী-১৩৫০ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ, মক্কা চীফ জাস্টিস শায়খ আবদুল্লাহ্ সিরাজ হানফী চার মাযহাবের মুফতিগণের সীল মোহরাঙ্কিত স্বাক্ষর যুক্ত হতো। তিনিই শায়খ আবদুল্লাহ্ সিরাজ হানফী যিনি পরবর্তীতে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইলমে গায়েবের উপর আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org The Monthly Tarjuman www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

লিখিত ‘আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া’ কিতাবে লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। [সূত্র: জাহানে ইমাম আহমদ রেযা, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪]
মসজিদুল হারামে প্রতিটি বিভাগে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য এ সনদ বা সার্টিফিকেট ছিল মূল ভিত্তি। যা ছিল হুকুমত কর্তৃক অনুমোদনকৃত। সে সময়ে চার মাযহাবের জন্য ইমাম, খতীব, পরিচালক, সহকারী পরিচালক, শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ইত্যাদি পদে নিযুক্তির জন্য মাযহাবপন্থী বিশুদ্ধ সুন্নী আক্বিদা সম্পন্ন আলেম হওয়াটা ছিলো অত্যাবশ্যক ও অন্যতম শর্ত। সে সময়ে মসজিদুল হারামে ৫০জন খতীব ও ১২০ জন ইমাম একই সময়ে নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন মর্মে মহকামা আত্তকাফ’র রেকর্ড সূত্রে প্রমাণিত। [সূত্র: এলামুল হিযায, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭]

মসজিদুল হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট শীর্ষ সুন্নী ওলামায়ে কেরাম

* আল্লামা শায়খ সৈয়্যদ আহমদ যিনী দিহলান মক্কী, শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি” যিনি ছিলেন হেরমের ইমাম, মুদাররিস, শাফেয়ী মাযহাবের মুফতি, ১২৩২ হি:- ১৩০৪ হিজরী মুতাবিক ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ - ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ তিনি অসংখ্য ওলামা মাশায়েখ’র ওস্তাদ। তিনি শায়খুল ইসলাম অভিধায় ভূষিত ছিলেন। আ’লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ওহাবী মতবাদের খন্ডনে আল্লামা দিহলান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব-

الدرر السنية فى الرد على الوهابية-

যা ১২৯৯ হিজরীতে মিশরের কায়রো থেকে প্রকাশিত।

* আল্লামা শায়খ সৈয়্যদ হোসাইন বিন সালিহ জামলুল লায়ল মক্কী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, হেরমের ইমাম, খতীব, ১৩০২ হিজরী, মুতাবিক ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। আ’লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি’র সাথে পূর্ব পরিচিতি বিহীন কা’বা শরীফে মাগরিব নামায আদায় শেষে আ’লা হযরতের হাত ধরে অপলক দৃষ্টিতে আ’লা হযরতের নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে আকস্মিক বলে উঠলেন-

انى لا جد نور الله من هذا الجبين-

অর্থ: আমি এ কপালে আল্লাহর নূর দেখতে পাচ্ছি।

[সূত্র: ড. মুহাম্মদ মসঊদ আহমদ “ইমাম আহমদ রেযা আওর আলমে ইসলাম” পৃষ্ঠা ১২, প্রকাশ এদারায়ে মসউদিয়া করাচি, ১৪২০ হিজর, ২০০০খ্রিস্টাব্দ]

তিনি সাদরে আ’লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে নিজ ঘরে নিয়ে গেলেন, আ’লা হযরতকে সিহাহ সিত্তার সনদ দিলেন, সাথে সাথে নিজ দস্তখতসহ সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরিয়ার এযাযত ও খিলাফত দানে ধন্য করেন। পরবর্তীতে আ’লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হজ্ব ও যিয়ারত সম্পর্কিত আল্লামা হোসাইন বিন সালেহ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখিত একটি কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেন। [জাহানে ইমাম আহমদ রেযা, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫]

* শায়খ আবদুর রহমান সিরাজ হানফী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হেরমের ইমাম, খতীব, মুফতিয়ে আহনাফ, মুদাররিস, ১২৪৯ হিজরী - ১৩১৪ হিজরী মুতাবিক ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ - ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ ইসলামী আক্বিদা বিষয়ক ৪ খন্ডে বিন্যস্ত তাঁর ফতওয়া সমগ্র-

ضوء السراج على جواب المحتاج-

নামক অনন্য কিতাবটি ইসলামের এক অমূল্য সম্পদ। ইমাম আহমদ রেযা ফায়েলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ মহামনীষীর গর্বিত ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

[সূত্র: এলামুল হিজাজ: খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩৯, মারেফে রেযা করাচি: ১৯৯৮ খ্রি. পৃষ্ঠা ১৬৫-১৮১]

* আল্লামা শায়খ সৈয়্যদ আবু বকর বিন সালিম আলবার মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মুদাররিস ফকীহ, ১৩০১- হিজরী মুতাবিক ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ - ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ। তিনি একজন প্রখ্যাত সূফী সাধক, পীরে তরিকত আ’লা হযরত ফায়েলে বেরলভীর অন্যতম খলিফা।

[সূত্র: মারেফে রেযা: ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ২০০-২০২]

* আল্লামা শায়খ আবুল খায়র মিরদাদ মক্কী হানফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম, খতীব, মুদাররিস ১২৫৯ হিজরী - ১৩৩৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ - ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ। যিনি আ’লা হযরত প্রণীত আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া ও হুস্সামুল হারামাঈন কিতাবে লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরই আগ্রহ ও পরামর্শে আ’লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি “আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া” কিতাবে আলোচনা দীর্ঘ করেছেন।

[সূত্র: জাহানে ইমাম আহমদ রেযা: খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫]

* শায়খ আহমদ খাদ্বরাভী মনসূরী, মক্কী, শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মুদাররিস ১২৫২ হিজরী - ১৩২৭ হিজরী মুতাবিক ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ - ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ। তিনি ছিলেন আ’লা হযরতের খলিফা, তিনি মদীনা মুনাওয়ারার ফযীলত ও যিয়ারতে রসূল সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর এক নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য কিতাব রচনা করেন। যার নাম-

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

نفخات الرضى والقبول فى فضائل المدينة وزيارة الرسول-

* শায়খ জামাল মক্কী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মুদাররিস, ১২৮৫ হিজরী - ১৩৪৯ হিজরী মুতাবিক ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ - ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ। যিনি আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র খলিফা। ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রণীত আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া ও হুসসামুল হারামাঈন কিতাবে অভিমত ব্যক্ত করেন।

* আল্লামা শায়খ সৈয়্যদ ইসমাঈল বিন খলিল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হেরমের লাইব্রেরীর পরিচালক ছিলেন। আদ্দৌলাতুল মক্কীয়া ও হুসসামুল হারামাঈন কিতাবে লিখিত অভিমত প্রদান করেন। আ'লা হযরতের খলিফা ছিলেন। তাঁর ভাই আল্লামা সৈয়্যদ মুস্তফা বিন খলিল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনিও ফাযেলে রেবলভীর খলিফা ছিলেন। যাঁর বুজুর্গ পিতা আ'লা হযরতের বন্ধু ছিলেন।

* আল্লামা সৈয়্যদ ইসমাঈল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৩২৮ হিজরিতে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সাথে সাক্ষাতের জন্য মক্কা মুকাররমা থেকে বেরেলী শরীফে এসেছিলেন।

[সূত্র: আল মালফুজ: কৃত মাওলানা মুস্তফা রেযা খান রেবলভী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৯]

* আল্লামা শায়খ সৈয়্যদ আলভী বিন আব্বাস মক্কী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হেরমের মুদাররিস ছিলেন, ১৩২৮ হিজরী - ১৩৯১ হিজরী মুতাবিক ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ - ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। তিনি "মজমুয়া ফাতওয়া ওয়া রাসায়েল" কিতাবে নামাযের পর দু'আ, মৃত ব্যক্তির তালকীন, প্রিয় নবীজির আম্মাজান হযরত মা আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র কবর শরীফ, মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রামাণ্য দলীল উপস্থাপন করেছেন। ২৬৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ কিতাব ১৪১৩ হিজরিতে দশ হাজার কপি মুদ্রিত হয়। তিনি মুফতিয়ে আজম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (১৩১০ হিজরী - ১৪০৪ হিজরী মুতাবিক ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ - ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ)'র খলিফা ছিলেন। খলিফায়ে আ'লা হযরত কুতুবে মদীনা মাওলানা জিয়াউদ্দীন কাদেরী মুহাজিরে মদনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (১২৯৪ হিজরী - ১৪০১ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ -১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ)'র একনিষ্ঠ মুরীদ ছিলেন। আল্লামা সৈয়্যদ আলভী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র জীবন কর্মের উপর তদীয় পুত্র ড. সৈয়্যদ মুহাম্মদ আলভী মালেকী-

العقود اللؤلوية بالاسانيد العلوية-

রচনা করেন।

[সূত্র: জাহানে ইমাম আহমদ রেযা কৃত: মাওলানা মুহাম্মদ হানিফ খান রিজভী বেরলভী, খন্ড ৩, প্রকাশ ২০১৮]

ড. আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ বিন আলভী রুসা'হফা আলায়হি'র পরিবার মক্কা মুকাররমার মহল্লা রুসাইফা শা'রে মালেকী'তে অবস্থিত এক ঐতিহ্যবাহী সুন্নী পরিবার। যে পরিবার পূর্ব সূরীদের ঐতিহ্য সুরক্ষায় শত প্রতিকুলতার মধ্যদিয়ে ইলমী জগতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদার প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

২০০৩ সনে এ অধমের হারামাঈন শরীফাইনে প্রথমবার হজ্ব ও যিয়ারতকালে এ মহান দরবারে উপস্থিতির সৌভাগ্য নসীব হয়েছিল। দরবারের মহান শায়খ ও আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ বিন আলভী মালেকীর দরসে হাদীসের মজলিসে বসার ও দু'আ ফয়েজ বরকত লাভে ধন্য হয়েছি। ২০০৪ সনে আরব বিশ্বের এ মহান দ্বীনি সুন্নী ব্যক্তিত্ব ইহধাম ত্যাগ করেন। বর্তমানে তাঁর বাসভবন সংলগ্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিশাল খানকা শরীফ ও দ্বীনি শিক্ষার্থীদের দরসে তাদরীসের মাধ্যমে দরসে নিযামীর আদলে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের ইসলামী জ্ঞান বিতরণের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তাঁর বুজুর্গ পিতা হেরমের মহান ইমাম সৈয়্যদ আলভী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৩৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ড. মালেকী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদার আলোকে বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তথ্য সমৃদ্ধ "الزخائر المحمدیہ" "আয্ যাহায়েরুল মোহাম্মদীয়া" নামে একটি কিতাব রচনা করেন। যে গ্রন্থটি মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এ কিতাব নজদী ওহাবী ওলামাদের সম্মুখে প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তিনি সুন্নী বিরোধী নজদী ওহাবীদের চতুর্মূখী চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। নজদীদের রোষাণলের শিকার হন। শরয়ী আদালতে তাঁকে তলব করা হয়, তাঁর আক্বিদাগত দাবী প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। মসজিদুল হারামের দরসের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহিত দেয়া হয়। শুধু তা নয়, তাঁর কিতাবের বিরোধীতায় حوار مع المالكى নামে কিতাব রচনা করেন।

যা সৌদি আরবের রিয়াদ 'দারুল ইফতা" হতে সরকারী অর্থায়নে বহুবার সংস্করণ মুদ্রিত হয় এবং বিনা মূল্যে

বিতরণ করা হয়। ২০৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থ ১৪০৫ হিজরীতে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আলভী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শত বাধা বিপত্তি প্রতিরোধ সত্ত্বেও থেমে যাননি। আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল ভিত্তিহীন অভিযোগের দাত ভাঙ্গা খন্ডনে উপরন্তু আকায়েদে আহলে সুন্নতের সত্যতা প্রমাণে পুনরায় তাঁর ক্ষুরধার কলম গর্জে উঠলো - مفاهيم يجب ان تصحح নামে আরো একটি কিতাব প্রণয়ন করেন। মুসলিম দুনিয়ার খ্যাতিমান ওলামাদের অভিমত সংগ্রহ করলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে এ মূল্যবান গ্রন্থটি অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এ ছাড়াও ১৯৯৪ সন পর্যন্ত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আলভী মালেকীর রচনাবলীর সংখ্যা ৩৭ অতিক্রম করেছে। পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র সমূহে ত্রিশটির অধিক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্‌রাসা তাঁর তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত। [সূত্রঃ জাহানে ইমাম আহমদ রেযা: খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫০]

হিজাজে মুক্কাদ্দাস, ইয়ামেন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে তাঁর তাবলীগে দ্বীনের কাজ সম্প্রসারিত। তাঁর মুরীদ রূহানী সন্তানরা ও ছাত্ররা আহলে সুন্নাতের আদর্শ প্রচারে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে মক্কা মুকাররমার আরো অসংখ্য মজলুম সুন্নী মনীষা ওলামা মাশায়েখগণ নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সুন্নীয়তের চর্চা ও দ্বীনি খিদমতের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। মক্কা মুকাররমার ওলামা মাশায়েখ এর সাথে ফাযেলে বেরলভীর যে যোগসূত্র তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত হলো। আল্লাহ্ তা'লা ইমাম আ'লা হযরতের ফয়ূজাত আমাদের নসীব করুন। আ-মী-ন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

আ'লা হযরত রচিত একটি না'তে রাসূলের কাব্যানুবাদ

মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

উপমা তোমার কেউ দেখেনি কখন, তোমারই মত কেউ হয়নি সৃজন,
সম্রাট-মুকুট তব শিরে তো শোভে, দোজাহানের তুমিই তো এমনি রাজন॥

সাগর উচ্ছ্বাসে আর ঢেউ বে-সামাল, অসহায় আমি, ঝড় কী যে ভয়াল!
মাঝ দরিয়ায় আমি হাওয়া যে মাতাল, মম কান্ডারী তরী পার করো হে এখন॥

হে সূর্য দেখেছ রাত্রি আমার, মদিনায় গিয়ে নিবেদিও এ ব্যাপার,
তব কিরণ জ্যোতি কাটে ভবের আঁধার, মম রাত্রি কাটেনা বিরহমগন॥

সুন্দরতম মুখে পূর্ণ যে চাঁদ, দাগ আছে যেন তায় যুলফের ও বাঁধ,
তব চাঁদ মুখে যুলফও সে মায়ারই অগাধ বরষে যে করুণাধারা বর্ষণ॥

তৃষ্ণার্ত আমি তব দান যে অপার, পূত কেশদামে মেঘ আছে তো দয়ার,
ঝরে রিমঝিম রিমঝিম ধারা করুণার, দুটি বিন্দু এদিকে হোক না পতন॥

থামো আরো কিছুক্ষণ কাফেলা মোর, দয়া করো, কাটুক মম তৃষ্ণার ঘোর,
কাঁপে কলজে সে ধুকধুক ভয়ে দূরু দূরু, তায়বাতে তবে কি করলো শ্রবণ॥

হায় কেটে যায় সংক্ষিপ্ত প্রহর, মদীনাতে কাটে যা চরণে বিভোর,
যবে স্মরণে আসে সেইরূপ মনোহর, ব্যথা জাগে মদীনায় যেতে এখন॥

হতচিত্ত মম, জ্বালা অবিরত; মন ও প্রাণ জ্বলে তায় তিক্ত ক্ষত,
পথ এমনি বিপথে খুঁজব কত, তুমি ছাড়া বিজনে কে আছে স্বজন॥

নিবেদিত এ প্রাণ, বাড়ে প্রেমের অনল, প্রেম শিখা হৃদয়ে, এমনি ধকল,
মম তনুমন ধন সঁপে দিয়েছি সকল, প্রিয় নবী ছাড়া নাহি বাঁচে এ জীবন॥

দাও ক্ষান্ত কলম হে রেযা তোমার; না নিয়ম জানি, না যোগ্য যে তার,
পীড়াপীড়ি সাথীদের ছিল অপার, অসহায়ের এ পথে তাই তো চলন॥

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

ইসলামী অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইমাম আহমদ রেযা খান (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)'র অবদান

মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (১৮৫৬-১৯২১) সমসাময়িক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল বাতিঘর ছিলেন। যাঁর আলো সমগ্র বিশ্ববাসীকে আলোকিত করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় পঞ্চাশটি বিষয়ের উপর দেড় সহস্রাধিক কিতাব রচনা করেছিলেন।
পবিত্র কুরআনের ভাষায় "তোমরা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জান।" [সূরা নাহাল]
এই আয়াতের বাস্তব নমুনা। তিনি ছিলেন আহলুজ জিকির। আহলুজ জিকির তারাই যারা কুরআন মজীদের শব্দাবলীর সত্যতা, বাস্তবতা, নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত। তিনি ইসলামের পরিপূর্ণতাকে তাঁর লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাফসির, হাদীস, ফতোয়া, ফরায়েজ, সাহিত্য, বালাগাত, বিজ্ঞান বিষয়ের পাশাপাশি তিনি অর্থনৈতিক বিষয়ের উপরও পারদর্শী ছিলেন।
যখন ভারত বর্ষের মুসলমানেরা পরাধীনতার চরম গ্লানিতে ভোগছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বড় বড় মুসলিম নেতা ও আলেম সমাজ সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগছিলেন। মুসলিম উম্মাহর দুঃসময়ে কি করতে হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কিছু ফেকি আলেম ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণা দিয়ে মুসলিম সমাজকে দেশ ত্যাগে উৎসাহিত করছিল। তাদের উস্কানিতে হাজার হাজার মুসলমান তাদের সহায় সম্বল বিক্রয় করে আফগানিস্তানে হিজরত করছিল। তখনই ইমাম আহমদ রেযা চারটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। রচনা করেন, "Tadbere Falah-o-Najat Wa Islah" তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। পরবর্তীতে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের কলেজসমূহের উপপরিচালক প্রফেসর মুহাম্মদ রফিউল্লাহ্ সিদ্দিকী বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখে ১৯১২ সালে বই আকারে ছাপিয়ে দেন। বর্তমানে "Idara-i Tahqeequat-e Imam Ahmad Raza International"-এর ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করে। তাঁর প্রণিত চারটি নির্দেশনা বর্তমানে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তাধারা উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। হানাফি মাযহাবের ইমাম, ইমাম আযমের সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের কিতাব আল খারাজের পর এটি ইসলামে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত। আল্লামা ওয়াজাহাত রাসূল কাদেরী, আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাকিম শরফ কাদেরী ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসুদ আহমদ কাদেরী এ নির্দেশনাগুলোর উপর গবেষণা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন এর বর্তমান বাস্তবতা।
আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ভারতবর্ষের মুসলমানদের আহ্বান করেছিলেন বৃটিশদের আদালত বর্জন করে নিজেদের বিবাদগুলো পারস্পরিক বুঝা পড়ার মাধ্যমে নিজেরাই সমাধান করতে, তাতেই সঞ্চয় হবে কোটি কোটি টাকা।
বম্বে, কলকাতা, রেঙ্গুন, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজের ধনী মুসলমানদের তিনি আহ্বান করেছিলেন গরীব মুসলমান ভাইদের কল্যাণে সুদ মুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে। মুসলমানেরা যেন অমুসলিম থেকে কোন কিছু ক্রয় না করে, তারা শুধু যেন মুসলমানদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। ইলমে দ্বীন হাসিলে বড় বড় দ্বীনই শিক্ষা কেন্দ্র, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি।
যখন অর্থনীতি কোন মৌলিক বিষয় হিসেবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতো না, তখন থেকেই অর্থনীতির মৌলিক বিষয়ের উপর ধারণা দিয়েছেন। মূলত অর্থনীতি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৩০ সালের মহামন্দার পর। বিশেষ করে বৃটিশ অর্থনীতিবিদ জে. এম. কেইনস (১৮৪৩-১৯৪৬) The Theory of Employment, Interest and Mony. রচনার পর। কেইনস এর চব্বিশ বছর আগে ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এই সঞ্চয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আমাদের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিতব্যয়ী হতে বলেছেন। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেই উৎপাদন বাড়বে, কর্মসংস্থান হবে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। এবং এ প্রক্রিয়ায় দারিদ্র বিমোচন হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, "দারিদ্রতা মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়।"

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

পরাধীন ভারতের মুসলমানদের ঈমান-আমল ঠিক রাখার জন্য এ প্রস্তাবটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯১২ সালে তিনি যখন ভারতের মুসলমানদের ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তখন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা তো দূরের কথা প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। ব্যাংক একটি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে রক্ত সঞ্চালনকারী, মানুষের সুদ মুক্ত সঞ্চয়গুলো সংগ্রহ করে বৃহৎ বিনিয়োগ গঠন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

তৃতীয় প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানরা যদি মুসলমানদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত তবে দৃশ্যপট পাল্টে যেত। অমুসলিমরা ব্যবসা সংগঠনগুলো তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য গঠন করেছে। যেমন- European Common Market- ECM, NAFTA, LAFTA, WTO. সহ বহু সংগঠন।

'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' নাম দিয়ে সাতান্নটি রাষ্ট্র নিয়ে এখন একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, তাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য হয় মাত্র শতকরা নয় ভাগ। বর্তমানে ইসলামী কমন মার্কেট (ICM) গঠন করার জন্য মালয়েশিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামী স্কলার দার্শনিক ও মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক পথ প্রদর্শক ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কতটুকু এ জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অবদান রেখেছেন। এই পথকে যদি আমরা ধরে রাখতে সক্ষম হতাম তাহলে মুসলিম জাতি ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পথকে সারা বিশ্বে মডেল হিসেবে উদাহরণ হতাম। আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ন্যায় যদি ব্যবসা-বাণিজ্যতে মুসলমান মুসলমানে মেলবন্ধনে আবদ্ধ হত, তাহলে আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র এই চেতনা বাস্তবায়ন হত। আসুন আমরা সবাই ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর নির্দেশিত অর্থনৈতিক প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে মুসলিম জাতিকে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করি।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
আনজুমানে আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া গাউসিয়া
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

অধ্যক্ষ মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

মুহাম্মদ আবুল কালাম
উত্তর চরলক্ষ্যা, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: নিজের জীবদ্দশায় খতমে তাহলিল নিজে আদায় করার শরীয়তের হুকুম আছে কিনা জানালে উপকৃত হবে।

উত্তর: কোন অসুবিধা নাই। বরং ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে উত্তম ও অনেক সওয়াব।

প্রশ্ন: একজন মুসলমান ব্যক্তি ব্যাংক, বীমা, এনজিও সংস্থা অর্থাৎ যেখানে সুদ জড়িত আছে অথবা সুদ গ্রহণ করে সে সব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ কিনা জানতে চাই।

উত্তর: যে সব মুসলমান সামর্থবান এবং সুদবিহীন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে সক্ষম তাদের জন্য জেনে-শুনে সুদি কারবারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা গুনাহ্। তবে একান্ত প্রয়োজনে নিরূপায় অবস্থায় অন্য ভাল সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত সুদি কারবারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতে বাধ্য হলেও যথাসময়ে সুদ গ্রহণ করা থেকে নিজকে মুক্ত রাখবে আর সম্মানজনক সুদমুক্ত চাকুরীর সুযোগ হলে কাল বিলম্ব না করে সুদী প্রতিষ্ঠান হতে পৃথক হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে খালিস নিয়তে তওবা করবে। উল্লেখ্য, হালাল ও পবিত্র রিযিক ইবাদত-বন্দেগী কবুল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত।

প্রশ্ন: অনেকে বলে ব্যাংকে চাকরি করা হারাম। এটা কতটুকু সত্য।

উত্তর: ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম সুদের অবকাশ থেকে মুক্ত নয়। বিধায় ব্যাংকের চাকুরি থেকে বেচে থাকাই নিরাপদ।

প্রশ্ন: ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে ব্যাংক যদি নিজের ইচ্ছায় কিছু টাকা লাভ দেয়; এটা কি সুদ হবে? বা কোন মানুষকে কিছু টাকা ধার দিলে সে নিজের ইচ্ছায় কিছু টাকা লাভ দিলে তা সুদ বলে গণ্য হবে কিনা?

উত্তর: বর্তমান সময়ে ব্যাংকিং লেন-দেনে ব্যাংকে জমাকৃত টাকা বা আমানতের উপর ব্যাংক কতৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে শতকরা হিসেবে যে টাকা আমানতদানকারী/জমাদানকারীকে যে ইনট্রেস্ট বা অতিরিক্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তা গ্রাহকের দাবী ব্যতিত, তা যদিও বর্তমান যুগের কিছু কিছু মুফতি/ফকিহ্ সুদের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তবে মুহাক্বিক্ব ফোকাহায়ে কেরামের মতে তা সুদের অবকাশ হতে মুক্ত নয় বিধায় ব্যাংকে জমা টাকার উপর শতকরা হারে যা অতিরিক্ত লভ্যাংশ দেয়া হয় তা গ্রাহক গ্রহণ করে গরীব-মিসকিন ও অসহায় ব্যক্তিকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দিয়ে দেবে। এটাই নিরাপদ ও সতর্কতা। ঋণ/ধারের টাকার সাথে স্ব-ইচ্ছায় লাভ হিসেবেকিছু দিলে সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা হাদীসে পাকে রয়েছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে ঋণ কোনো মুনাফা/লাভ নিয়ে আসে তাও রিবা/সূদের অন্তর্ভুক্ত। [সুনানে বায়হাক্বী,৫/৩৫০]

সুতরাং কোন আত্মীয়-স্বজন বা কোন ঈমানদার নর-নারীকে কর্জদাতা কর্জ/ধার দেবে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কর্জ গ্রহিতাকে সহায়তা করার নিয়তে। সেখানে অন্য কোন দুনিয়াবী লাভ বা ফায়দা অর্জনের উদ্দেশ্যে থাকবে না।

[মিশকাত শরহে মিশকাত কৃত, হযরত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহ. ও ফতোয়ায়ে রজভীয়া, কৃত. ইমাম আলা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান রহ. ইত্যাদি]

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
কর্ণফুলী থানা, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: ৭২ ফিরকা বাতেলের মধ্যে যারা জাহান্নামী, এরা কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী? রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ এদের নসীব হবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে আগ্রহী।

উত্তর: ৭২টি বাতিল ফেরক্বা বা দল-উপদলের মধ্যে যাদের আক্বিদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেমন আল্লাহ-রসূলের ও নবীগণের শান-মানে বেয়াদবী ও কটুক্তি, যা কুফরী ও বেঈমানীর নামান্তর, তাদের ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নাম, তারা জাহান্নাম থেকে কখনো নাজাত পাবে না এবং হুযূরে আনোয়ার, রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ওয়াসাল্লামার শাফায়াত/সুপারিশ তাদের নসিব হবে না। তবে যেসব সাধারণ সরলপ্রাণ মুসলমান ৭২টি জাহান্নামী দলের বাহ্যিক লেবাস, নামায-কালাম ও তাকওয়া, দাড়ি, জোব্বা ও কোরআন তেলাওয়াত দেখে তাদেরকে সমর্থন করেছে বা তাদের ধোঁকার শিকার হয়েছে কিন্তু কখনো তারা আল্লাহ্-রসূল, নবী-অলি- আবদালের শানে বেয়াদবী ও কটুক্তি করে নাই, তারা জাহান্নাম থেকে শাস্তি ভোগ করার পর মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়।

মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন
মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল,
মধ্য হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: পবিত্র ক্বোরআন শরীফ স্পর্শ করে যদি শপথ করে তাহলে তা কি শপথ হবে? যদি শপথ হয় তার কাফ্ফারা কি হবে? জানালে ধন্য হবো।

উত্তর: কোন মুসলিম নর-নারী পবিত্র কুরআন শরীফ স্পর্শ করে হলফ বা শপথ করে অথবা আল্লাহর নামে শপথ করে, তা শপথ/কসম হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব। কাফ্ফারা হলো-একজন দাস-দাসী আযাদ করা যা বর্তমানে প্রচলন নাই অথবা দশজন মিসকিনকে এক জোড়া পোশাক দেয়া অথবা দশজন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়ানো। ইচ্ছা করলে সমপরিমাণ টাকা কাফ্ফারা হিসেবে প্রদান করবে। তবে কেউ যদি অক্ষম হয় তিনদিন রোযা রাখবে কাফ্ফারার নিয়তে। (এটি হল অসহায় বা অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির কাফফারা।

[ওমাদতুর রেয়ায়া, ফতহুল কাদীর, বাহারে শরীয়ত, ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও যুগ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

প্রশ্ন: ইসলামী শরীয়তের মধ্যে কি কি বাক্য দ্বারা শপথ করা জায়েয। আর কি কি বাক্য দ্বারা শপথ করা নাজায়েয জানালে ধন্য হবো।

উত্তর: ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর নামে শপথ করা জায়েয। এমনিভাবে আল্লাহর পবিত্র জাতি ও সিফাতি নামসমূহ থেকে কোন এক নাম দ্বারা শপথ করাও জায়েয। যেমন-রহমান, রহীম ইত্যাদি। আর শপথের ক্ষেত্রে আল্লাহর সমস্ত নামই সমান, চাই এসব নামের সাথে কসম বা শপথ করার বিষয়টি মানুষের জানা/অবগতিতে থাকুক বা না থাকুক। আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীসমূহ থেকে যেসব সিফাতের দ্বারা শপথ করার প্রচলন সমাজে প্রচলিত আছে তা দ্বারা শপথ করাও জায়েজ। যেমন- আল্লাহর ইজ্জতের শপথ, আল্লাহর বড়ত্বের শপথ বা আল্লাহর মহিমার শপথ ইত্যাদি। বিশুদ্ধমতে, আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করে কসম করার ক্ষেত্রে ওরফ বা দেশের প্রথা ধর্তব্য হবে। [শরহুন নিকায়া: আল বুরজন্দী]

তাছাড়া حروف القسم বা কসমের হরফসমূহ দ্বারা আল্লাহর নামযুক্ত করে শপথ করলে কসম বা শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। যেমন- تالله - بالله - والله (ওয়াল্লাহ্, বিল্লাহ, তাল্লাহ্) আমি এ কাজটি করব বা করব না, শপথ হয়ে যাবে। ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

[শরহুল বেকায়া ও ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ইয়ামিন/শপথ অধ্যায় ইত্যাদি]

মুহাম্মদ ইব্রাহীম তাহেরী
ছাত্র-জামেয়া গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদরাসা,
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

প্রশ্ন: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পায়ে তীরের আঘাতপ্রাপ্ত হলে নামাযের অবস্থায় তাঁর পা থেকে তীর বের করা হয়। কেউ কেউ উক্ত ঘটনাকে বানোয়াট বলতে চায়, কিতাবের রেফারেন্স, পৃষ্ঠা নম্বরসহ প্রমাণ ও দলীল দিতে হুযুরের নিকট আবেদন করছি।

The Monthly Tarjuman

উত্তর: একদা হযরত মওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পায়ের গোড়ালিতে তীরবিদ্ধ হয়েছিল। লোকেরা অনেক চেষ্টা করেও সেটি বের করে আনতে পারেনি। কিন্তু যখন নামাযে দাঁড়ালেন তখন সেই তীর লোকেরা বের করে আনেন; কিন্তু তিনি নামাযে এতই ধ্যানমগ্ন ছিলেন তার মোটেই খবর ছিলনা। উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনা সত্য, জাল বা বানোয়াট নয়। প্রখ্যাত মুফাসসিরে ক্বোরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রহ.)সহ অনেকেই উক্ত ঘটনা নেহায়ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন।

[আনীসুল ওয়ায়েযীন, পৃ. ৩৩, مواعظ نعیمیه حصه اول ৬৯ পৃষ্ঠা, কৃত. হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ.) ইত্যাদি]

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

তাসলিমা আকতার
লালিয়ারহাট, ফতেয়াবাদ, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: কারো হাত হতে যদি কুরআন শরীফ পড়ে যায় তার করণীয় কি? এ ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কি জানালে উপকৃত হব।

উত্তরঃ অনিচ্ছাকৃত কারো হাত থেকে কোরআন শরীফ পড়ে গেলে ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিকোণে এটাকে গুনাহ্ বলা যাবে না। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ক্রটি ক্ষমাযোগ্য। হাদিস শরীফে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- رفع عن امتى الخطاء والنسيان الحديث অর্থাৎ আমার উম্মত হতে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ক্রটি এবং কোন কিছু ভুলে যাওয়া মাফ করা হয়েছে। তারপরেও যদি কেউ অনিচ্ছাকৃত এ ধরনের ভুলের জন্য গরীব-দুঃখির প্রতি কিছু সাদকা/দান-দক্ষিণা করতে চায়, তা ভাল ও উত্তম। যেহেতু সাদকা ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে বালা-মুসিবত দুরীভুত হয়। আর ইচ্ছাকৃত এ ধরনের অপরাধ কেউ করলে মারাত্মক গুনাহ্গার ও অপরাধী হিসেবে স্বাব্যস্থ হবে। এমনকি তখন কোরআনে পাকের প্রতি বেহুরমতি ও অসম্মান করার কারণে ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হবে।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

সৈয়দ কামাল পাশা
বখতপুর ছৈয়দ বাড়ী
আজাদী বাজার, ফটিকছড়ি

প্রশ্নঃ মাসিক তরজুমান রজব ১৪৩৮হিজরী এপ্রিল ২০১৭সাল কাজী মুহাম্মদ ইব্রাহিম লিখিত প্রবন্ধ অনুসারে হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাজার শরীফ জান্নাতুল বকীতে অবস্থিত কিন্তু শাওয়াল ১৪৩৮হিজরি, জুলাই ২০১৭সাল, আহমদুল ইসলাম চৌধুরী রচিত সফরনামা অনুযায়ী ইমাম জাফর সাদিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাজার শরীফ ইরানের বোস্তাম শহরে হযরত বায়েজিদ বোস্তামি রহমাতুল্লাহি আলায়হির মাজার সংলগ্ন অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে উক্ত মাজার শরীফ কোথায় কোন স্থানে বিস্তারিত জানালে খুশী হব।

উত্তরঃ আহলে বায়তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত সৈয়্যদুনা ইমাম জাফর সাদিক ইবনে হযরত ইমাম বাকের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের অলৌকিক ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর উপনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্ এবং উপাধী ছিল সাদিক বা সত্যবাদি। তিনি ৮৩ হিজরীর ১৫/১৭ রবিউল আউয়াল মদীনায়ে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ৫ম উত্তরসূরি এবং জ্ঞানের সকল শাখায় অলৌকিক দক্ষতার অধিকারী। এ মহান ইমামের হাজারো উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে অনেক উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানীও ছিলেন। রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান ছিলেন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র। বিশেষত মাযহাবের শ্রেষ্ঠ দুই ইমাম তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন-(ক.) ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি, (খ.) ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলায়হি। হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৫ শাওয়াল ১৪৮ হিজরিতে ৬৫ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করেন। মদিনা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল বকীতে স্বীয় পিতা হযরত ইমাম বাকের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও পিতামহ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাজারের পাশে দাফন করা হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে ইমাম জাফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দাফনস্থল নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে, তবে ইমাম আবদুর রহমান জামি রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ মনিষী ও ইমামের দাফন মদিনার জান্নাতুল বকী শরীফে হওয়াকে জোর দিয়েছেন।

[শাওয়াহেদুন নবুওয়াত কৃত. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী রহ.]

The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মুহাম্মদ বাদশা সেকান্দর
চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ বাতিল ফেরকা ৭৩টি দলের মধ্যে একটি দল জান্নাতি, ৭২ দল জাহান্নামী সে জাহান্নামী দলসমূহের পরিচয় বা নিদর্শন উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তরঃ ৭৩ দলের মধ্যে একটি মাত্র দল জান্নাতী, আর ৭২টি দল জাহান্নামী। [আল-হাদীস।

জান্নাতী হক দলের প্রধান ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় হল তারা মহান আল্লাহ্ তা'আলা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর প্রিয় রসূলগণ, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়তে রসূল, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীন, অলি-গাউস, আবদালের শানে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে, তাদের শানে বিন্দুমাত্র কটুক্তি ও বেয়াদবী করা দুরের কথা, সহ্যও করতে পারে না এবং তাঁদের শানে কোন প্রকার বদ আক্বিদা পোষণ করে না, আর ৭২টি

জাহান্নামী দল-উপদলের অন্যতম পরিচয় হল তারা বক্তৃতায় ও লেখায় সুযোগ পেলেই আল্লাহ্, রসূল, নবী, ওলী, গাউস, কুতুব, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীনের শানে বেয়াদবী ও কটুক্তি করতে দ্বীধাবোধ করে না বরং তাদের শানে-মানে তাদের লিখিত বই-পুস্তকে অসংখ্য বেয়াদবী ও মানহানিকর উক্তি বিদ্যমান, যা ঈমান ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। যেমন- খারেজী, রাফেজী, শিয়া, ওহাবী, নজদী, কাদিয়ানী, মওদুদী, কদরিয়া, জবরিয়া, মুতাজালা, লা-মাযহাবী, আহলে হাদীস প্রমুখ তাদের লিখিত বই-পুস্তকে অসংখ্য বেয়াদবী-কটুক্তি করেছে, তাদের নাম ও বদ আক্বিদাসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন গাউসুল আজম হযরত শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি গুনিয়াতুত্ তালেবীনে, হযরত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহ. মেরকাত শরহে মেশকাত ও মোল্লা আহমদ জিয়ন ফসিরাতে আহমদিয়া। [যুগ জিজ্ঞাসা, ৫৬পৃ. ইত্যাদি]

প্রশ্ন: আজানের সময় কাজ করা, ভাত খাওয়া, কোরআন পড়া, নামাজের ওযু করা যাবে কিনা।

উত্তর: আযান হলো নামাজের আহ্বান, তাই আযান শুনলে আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব ও অপরিহার্য। যেমন এ প্রসঙ্গে নুরুল ঈযাহ্ ফিক্বহের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে- اذا سمع المسنون منه امسك وقال مثله الخ অর্থাৎ যখন কেউ সুন্নতসম্মত আযান শুনবে তখন সে (অন্যান্য ব্যস্ততা বাদ দিয়ে) থেমে যাবে এবং মুআয্যিন আযানের যে বাক্য বলবে সেটা শুনার পর শ্রোতাও একই বাক্য বলবে অর্থাৎ আযানের জবাব/উত্তর দিবে। তাই আযান শোনামাত্র অন্যসব ব্যস্ততা ছেড়ে আযানের প্রতি মনোযোগ দেবে এবং আযানের জবাব দেবে। আর যখন আযান হয় তখন ওই সময়ের জন্য সালাম, কালাম, সালামের জবাব ও অন্যান্য যাবতীয় দুনিয়াবী অহেতুক কার্যাদি বন্ধ করে দেবে। এমনকি কুরআন মজীদ তেলাওয়াত অবস্থায় আযানের আওয়াজ শুনলে তেলাওয়াত বন্ধ করে দেবে এবং মনোযোগ সহকারে আযান শুনবে ও জবাব দেবে। এটাই শরিয়তের বিধান। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আযানের আওয়াজ শুনলে আযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব হলে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং আযান শুনবে এবং এর জবাব দেবে।

[ফতোয়ায়ে আলমগীরী, বায্যিয়া]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রহ রহমাতুল্লাহি আলায়হিসহ অনেক ইমামগণ বর্ণনা করেছেন আযানের জবাব দুই ধরনের (এক) মুখে উচ্চারণ করে আযানের উত্তর দেয়া, তা সুন্নাত (দুই.) আযান শুনে নামাযের দিকে অগ্রসর হওয়া এটা ওয়াজিব। তবে কেউ যদি খানা-পিনায়, অযু, গোসল ও পায়খানা-প্রস্রাবরত থাকাবস্থায় অথবা কোন জরুরী কাজ ও দায়িত্বে থাকাকালীন আযান শুনে তখন মনোযোগ সহকারে আযান শুনবে আর এসব কাজ সেরে নামাজের দিকে অগ্রসর হবে।

[ফতোয়ায়ে আলমগীরী, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মোহতার, ফতোয়ায়ে বাযায়িয়া, নুরুল ঈযাহ, কৃত. শায়খ আবুল ইখলাস হাসান ইবনে আম্মার আল-মিসরী, রহ., ফতোয়ায়ে রজভীয়া, কৃত. ইমাম আহমদ রেযা আলা হযরত রহ. আজান অধ্যায় ও আমার রচিত যুগ জিজ্ঞাসা, পৃ. ১৩৮,]

মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
পেনসিলভিনিয়া, আমেরিকা প্রবাসী।

প্রশ্ন: আশুরা কি? এর গুরুত্ব ও ফজিলত ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হব। কেউ কেউ আশুরার ফজিলত ও গুরুত্ব সংক্রান্ত হাদিস ও বর্ণনাসমূহকে জঈফ বা দুর্বল বলে আশুরার ফজিলত ও গুরুত্বকে খাটো করতে চাই। তাই বিস্তারিত জানানোর নিবেদন রইল।

উত্তর: 'আশুরা' শব্দটি আরবি, এটা আশারুন বা আশেরুন' থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ দশম, শরিয়তের পরিভাষায় ও ইসলামী ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে হিজরী সনের প্রথম মাস মহররম মাসের দশম তারিখকে 'আশুরা' বলা হয়। 'আশুরা' নামকরণের পিছনে বেশ কিছু বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ ফজিলতপূর্ণ যে দশটি দিন দান করেছেন তন্মধ্যে আশুরার দিনের অবস্থান ১০ম নম্বরে হওয়ার কারণে এটাকে 'ইয়াওমে আশুরা' বা আশুরা দিবস বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম আশুরা দিবসের নামকরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় মুহররমের ১০ তারিখে রহমত ও বরকতমন্ডিত ১০টি ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বিধায় 'আশুরা' করে নামকরণ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত

www.anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

হল যেহেতু এদিনটি মহররমের দশ তারিখ সে কারণে এর নামকরণ 'ইয়াওমে আশুরা' করা হয়েছে। তবে এ দিনটি পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে বিভিন্ন কারণে সম্মানিত ও বরকতমন্ডিত। এ দিনে যে সমস্ত ঘটনাবলী রয়েছে তন্মধ্যে সমগ্র বিশ্বের সাড়া জাগানো নজীরবিহীন ও হৃদয় বিদারক মর্মস্পর্শী ঘটনা হলো- ৬১ হিজরীর মুহররম মাসের ১০ তারিখে প্রিয়নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার দ্বীন-ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে সজীব রাখতে ঐতিহাসিক কারবালা প্রান্তরে প্রিয়নবীর কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুসহ ৭২/৮২জন আহলে বায়তে রসূল ও তাদের অনুসারীদের দুষ্ট, পাপিষ্ঠ ও কুখ্যাত ইয়াজিদের নির্দেশে তার জালিম বাহিনীর হাতে শাহাদতের ঘটনা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আজও।

উপরোক্ত নামকরণের প্রেক্ষাপটসমূহ হতে আশুরার ফজিলত ও তাৎপর্য কিছুটা হলেও উপলব্ধি করা যায়। অন্যতম তাফসির বিশারদ হযরত কাতাদাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, পবিত্র কুরআনের সূরা ফজরের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা যে ফজরের শপথ করেছেন তা হল মুহররম মাসের প্রথম ফজর যা দিয়ে নতুন বছর আরম্ভ হয়। [লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃ. ৪৫]

তবে এখানে অন্য তাফসির ও ব্যাখ্যাও আছে। আশুরার দিনে রোযা পালন অন্যতম বরকতময় ও ফজিলতপূর্ণ আমল- এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীসে পাকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত মা আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ

অর্থাৎ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আশুরার দিনে রোযা পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে যখন রমযানের রোযা ফরয করা হলো তখন যার ইচ্ছা আশুরার রোযা পালন করত আর যা ইচ্ছা করত না।

[সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং-১৮৭৫]

জলীলুল কদর সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

مَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمًا فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِه اِلاَّ هٰذَا الْيَوْمُ اى عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرُ يَعْنِىْ شَهْرَ رَمَضَانُ

অর্থাৎ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আশুরার দিনের রোযার উপর (রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে) অন্যকোন দিনের রোযাকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি এবং এ মাস তথা রমযান মাসের উপর অন্য কোন মাসকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি। আশুরার ফজিলত সম্পর্কে হযরত আবু কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, অপর একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

اِنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَه

অর্থাৎ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আশুরার দিনে রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন, আমি আশা করি এ দিন রোযা রাখলে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বের এক বছরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-২৬৪২]

অপর এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত হাফসা বিনতে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত,

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ صِيَامَ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো আশুরার রোযা, জিলহজ্ব মাসের প্রথম নয় দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিনদিন (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের) রোযা থেকে বিরত থাকেননি।

[আল মুসনাদ-৬ খন্ড, পৃ.-২৮৭]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

مَنْ صَامَ عَاشُوْرَاءَ فَكَاَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ فِيْهِ كَصَدَقَةِ السَّنَةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোযা রাখে সে যেন পুরো বছর রোযা রাখল আর যে ব্যক্তি ঐদিনে সাদকা করল। সে যেন গোটা বছর সাদকা করল।

[আদ্ দুরুল্ল মনসূর, ৪/৫৪০, কৃত. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.]

তাই আশুরার দিন ও আশুরার মাসে রোযা রাখা, নামায পড়া, সদকা-খায়রাত করা, কারবালার শহীদের স্মরণে কুরআন খানীর ব্যবস্থা করা,

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ফাতিহাখানী করা, মিলাদ-মাহফিল, যিকর-আযকার ও আলোচনা সভা ইত্যাদি করা অতি ফযিলত ও পূণ্যময় আমল এবং সাওয়াব লাভের অন্যতম ওসিলা। হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া মাহবুবে এলাহী কুদ্দিসা সিররুহু হযরত বাবা ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর রহমাতুল্লাহি আলায়হির বরাতে বর্ণনা করেছেন, আশুরার এ মহান দিবসে ইবাদত-বন্দেগী, কুরআন তেলাওয়াত, নামায কলমা ও দরুদ শরীফ পাঠ ব্যতীত অযথা দুনিয়াবী বাজে কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এসব বর্ণনাসমূহকে কেউ কেউ জয়ীফ ও দুর্বল বলে সরলপ্রাণ ও সাধারণ মুসলমান নর-নারীকে এ মহান দিবসের ইবাদত-বন্দেগী হতে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা করে থাকে তা উচিৎ নয়। অথচ এসব বর্ণনাসমূহ সনদের দিক দিয়ে জয়ীফ ও দুর্বল হলেও ফজিলত ও সওয়াব অর্জনের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং সাধারণ মুসলমানগণকে ইবাদত হতে বঞ্চিত করতে এসব বর্ণনাসমূহকে জয়ীফ ও দুর্বল বলে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী ও ফজিলত অর্জন করা থেকে বঞ্চিত করা অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির নামান্তর।

[গুনিয়াতুত তালেবীন, কৃত. গাউসে আযম শায়খ সৈয়্যদ আব্দুল কাদির জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইত্যাদি]

প্রশ্ন: আহলে বায়তের মহব্বত বা ভালবাসা কি? আহলে বায়ত কারা? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর: আহলে বায়ত হলেন বস্তুত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটতম অতীব প্রিয় ও স্নেহের পাত্র এবং প্রিয়নবীর পরিবারভুক্ত সদস্যগণ। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [سوره احزاب - ايت - ৩৩]

অর্থাৎ হে আহলে বায়ত! নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক চান, তোমাদের থেকে যাবতীয় অপবিত্র দূর করতে এবং আরো চান তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পুত:পবিত্র করতে। [সূরা আহযাব: আয়াত-৩৩]

হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাব্বুল আলামীনের দরবারে এভাবে ফরিয়াদ জানালেন-

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ وَخَاصَّتِىْ فَاذْهَبْ
عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! এরাই আমার আহলে বায়ত এবং বংশীয় ও ঘনিষ্ট আপনজন, আপনি এদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন আর এদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করুন। [মুসলিম শরীফ বরাতে মেশকাত শরীফ, পৃ. ৫৬৮]

মুহাক্কিক্ব ওলামায়ে কেরামের অনেকেই বলেছেন- আহলে বায়তে রসূল হলেন শেরে খোদা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত মা ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এবং তাদের আওলাদগণ আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার বিবিগণ তথা মুসলিম জাহানের মাতাগণকে আহলে বায়তে রসূলের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাই এদের ফজিলত ও মান মর্যাদা অপরিসীম। আহলে বায়তগণ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার প্রিয়ভাজন ও স্নেহের পাত্র। তাই তাঁদের প্রতি মুহাব্বত রাখা ও তাঁদেরকে ভালোবাসার জন্য সরাসরি মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ রয়েছে। সেদিকে নির্দেশ করেই আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র ক্বোরআনুল করীমে এরশাদ করেন-

قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

অর্থাৎ (হে হাবীব) আপনি বলেদিন যে, আমি (রাসূল) তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান (বিনিময়) চাইনা, আমার বংশধরগণ ও নিকটাত্মীয়দের (প্রতি তোমাদের) ভালোবাসা ব্যতীত। [সূরা শূরা, আয়াত-২৩]

এই আয়াতে কারীমা নাজিল হলে সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার নিকট বিনয়ের সাথে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার নিকটাত্মীয় কারা? তখন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপরে বর্ণিত হাদীসটি এরশাদ করেন। আহলে বায়তদেরকে ভালোবাসার ব্যাপারে তবরানী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَتَكُوْنُ
عِتْرَتِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ وَاَهْلِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ
اَهْلِهِ وَذَاتِىْ [اَلْحَدِيْث]

অর্থাৎ অর্থাৎ কোন বান্দা ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে তার নিজের সত্ত্বা

থেকে বেশি ভালবাসবে না, আর আমার বংশধরকে তার বংশধর থেকে বেশি ভালবাসবে না, আমার পরিবার-পরিজনকে তার পরিবার-পরিজন থেকে বেশি ভালোবাসবে না। [আল-হাদিস]

ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন তথা নবী বংশধরকে ভালোবাসা তাঁদের মত ও পথকে আঁকড়িয়ে ধরা মুসলমানের ওপর ঈমানী দায়িত্ব।

আহলে বায়তের মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, (যার হাতে আমার প্রাণ ও সত্তা, তাঁর শপথ) আমার নিকট আমার আত্মীয়গণ অপেক্ষা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয় ও বংশধরেরা ভালোবাসার দিক দিয়ে অধিক প্রিয়।

[সহীহ বুখারী শরীফ ও আশশরফুল মুয়াববাদ, পৃ. ৮৭]

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, আমি আহলে বায়তে রসূলকে এত বেশি ভালোবাসতাম যে, তা দেখে লোকেরা আমাকে রাফেজী বলা শুরু করল, আমি তাদেরকে জবাবে বললাম, আলে রাসূলের প্রতি ভালোবাসার নাম যদি রাফেযী হয়, তাহলে হে জিন জাতি ও মানব জাতি এবং বিশ্ববাসী সাক্ষী হয়ে যাও, আমি রাফেজী অর্থাৎ আহলে বায়তে রসূলের প্রতি অধিক ভালবাসার নাম রাফেজী নয় বরং তাদের প্রতি অধিক ভালবাসার নামে সাহাবায়ে রাসূলের প্রতি বেয়াদবী ও কটুক্তি করাই শিয়া-রাফেজীদের অন্যতম নিদর্শন। এরপর আহলে বায়তের প্রতি মহব্বতে তিনি আরো বলেন, হে নবীজির বংশধরগণ, আপনাদেরকে মহব্বত করা বা ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয। আর এ হুকুম মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র ক্বোরআনে নাযিল করেছেন। তদ্রূপ তাঁদের সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করবে তারা মূলত আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনে-

اشتد غَضَبُ اللهَ عَلٰى مَنْ اٰذَانِىْ فِىْ عَشِيْرَتِىْ - الحديث

অর্থাৎ আল্লাহর ক্রোধ অতীব কঠোর ও কঠিন হবে যারা আমার বংশধরকে কষ্ট দিয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, যে আমার বংশধরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার সাথেই বিদ্বেষ পোষণ করল, কারণ নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

حُسَيْنٌ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْ حُسَيْنِ اَحَبَّ اللهُ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا

অর্থাৎ হোসাইন আমার থেকে আমি হোসাইন থেকে, যে হোসাইনকে ভালোবাসে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালোবাসে। সুতরাং আহলে বায়তে রসূলকে ভালোবাসাই আল্লাহর পক্ষ হতে ফরয করা হয়েছে এবং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশও রয়েছে।

[আশশরফুল মুয়াব্বদ, কৃত. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী রহ. ও খোতবাতে মহররম কৃত. মুফতি জালাল উদ্দিন আমজাদী রহ. ইত্যাদি]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানাঃ প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

প্রবন্ধ

আ'লা হযরত ইমাম আহ্‌মদ রেযা : একটি পুণ্যময় জীবন

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরী মুতাবিক ১৪ জুন ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে শনিবার যোহরের সময়, ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর বেরেলীর জাসূলী মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মগত নাম 'মুহাম্মদ' আর তারিখি নাম 'আল্ মুখতার' [المختار]। যা আবজাদ হিসাবে তাঁর জন্মসাল(১২৭২ হি)কে নির্দেশ করে। তার মহিয়সী মাতা আদর করে তাকে 'আম্মান মিয়া' আর সম্মানিত পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন 'আহমদ মিয়া' নামে ডাকতেন। তাঁর বুযর্গ দাদা মাওলানা রেযা আলী খাঁন তাঁর নাম রাখেন 'আহমদ রেযা'। আর এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি স্বয়ং নিজের নামের আগে 'আবদুল মুস্তাফা' লিখতেন। তিনি তাঁর নাতিয়া কাব্যগ্রন্থের একস্থানে বলেন,

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو، تو ہے عبد مصطفی
تیرے لئے امان ہے، تیرے لئے امان ہے

'খওফ না রাখব রেযা যয়া তূ, তু হ্যায় আবদে মুস্তফা।
তেরে লিয়ে আমান হ্যায়, তেরে লিয়ে আমান হ্যায়।।'

আ'লা হযরত নিজের জন্মসাল পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বের করেন। যেমন:

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْه

"এরা হচ্ছে ওইসব লোক যাদের হৃদয়গুলোতে আল্লাহ ঈমানকে অঙ্কন করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন।" সূরা মুজাদালাহ্, আয়াত ২২।

সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর জন্মের সময় সূর্যের অবস্থান ছিলো গফর মনযিলে, যা জ্যোতিষবিদের কাছে অত্যন্ত বরকতময়। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং লিখেছেন:

دنیا، مزار، حشر، جہاں ہیں غفور ہیں
ہر منزل اپنےماہ کی منزل غفر کی ہے۔

একদিন জন্মের তারিখ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আ'লা হযরত এরশাদ করেন: "আলহামদু লিল্লাহ! আমার জন্মের তারিখটি أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْه এ আয়াত শরীফ থেকে হিসাব করা যায়। এর পূর্বের আয়াত হলো, لَا تَجِدُ قَوۡمًا يُّؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰہِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ يُوَآدُّوۡنَ مَنۡ حَآدَّ اللّٰہَ وَ رَسُوۡلَہٗ وَ لَوۡ کَانُوۡۤا اٰبَآءَہُمۡ اَوۡ اَبۡنَآءَہُمۡ اَوۡ اِخۡوَانَہُمۡ اَوۡ عَشِیۡرَتَہُمۡ ("যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালে ঈমান রাখে, আপনি তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী রূপে পাবেন না। যদিও তারা তাদের পিতা, সন্তান, ভ্রাতা কিংবা তাদের গোষ্ঠী- জ্ঞাতীও হোক না কেন।")

এর পরপরই বলেছেন, اُولٰٓئِکَ کَتَبَ فِیۡ قُلُوۡبِہِمُ الۡاِیۡمَانَ –"এরা হচ্ছে ওইসব লোক যাদের হৃদয়গুলোতে আল্লাহ ঈমানকে অঙ্কন করে দিয়েছেন।"

আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহর দুশমনদের প্রতি আমার ঘৃণা ছোটবেলা থেকেই। আল্লাহর ফযলে আমার সন্তানদের এবং সন্তানদের সন্তানদের অন্তরেও আল্লাহর শত্রুদের প্রতি ঘৃণার বীজ বপন করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর দয়ায় এ প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়ন হয়েছে যে, وَ اَیَّدَہُمۡ بِرُوۡحٍ مِّنۡہُ (এবং নিজের পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন।") আলহামদু লিল্লাহ ! যদি আমার অন্তরকে দু'টুকরা করা হয়, তা হলে আল্লাহর কসম একটিতে লেখা থাকবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (لاالہ الا اللہ) অপর অংশে লেখা থাকবে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' (محمد رسول اللہ)। আর মহান আল্লাহর দয়ায় যেকোন বদ মাযহাবের উপর সর্বদা কামিয়াবি ও বিজয় অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা রূহুল কুদুসের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।

আ'লা হযরতকে তাঁর যুগের বিজ্ঞজনেরা অনেক লকব (উপাধি) দ্বারা ভুষিত করেছেন। তম্মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উপাধি হচ্ছে 'আ'লা হযরত'। এ উপাধিতে তার নামকরণের কারণ সম্পর্কে মাওলানা বদরুদ্দীন কাদেরী লিখেছেন: "তাঁর বংশের লোকেরা পৃথক পরিচয় ও পার্থক্য করার জন্য নিজেদের কথাবার্তায় তাকে 'আ'লা হযরত' বলে ডাকতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতা, তাকওয়া পরহেযগারী ও বিশাল দ্বীনি খিদমতের করণে তাঁর যুগের সকল আলিমকে ছাড়িয়ে যাবার কারণে তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে এ উপাধি এমনভাবে মিশে গেছে যে, আজ শুধু দেশের সাধারণ ও বিশেষজনের

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

কাছে নয় বরং সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে এ উপাধিতে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। আর এটা গ্রহণযোগ্যতার এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, কী আপন, কী পর, সবার কাছে আ'লা হযরত বলা ছাড়া তার মহান ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় ফুটে উঠে না।"

শৈশব, বাল্যকাল ও শিক্ষা দীক্ষা

আ'লা হযরত শৈশব থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অন্যসব শিশু ও বালকদের চেয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিলেন। চার বছর বয়সে দেখে দেখে কুরআন পাঠ সমাপ্ত করেন। ছয় বছর বয়সে রবিউল আওয়াল শরীফ উপলক্ষে আয়োজিত বড় সমাবেশে মিলাদ শরীফের বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

শিক্ষা দীক্ষা, ধর্মীয় ও পার্থিব ঐতিহ্যে আ'লা হযরতের পারিবারিক অবস্থান ছিল অতি উঁচু পর্যায়ের। ভারতবর্ষের জ্ঞানীগুণীসমাজ এ পরিবারকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। তাঁর পরিবারবর্গের প্রতিজন সদস্য ধর্মীয় রঙে পুরোপুরিভাবে রঞ্জিত ছিল। ফলে মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর পিতার নিকট থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পরে তিনি তৎকালীন কতিপয় বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করনে।যেমন, মাওলানা আব্দুল আলী রামপূরীর নিকট থেকে 'শরহে চাগমীনী' নামক কিতাবের কিছু অধ্যায় পাঠ করেন, আপন পীর মুরশিদ সায়্যিদ শাহ্ আলে রাসূল মারহারাভীর কাছে তাসাওউফ,তরীকত ও আফকার এবং সায়্যিদ আবূল হুসাইন আহমদ নুরীর কাছ থেকে ইলমে জুফর, তাকসীর ও তাসাওউফ ইত্যাদি শিক্ষা অর্জন করেন।

এভাবে তাঁর নিয়মিত ও অনিয়মিত শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট ছয়জন। তাঁরা হলেন:

১. মক্তবের উস্তাদ মহোদয়
২. মাওলানা মির্জা গোলাম কাদের বেগ
৩. শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা নকী আলী খান
৪. মাওলানা আবদুল আলী রামপুরী
৫. মাওলানা শাহ্ সায়্যিদ আবুল হুসাইন আহমদ নূরী
৬. মাওলানা শাহ্ সায়্যিদ আলে রসূল মারহারাভী

নিয়মিত ও অনিয়মিত শিক্ষার্জন করা ছাড়াও নিম্নোক্ত ওলামায়ে কিরাম থেকে তিনি হাদীস ও ফিক্হর সনদ লাভ করেন।

১. শায়খ আহমদ যায়নী দাখলান শাফী মক্কী
২. শায়খ আব্দুর রহমান সিরাজ মক্কী
৩. শায়খ হুসাইন বিন সালিহ মক্কী

উপরিউক্ত এ কয়েকজন উস্তাদ ব্যতীত তিনি অন্য কারো শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহ ও রহমতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত নিবিড়। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার ফলে তিনি তাঁর যুগের প্রচলিত ও আবিস্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় ৫৫ এর অধিক বিষয়ে শুধু পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তা নয় বরং ওই বিষয়সমূহে কিছু না কিছু রচনাবলীও রেখে যান। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি শুধু তাঁর ভক্তরা দিয়েছেন তা' নয় বরং তাঁর আদর্শ ও মতবাদের সাথে বৈরীভাব পোষণকারীরাও শেষ পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, 'মাওলানা আহমদ রেযা খান কলমের সম্রাট'।

শিক্ষা সমাপনী সনদ লাভের পরপরই তাঁর পিতা মহোদয় তাঁকে ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্বও অর্পণ করেন। আর ওই বয়স থেকেই তিনি ফাতওয়া লেখার কাজ শুরু করে দেন।

বায়আত ও খিলাফত

আ'লা হযরত এক দ্বীনি ও আধ্যাত্মিক পরিম-লে বেড়ে উঠেন। ফলে বংশসূত্রে তিনি সূফীমত ও আত্মশুদ্ধির অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তিনি ও তাঁর সম্মানিত পিতা মুফতী নকী আলী খাঁন উভয়ে ১২৯৪ হি/ ১৮৭৭ সালে হযরত আলে রাসূল মারহারভীর দরবারে উপস্থিত হলে তখন যুগের অদ্বিতীয় আরিফ হযরত আলে রাসূল আ'লা হযরতকে লক্ষ করে বললেন, "আসুন, আমি কয়েকদিন হতে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। অতঃপর প্রথমে নকী আলী খান রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে, তারপর আলা হযরত কে তিনি বায়আত করান। পীর স্বীয় রূহানী দর্পনে এই পূতপবিত্র নিষ্কলুষ মুরিদের সমোজ্জ্বল কপালে শতাব্দীর মুজাদ্দিদিয়্যাতের আভা অবলোকন করে বায়আতের সাথে সাথে পিতা-পুত্র উভয়কে তরীকতের সকল সিলসিলার রূহানী খিলাফত ও ইজাযত দানে বিভূষিত করেন। শুধু তা নয়, এ খান্দানের পূর্বসূরী বুযর্গগণের নিকট হতে রূহানী সূত্রে চলে আসা সকল প্রকারের আমাল, আশগাল, আওরাদ ও ওয়াযীফারও অনুমতি দিয়ে দেন। বায়আতের পরপরই পীরের পক্ষ হতে এত রূহানী নিয়ামত পেয়ে ধন্য হতে দেখে উপস্থিত মুরীদগণ আশ্চর্য হয়ে যায়। ওইসময় আলে রাসূলের নাতি যুগের কুতুব সায়্যিদ শাহ্ আবুল হুসাইন আহমদ নূরী সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর! ২২ বছরের এ বাচ্চার প্রতি এত দয়া কেন? অথচ আমরা দেখে আসছি আপনার দরবার থেকে খিলাফত ও ইজাযত

পেতে অনেক সাধনার প্রয়োজন পড়ে। আপনি যদি কাউকে উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে মাত্র দু'একটি সিলসিলার ইজাযত দিয়ে থাকেন। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ বিপরীত দেখছি? উত্তরে সায়্যিদ আলে রাসূল মারহারাভী বললেন: "তোমরা আহমদ রেযাকে কী জান।" এটুকু বলে তিনি কেঁদে ফেললেন আর বললেন, "মিয়া! আমি খুব চিন্তিত ছিলাম যে, যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেন, আলে রাসূল, তুমি আমার জন্য দুনিয়া থেকে কী নিয়ে এসেছ? তখন আমি কি উত্তর দেব। আলহামদুলিল্লাহ্! আজ আমার ওই চিন্তা দূর হয়ে গেল। মহান রবের দরবারে তখন আমি আহমদ রেযাকে দেখাব। মিয়া! আমার কাছে যারা ময়লা অন্তর নিয়ে আসে তাদের মেহনতের প্রয়োজন হয়, ইবাদত ও রিয়াযতের মাধ্যমে প্রথমে আত্মাকে পবিত্র করতে হয়। তাই তাদের খিলাফত অর্জনে সময় লাগে। কিন্তু এরা দু'জন অত্যন্ত পবিত্র ও আলোকিত অন্তর নিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি হয়ে এসেছে, তাঁদের জন্য শুধু 'নিসবত' এর প্রয়োজন ছিল।আর বায়আত হওয়ার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়ে গেছে।"

আধ্যাত্মিকতার কত মহান আসনে আ'লা হযরত অধিষ্ঠিত ছিলেন তা তাঁর পীর-মুরশিদের উপরিউক্ত উক্তি হতে সহজে প্রতিভাত হয়।

সনদসমূহ ও ইজাযত

আ'লা হযরত দেশ বিদেশের অনেক সূফীসাধক, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ নিকট থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ সনদ অর্জন করেছেন। তাসাওউফ তরীকত, হাদীস ও ফিকহসহ তাঁর অর্জিত সকল সনদের বিশদ বিবরণ তিনি তাঁর 'আল ইজাযাতুল মাতীনাহ্ লি ওলামায়ি বাক্কাতা ওয়াল মাদীনাহ্ (الاجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة) পুস্তকে বর্ণনা করেছেন।

তিনি তাঁর পীর মুরশিদ সায়্যিদ আলে রাসূল মারহারাভী থেকে তরীকতের প্রায় ১৩ টিরও বেশী সিলসিলাহর খিলাফত ও ইজাযত (সনদ) লাভ করেন। তম্মধ্যে তিনি কাদিরীয়া তরীকার পীর-মুরশিদগণের ধারাবাহিকতায় ৩৫ তম অধস্তন। এ ছাড়া তিনি তাঁকে ইলমে হাদীসেরও সনদ দান করেন।

আ'লা হযরত ১২৯৫হি. ১৮৭৮খ্রি হজ্বের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় তাশরীফ নিয়ে গেলে তখন হিজাযের বিজ্ঞ আলিম শায়খ সায়্যিদ আহমদ বিন যায়নি দাখলান মক্কী (১২৯৯/১৮৮১) ও মুফতিয়ে হানাফিয়্যাহ্ শায়খ আবদুর রহমান সিরাজ মক্কী (১৩০১ ১৮৮৩) প্রমুখ তাঁকে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও উসূলে ফিকহ্ ইত্যাদি বিষয়ের সনদ প্রদান করেন। শেষোক্তজনের সনদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল এ সনদে বর্ণিত সকল ফকীহ্ হানাফী মতাবলম্বী, যা ৩৫ ব্যক্তি পরম্পরায় প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। ওই সফরে মক্কার প্রখ্যাত আলিম শায়খ হুসাইন বিন সালিহ্ শাফিঈ মক্কী স্বহস্তে সিহাহ্ সিত্তার সনদ ও কাদিরিয়াহ্ তরীকার ইজাযত প্রদান করেন। এ সনদে আ'লা হযরতের সাথে ইমাম বুখারী পর্যন্ত ১১ স্তরের ব্যবধান।

সুতরাং আ'লা হযরতের ইলমে হাদীস ও ফিকহের সনদ উপরিউক্ত সনদসমূহের ধারাবাহিকতায় নিম্নোক্ত স্বনামধন্য মুহাদ্দিসগণের সাথে সম্পৃক্ত হয়। যেমন:

১. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (মৃ ১০৫২হি)
২. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (মৃ১১৭৬॥১৭৬২খ্রি),
৩.মাওলানা আবদুল আলী লাক্ষ্মৌভী (মৃ১২৩৫॥১৮২০খ্রি)
৪. শায়খ আবিদ আসসিন্ধি (মৃ১২৫৭॥১৮৪১খ্রি)

অধ্যাপনা ও ছাত্রবৃন্দ

আ'লা হযরত শিক্ষা সমাপ্তির পর পরই অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা ও ফতোয়া লিখা ও প্রদানের কাজে মনোনিবেশ করেন। তবে প্রথমদিকে অধ্যাপনার কাজে বেশী মনোযোগী ছিলেন। কারণ তখন বেরেলীতে উল্লেযোগ্য কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ছিলনা। ফলে ছাত্র ও আলিমদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আ'লা হযরতের মহান সত্তা। যখন তাঁর জ্ঞান ও অধ্যাপনার প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন দেশ-বিদেশের অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হতে থাকে। ওই সময় মাদরাসায়ে আলীয়া রামপুর, দেওবন্দ ও সাহারানপুরের মাদরাসা সারা ভারতে অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ওইসব মাদরাসা ছেড়ে অনেক ছাত্র বেরেলীতে এসে আ'লা হযরতের দরসে যোগদান করত। একদিন এ প্রকার তিনজন নতুন ছাত্র আ'লা হযরতের কাছে পড়তে আসলে উপস্থিত ছাত্রদের কেউ তাদেরকে বললো, ইতিপূর্বে কোথায় পড়তেন? তারা বললো, প্রথমে দেওবন্দ পড়তাম, সেখান থেকে গাঙ্গুহ্ (সাহারানপুর) গেছি, তারপর এখানে এসেছি। সাধারণত কোন মাদরাসা বা উস্তাদের প্রসিদ্ধি শুনলে এ রকম নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো ছাত্রদের স্বভাব হয়ে থাকে কিন্তু আমার বুঝে আসে না যে, আপনারা দেওবন্দ বা গাঙ্গুহে বেরেলীর প্রশংসা শুনেছেন, যার কারণে আগ্রহী হয়ে এখানে এসেছেন। তারা বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। মাযহাব ও মতের ভিন্নতার কারণে বেশীরভাগ বেরেলীর সমালোচনাই

হয়ে থাকে, তবে যত কথাই বলুক শেষ পর্যন্ত এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি কলমের সম্রাট। যে বিষয়ে কলম ধরেছেন এর বিপরীত লেখার করো সাধ্য নাই। এটা দেওবন্দেও শুনেছি এবং গাঙ্গুহেও শুনেছি। তখনই আমাদের অন্তরে আগ্রহ জন্মেছে যে, সেখানেই গিয়ে ইলম অর্জন উচিত যার প্রশংসার সাক্ষ্য স্বয়ং তার বিরুদ্ধবাদীরা দিয়ে থাকে। (والفضل ماشهدت به الاعداء)

তেমনি সুদূর হিজায মুকাদ্দাস থেকেও জ্ঞানপিপাসুরা আ'লা হযরতের কাছে ছুটে আসতো। কিন্তু তাদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে তাদের মধ্যে দু'জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়, যারা বেরেলীতে দ্বীর্ঘদিন অবস্থান করে আ'লা হযরতের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁরা হচ্ছেন, শায়খ আবদুস সাত্তার শামীর ছেলে সায়্যিদ ইয়াছিন মাদানী এবং সায়্যিদ হুসাইন বিন আল্লামা সায়্যিদ আবদুল কাদির তারাবুলিসী। প্রথমজন সম্পর্কে তিনি বলেন: "মাওলানা সায়্যিদ ইয়াছিন মাদানী (যিনি মাওলানা সায়্যিদ আবদুস সাত্তার শামীর সাহেবজাদা) তাশরীফ এনেছেন, ১৪ মাস গরীবালয়ে অবস্থান করেন এবং ইলমে তাকসীর শিখেছেন। তাঁর জন্য আমি আমার পুস্তক 'আতায়িবুল ইকসীর ফী ইলমিত তাকসীর'(اطايب الاكسير فى علم التكسير) আরবী ভাষায় ইমলা (শ্রুতিলিখন) করায়। তিনি লিখতেই ইবারত বুঝে যেত।"

অন্যজন সম্পর্কে বলেন: "মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে এক ফাযিল (ছাত্র) সায়্যিদ হুসাইন বিন আল্লামা সায়্যিদ আবদুল কাদির তারাবুলিসী মাদানী এ বিদ্যা (ইলমে জুফর) ও অন্যান্য বিদ্যা অর্জন করার জন্য আমার কাছে আসে এবং অত্যন্ত আগ্রহ দেখায়। যেহেতু বংশগত সাআদাত, সেহেতু আমি তাঁর অনুরোধের সম্মানার্থে তার জন্য ইস্তিখারার মাধ্যমে অনুমতি প্রার্থনা করি, যা এ ইলমের জন্য জরুরী। আমি স্বপ্নে হুযূর নবী করীম সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নুরানী দর্শনে ধন্য হলাম আর দেখলাম, তিনি নিজের সন্তানকে একটি কিতাব দিচ্ছেন। এ বরকতময় স্বপ্ন থেকে আমি জেনে নিলাম যে, তাঁর জন্য এ ইলমের অনুমতি আছে। তাই এ বিদ্যার কিছু নিয়ম আমি তাকে ইমলা (শ্রুতিলিখন) করায় এবং তা অনুশীলন (মশক)ও করায়। যখন ওই নিয়মগুলোর মশক শেষ হয় তখন এ সংক্ষিপ্ত পুস্তক 'মুতাজাল্লিয়ুল উরূস ওয়া মুরাদুন নুফূস'(متجلى العروس ومراد النفوس)লিখা হয়ে যায়। যার রচনাকাল হচ্ছে ১৩২৮ হিজরী।"

এতে বুঝা যায় যে, শিক্ষা সমাপ্তির পর পরই আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ছাত্রদেরকে পাঠদানে রত ছিলেন। অতঃপর ফাতওয়া রচনা ও অন্যান্য ইলমী কাজের ব্যস্ততার দরুন তিনি শেষ পর্যন্ত অধ্যাপনার ধারা বজায় রাখতে পারেননি। ফলে ১৩২২/১৯০৪ সালে তাঁর নিজের গড়া দ্বীনি শিক্ষাপ্রষ্ঠিান 'জামেয়ায়ে মানযারে ইসলাম' পরিচালনার সব দায়িত্ব আপন বড় ছেলে মাওলানা হামেদ রেযা খাঁনকে দিয়ে দেন।

হজ্ব ও যিয়ারত (প্রথমবার)

১২৯৫ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে আ'লা হযরত আপন বুযর্গ পিতার সাথে প্রথমবার হজ্ব ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফে গমন করেন। তাঁর খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান ও মহত্ত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণবোধ এবং আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণের কারণে মক্কা ও মদীনাবাসী ওলামাদের নিকট তাঁর পরিচিতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। যার সুস্পষ্ট প্রমাণ সে সময়কার শাফেঈ মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম ও জ্ঞানী শায়খ হুসাইন বিন সালেহ্ এর সাথে আকস্মিক সাক্ষাতের ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। ঘটনাটি হলো এ যে, একদিন আ'লা হযরত 'মকামে ইবরাহীম'-এ নামায আদায়ের পর বসে আছেন। এমন সময় ইমাম হুসাইন বিন সালেহ্ পূর্ব পরিচয় ছাড়াই আ'লা হযরতকে তাঁর হাত ধরে মক্কাস্থ আপন বাসভবনে নিয়ে যান। এবং দীর্ঘক্ষণ গভীর দৃষ্টিতে আ'লা হযরতের নুরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন আর বললেন, "নিশ্চয় আমি এ কপালে আল্লাহর নূর দেখতে পাচ্ছি।" অতঃপর তিনি সিহাহ্ সিত্তাহ ও কাদিরীয়া তরীকার সনদ ও ইজাযত স্বহস্তে লিখে তাঁকে প্রদান করলেন। আর বললেন, তোমার নাম 'যিয়াউদ্দীন আহমদ'। এ সনদের বড় সৌন্দর্য হচ্ছে, তাঁর সাথে ইমাম বুখারী পর্যন্ত ১১ স্তরের ব্যবধান। শায়খ হুসাইন বিন সালিহ্ তাঁর জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে মানাসিকে হজ্বের উপর আরবী পদ্যাকারে তাঁর লিখিত 'আল জাওহারাতুল মুদিয়্যাহ্' পুস্তকের উর্দুতে অনুবাদ করতে অনুরোধ করলেন এবং আরো বললেন, "যেহেতু ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী আর আমার পুস্তকটি শাফিঈ মতানুযায়ী লিখিত সেহেতু হাশিয়া বা পার্শ্বটিকায় হানাফী মত সুস্পষ্ট করা হোক।" আলা হযরত তার অনুরোধ রক্ষার্থে দু'দিনের মধ্যে 'আন নায়্যারাতুল ওয়াদিয়্যাহ্ ফী শরহিল জাওহারাতিল মুদিয়্যাহ্' নামে ওই পুস্তকের অনুবাদ ও শরাহ রচনা করে শায়খের খিদমতে

পেশ করেন। এতে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

তিনি ছাড়াও মুফতীয়ে শাফিঈ সায়্যিদ আহমদ যায়নী দাহলান মক্কী (মৃ. ১২৯৯হি./১৮৮১খ্রি.), ও মুফতীয়ে হানাফী শায়খ আবদুর রহমান সিরাজ মক্কী (মৃ. ১২০১হি./১৮৮৩খ্রি.)প্রমুখ মক্কা শরীফের প্রখ্যাত আলেম ও ইমামগণ আ'লা হযরতকে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্ প্রভৃতিতে সনদ দানে ধন্য করেন।

অনুরূপ তিনি মদীনা শরীফেও সেখানকার আলিম ওলামার স্নেহধন্য হন। বিশেষতঃ মুফতিয়ে শাফিঈ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আরব আ'লা হযরতকে তাঁর ঘরে দাওয়াত করেন। খাবার দাবারের সময় জান্নাতুল বকীতে দাফনকৃত দের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ মাসআলা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। আ'লা হযরত বললেন, তাদের মধ্যে আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান গনী শ্রেষ্ঠ। আর শায়খ মুহাম্মদ বললেন, ইব্রাহীম বিন রাসূলুল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ। উভয়ে স্ব স্ব মতের পক্ষে দলীল পেশ করলেন। শেষে শায়খ বললেন, উভয় মতই বিশুদ্ধ ও ব্যাখার অবকাশ রাখে। আ'লা হযরত বললেন, ولكل وجهة هو موليها আর ওই সময়ে হেরেমে আসরের আযান দেওয়া শুরু হয়। আযান শেষ হলে আ'লা হযরত বললেন, فاستبقوا الخيرات এতে মজলিস শেষ হয় আর সবাই নামাযের জন্য হেরেম শরীফে রওয়ানা হয়ে যায়। রাতে আ'লা হযরত মসজিদে খায়ফে একাকী অবস্থান করেন আর মাগফিরাতের সুসংবাদ পেয়ে ধন্য হন।

হজ্ব ও যিয়ারত (দ্বিতীয়বার)

অতঃপর ১৩২৩ হিজরী মুতাবিক ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আ'লা হযরত দ্বিতীয়বার শুধুমাত্র যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হিজায গমন করেন।

মাওলানা যুফর উদ্দীন বলেন, "আ'লা হযরতের ছোটভাই মাওলানা মুহাম্মদ রেযা ও বড় পুত্র হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামেদ রেযা এবং হুযূরের স্ত্রী হজ্বের জন্য রওয়ানা হলে তিনি তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য জান্‌সি স্টেশন পর্যন্ত যান। সেখান থেকে তাঁরা বোম্বাই মেইলে সোজা বোম্বাইর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। তখনও তাঁর হজ্ব ও যিয়ারতের বাসনা জাগেনি। কারণ, ইতোপূর্বে তিনি ফরয হজ্ব আদায় করেছেন এবং রাসূলের রওযা শরীফ যিয়ারত দ্বারাও ধন্য হয়েছিলেন। হাজিদেরকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যই শুধু তার যাওয়া। এরই মধ্যে আ'লা হযরতের হৃদয়ে তার একটি নাতিয়া গযল স্মরণে আসে, যার প্রথম চরণ হচ্ছে:

گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر
رہ گئی ساری زمیں عنبر سارا ہو کر

ওই দ্বীর্ঘ গযলের একটি পঙক্তি এও ছিল:

وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کے برس
رہ گئے ہمرہ زوار مدینہ ہو کر

এ পঙক্তি স্মরণ আসতেই তাঁর অন্তর বিচলিত হয়ে উঠে এবং অন্তরের অবস্থা তাই হলো যা তিনি এ গযলে ব্যক্ত করেছেন:

پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب
پھر کھنچا دامن دل سوئے بیابان عرب

তখনিই তিনি মনে মনে হজ্ব ও যিয়ারত, বিশেষ করে হুযূর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারতে যাবার জন্য দৃঢ় ইচ্ছা করে বসেন। কিন্তু মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসেননি বলে অগত্য হজ্ব কাফেলাকে জানসি স্টেশনে বিদায় জানিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়িতে এসে মায়ের কাছে হজ্বের অনুমতি পেয়ে মনের প্রশান্তি ফিরে পান। অন্যথায় জানসি থেকে ফিরে আসার পর থেকে হুযূরকে বড়ই পেরেশান দেখাচ্ছিল। মায়ের অনুমতির পর কালবিলম্ব না করেই হজ্ব ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বোম্বের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। ভাগ্যিস আলা হযরত না পৌছা পর্যন্ত জাহাজ ছাড়েনি। তিনি গিয়ে ওই কাফেলার সাথে মিলিত হন এবং সবাই একই জাহাজে হিজাযের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এ বরকতময় সফর খুবই সুন্দর ও কল্যাণের সাথে সুসম্পন্ন হয়। এ সফর সম্পর্কে আ'লা হযরত লিখেছেন:

کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا
پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے

যেহেতু আ'লা হযরতের এ সফর ছিল একমাত্র হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র পবিত্র যিয়ারতের উদ্দেশ্যে, সেহেতু তাই হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মাওলানা যুফর উদ্দীন বিহারী বলেন: "আ'লা হযরত যখন মদীনা শরীফে উপস্থিত হন, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র দীদার লাভের আশায় দীর্ঘক্ষণ যাবৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র রওযা মুবারকের সামনে সালাত ও সালাম পাঠ করতে থাকেন। কিন্তু প্রথম রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র দীদার লাভের সৌভাগ্য না হওয়াতে কিছুটা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি সেখানে বসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

সাল্লাম'র শানে একটি প্রশংসামূলক গজল লিখলেন, যার প্রথম চরণে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র দীদার লাভের আকাঙ্খা পোষণ করেছিলেন। চরণটি নিম্নরূপ:

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں - ترے دن اے بہار پھرتے ہیں

অর্থাৎ হে (বাহার) বসন্ত আন্দোলিত হও ! এজন্য যে, তোমার বসন্তের উপর বসন্ত আগমণকারী। ওই দেখ, মদীনার তাজেদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র লালাযার(বাগান)এর দিকে তাশরীফ আনছেন !

কবিতার শেষ চরণে নিজের বিনয় ও অসহায়ত্বের চিত্র তুলে ধরে লিখলেন:

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا - تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں

এ গযল আরয করার পর তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র দীদার লাভের অপেক্ষায় আদবের সাথে বসে রইলেন। হঠাৎ তাঁর ভাগ্য জেগে উঠে, জাগ্রত অবস্থায় স্বচক্ষে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র দীদার লাভের সৌভাগ্য নসীব হয়। [আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এ মহান সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।]

এ সফরে হিজাযবাসী ওলামায়ে কিরাম তাঁর প্রতি প্রাণঢালা সম্মান প্রদর্শন করেন। এ সময় ওলামায়ে হিজায তাঁর নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এর 'ইলমে গায়ব' এবং 'কাগজী নোট' সম্পর্কে ফাতওয়া তলব করেন। দীর্ঘ সফর হেতু শরীরের অসুস্থতা এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থাবলী সঙ্গে না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত নৈসর্গিক শক্তি গুণে সুনিপুন হস্তে মাত্র ৮ ঘন্টার মধ্যে 'আদদাওলাতূল মক্কীয়াহ্ বিল মা'আদ্দাতিল গায়বিয়াহ্' এর মত উচ্চংগের আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে উহার জবাব দেন এবং কাগজী নোট সম্পর্কীয় গ্রন্থ 'কিফলুল ফকীহিল ফাহিম ফী আহ্কামি কিরতাসিত দারাহিম' রচনা করেন। আরব-ওলামাবৃন্দ এ দু'টি গ্রন্থে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ভাষাগত যোগ্যতা দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে পড়েন।

অতঃপর তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এর স্মৃতি বিজড়িত মদীনা মুনাওয়ারাহ্'য় তশরীফ নিয়ে যান। এখানেও মদীনাবাসী ওলামা ও গুণীজনরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নেন এবং নানা উপাধি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করেন। এ প্রসঙ্গে ভারত নিবাসী শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হক মুহাজিরে মক্কী (মৃ. ১৩৩৩ হিজরী) তাঁর চোখদেখা বর্ণনা লক্ষ্য করুন। তিনি বর্ণনা করেন- "আমি অনেক বছর ধরে মদীনা মুনাওয়ারাহ্'য় অবস্থান করে আসছি। হিন্দুস্থান থেকে হাজার হাজার জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে আসেন। তাঁদের মধ্যে আলিম, বুযর্গ, পরহেযগার সবই আছেন। আমি যা লক্ষ্য করেছি, তাঁরা শহরের (মদীনা শরীফ) অলী গলিতে ইচ্ছা মাফিক ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কেউ তাঁদের দিকে ফিরেও তাকায় না; কিন্তু তাঁর (আ'লা হযরত এর) গ্রহণযোগ্যতার এমন আশ্চর্য অবস্থা দেখলাম যে, মদীনাবাসী বড় বড় আলিমগণ তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ; তিনি যাকে চান দান করেন।"

উল্লেখ্য যে, মক্কা ও মদীনার অনেক আলিম-ওলামা তাঁর নিকট থেকে হাদীস,ফিকহ্ ও তরীকতের 'ইজাযত' ও 'খিলাফত' লাভ করেন। অনেককে লিখিত ও মৌখিক অনুমতি দান করেন। আর সময়ের অভাবে যাদেরকে লিখিত সনদ দিতে পারেননি দেশে ফিরে এসে এখান থেকে লিখিত ইজাযতের সনদ প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন; আর কথা মত বেরেলী ফেরার পর তাদের জন্য সনদ প্রেরণ করেন। তার ওই সমস্ত সনদ الاجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার খ্যাতি শুধু উপমহাদেশের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং আরব-আযমের সর্বত্রে তিনি তাঁর যুগেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বিবাহ ও সন্তান সন্ততি

আ'লা হযরত যখন ১৯ বছরে পরিণত যুবক তখনই ১২৯১ হিজরীর কোন এক শুভ মুহূর্তে তাঁর ফুফা শায়খ আফযল হুসাইনের বড় সাহেবজাদী 'এরশাদ বেগম' এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর শ্বশুর শায়খ ফযল হুসাইন রামপুর রাজ্যে ডাক বিভাগে সরকারী উচ্চপদে চাকুরী কর তেন। তাঁর এ শাদী মুবারক মুসলমানদের জন্য শরীয়তের উপর আমল করার এক সর্বোত্তম নমুনা ছিল। নিজের ঘর তো নিজের ঘর তিনি কন্যার পরিবারকেও এ ব্যাপারে সর্তক করে দেন যে, বিয়েতে যেন শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না হয়। অধিকন্তু কন্যাপক্ষও বিয়ের সকল গলদ রসম রেওয়াজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে নিজেদের ধার্মিকতার পরিচয় দেয় এবং লোকের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়।

The Monthly Tarjuman www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

আ'লা হযরত তাঁর দাম্পত্যজীবনে দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ের জনক ছিলেন। ছেলেরা হলেন যথাক্রমে:

১. মাওলানা হামিদ রেযা খান, (যিনি 'হুজ্জাতুল ইসলাম' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।)

২. মাওলানা মুস্তাফা রেযা খান(যিনি ' মুফতীয়ে আযম' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন)

আর মেয়েরা হলেন যথাক্রমে:

১. মুস্তাফায়ী বেগম ২. কানীয হাসান, ৩. কানীয হুসাইন, ৪. কানীয হাসনাইন ও ৫. মুরতাযা বেগম।

গড়ন-আকৃতি

তিনি ছিলেন হালকা পাতলা এবং দেখতে সুন্দর ও সুশ্রী। পাগড়ি ও অংগার পরিহিত অবস্থায় তাঁকে অনেক সুন্দর দেখাত।

পোশাক-পরিচ্ছদ

তিনি শরীয়তসম্মত পোশাক পরিধান করতেন। সপ্তাহে দুদিন - মঙ্গলবার ও শুক্রবার- পোশাক পরিবর্তন করতেন। ওইসব দিনে পারিবারিক কোন অনুষ্ঠান থাকলেও তিনি ওই পোশাক নিয়েই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। তবে হ্যা দু'ঈদের জন্য পোশাক পরিবর্তন করতেন।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

কতিপয় সুন্দর অভ্যাস

- নামাযে ইমামের সাহু (ভুল) হলে সংশোধনের জন্য আল্লাহু আকবর (الله اكبر) এর স্থলে সুবহানাল্লাহ্(سبحان الله) বলতেন।
- হাদীসগ্রন্থের উপর অন্য পুস্তক রাখতেন না।
- অন্যের কথা কেটে কথা বলতেন না। পায়ের উপর পা রেখে বসা পছন্দ করতেন না। বসার সময় বড় বালিশ ব্যবহার করতেন না। তবে কোমরে ব্যথা অনুভব করলে তখন বালিশ ব্যবহার করতেন।
- মিলাদ মাহফিলে দুজানু হয়ে আদবের সাথে বসতেন। ওয়ায বা বক্তব্য প্রদানকালেও দুজানু হয়ে বসতেন। পান বেশী খেতেন কিন্তু মিলাদের মাহফিলে খেতেন না। শেষ বয়সে পান খাওয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দেন। পানের সাথে তামাক পাতা কখনো খান নি।
- প্রিয় নবীর বরকতময় নাম মুহাম্মদ শব্দটি শুনলে দরূদ শরীফ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই বলতেন।
- ঘুমাবার সময় নিজ দেহকে আরবী মুহাম্মদ(محمد) লিপির আকৃতি ধারণ করে ঘুমাতেন।
- কখনো উচ্চস্বরে হাসতেন না। হাই আসলে দাঁতগুলোর উপর হাতের আঙ্গুল চেপে নিতেন, যাতে শব্দ না হয়।
- কিবলার দিকে কখনো থুথু নিক্ষেপ করতেন না এবং পা প্রসারিত করতেন না।
- পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। সবসময় জমাআত সহকারে নামায আদায় করতেন। নামায আদায়কালে সর্বদা পাগড়ি ও জুব্বা পরে খুব ধীরে ও শান্তভাবে নামায পড়তেন।
- নিজের চিরুনি ও আয়না পৃথক রাখতেন। মিসওয়াক অবশ্যই ব্যবহার করতেন। মাথায় ফুলেল(پھلیل)পুষ্পগন্ধ তেল ব্যবহার করতেন।
- খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবার নিয়্যতে বিনা হাদিয়ায় লোকদেরকে তাবিজ দিতেন।
- পরিচিত কোন দোকানদার বা ব্যবসায়ী বিনা মূল্যে বা কম মূল্যে দ্রব্য দিতে চাইলে তিনি সবসময় বাজারের পূর্ণ মূল্য দিয়ে সওদা খরিদ করতেন।
- লোকদের সাথে আন্তরিকতার সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতেন। যখনই কোন সুন্নী আলেমের সাথে সাক্ষাৎ হতো তখনই খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে যেতেন। তাঁর যোগ্য সম্মান করতে কার্পন্য করতেন না।
- কোন হাজি হজ্ব করে তাঁর সাক্ষাতে আসলে তাকে প্রথমে পবিত্র রওযায় হাযির হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করতেন। উত্তরে যদি হ্যা বলতো তবে তখনিই তিনি তার কদমে চুমু খেতেন। আর যদি বলতো ' না', তবে তার দিকে আর চোখ তোলেও তাকাতেন না।
- কোন প্রার্থী তাঁর নিকট থেকে খালি হাতে ফিরে যেতনা। এলাকার বিধবা ও দরিদ্র লোকের প্রয়োজন পূরণে নিজের উপার্জন থেকে মাসিক এক বিরাট অংক নির্দিষ্ট করে রাখতেন।
- তাঁর হাত থেকে কেউ কিছু নিতে বাম হাত বাড়ালে তিনি সাথে সাথে হাত গুড়িয়ে নিতেন আর বলতেন, ডান হাতে নাও, বাম হাতে শয়তানই নিয়ে থাকে। এমনকি বিসমিল্লাহ্ শরীফের সংখ্যাও ডান দিক থেকে লিখতেন। অর্থাৎ প্রথমে ৬, তারপর ৮ এবং তারপর ৭ লিখতেন।
- হাঁটার সময় সর্বদা দৃষ্টি অবনত রেখে খুব ধীরে পা উঠিয়ে হাঁটতেন।
- বই পুস্তক অধ্যয়ন, ফাতওয়া লিখন এবং কিতাবপত্র রচনা, সংকলন ও সম্পাদনায় বেশীরভাগ সময় ব্যয় করতেন।

The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

- আগত অতিথি ও জনসাধারণকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় আসর নামাযের পর সাক্ষাৎ দিতেন এবং তাদের অভাব অভিযোগ শুনে সাধ্যমত ব্যবস্থা নিতেন।
- তাঁর প্রতিটি কাজ ছিলো আল্লাহ্ তাআলার নিরেট সন্তুষ্টি লাভের জন্যই। তিনি না কারো প্রশংসার ধার ধারতেন, না করো সমালোচনার ভয় করতেন। ' যে আল্লাহর জন্যই ভালবাসলো, আল্লাহর জন্যই অপছন্দ করলো, আল্লাহর জন্যই দান করলো এবং আল্লাহর জন্যই নিজে কে বিরত রাখলো, নিশ্চয় সে তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করলো' --এ পবিত্র হাদীসের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ছিলেন তিনি।

ইন্তেকাল

আ'লা হযরত তাঁর ইন্তিকালের চার মাস বাইশদিন পূর্বে তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ দিয়ে পবিত্র কুরআনের ২৯ পারার সূরা দাহরের ১৫নং আয়াত থেকে তাঁর ইন্তিকালের বছর বের করেন। সে আয়াতটির ইলমে আবজদ অনুসারে সংখ্যা হয় ১৩৪০। আর এটিই হিজরী সাল মোতাবেক ইন্তিকালের সাল। আয়াতটি হল:

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ

"এবং তাদের সামনে রূপার পাত্রসমূহ ও পানপত্রাদি পরিবেশনের জন্য ঘুরানো ফিরানো হবে ।" (সূরা-আদ দাহর, পারা-২৯, আয়াত-১৫) (সাওয়ানেহে ইমাম আহমদ রেযা, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৮ অক্টোবর ১৯২১ খ্রি রোজ জুমাবার ভারতীয় সময় বেলা ২টা ৩৮ মিনিটে ঠিক জুমার আযানের সময়, ইমাম আহমদ রেযা খান এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

তাঁর নূরানী মাজার শরীফ বর্তমানে বেরেলী শরীফে অবস্থিত। যা এখনও পর্যন্ত তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের যেয়ারতগাহ ও সমাগমে পরিণত হয়ে আছে।

রাসূলের দরবারে মাকবুলিয়াত

২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী বায়তুল মুকাদ্দাসে একজন সিরীয় বুযর্গ স্বপ্নে নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র দরবারে উপস্থিত দেখতে পেলেন। তিনি সমস্ত সাহাবায়ে কিরামদেরকেও রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র দরবারে উপস্থিত দেখতে পেলেন। মজলিশে কারও কোন সাড়া শব্দ নেই, সকলেই নিরব নিস্তব্ধ ছিল। মনে হল সবাই যেন কারো আগমণের অপেক্ষায় আছেন। সিরীয় বুযর্গ বিনীতভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র দরবারে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক। আমাকে একটু বলুন: "কার অপেক্ষা করা হচ্ছে?" আল্লাহর নবী, রাসূলে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন: "আমরা আহমদ রেযার জন্য অপেক্ষা করছি।"

সিরীয় বুযর্গ আরজ করলেন: "হুযুর! আহমদ রেযা কে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন: "তিনি হলেন হিন্দুস্তানের বেরেলীর অধিবাসী।" ঘুম থেকে জগ্রত হওয়ার পর সে সিরীয় বুযর্গ মাওলানা আহমদ রেযার খোঁজে হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যখন তিনি বেরেলী শরীফ পৌঁছলেন, তখন তিনি জানতে পারলেন, সেদিনই (অর্থাৎ ২৫ সফর, ১৩৪০ হিজরী) এ মহান নবীপ্রেমিক এ পৃথিবী ত্যাগ করে পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। এটি ছিল ঐ দিন, যেদিন তিনি স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছেন: "আমরা আহমদ রেযার অপেক্ষায় আছি।" (সাওয়ানেহে ইমাম আহমদ রেযা, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

The Monthly Tarjuman

বিভিন্নস্থানে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে আয়োজিত মাহফিলে বক্তারা

ইমাম হোসাইন'র শাহাদাত মুসলমানদের ঈমান আক্বিদা রক্ষায় প্রেরণা যোগাবে

ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সপরিবারে শাহাদাত বরণ যুগে যুগে মুসলমানদের ঈমান-আক্বিদা সুদৃঢ় করণে প্রেরণা যোগাবে। ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্বীন ইসলাম রক্ষায় নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাই কারবালার ত্যাগের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসলমানদের ইসলামের সঠিক মতাদর্শ আহলে সুন্নাত ওয়াল-জমা'আতের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে। বিভিন্ন মাহফিলে বক্তারা এ মন্তব্য করেন-

আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায় পবিত্র আশুরা ও আহ্‌লে বাইতে রসূল স্মরণে শোহাদায়ে কারবালা মাহফিল ও গেয়ারভী শরীফ ট্রাস্ট'র সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিনের সভাপতিত্বে ১০ মুহাররম ৩০ আগস্ট চট্টগ্রাম ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকাহ্-এ-কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন- আনজুমান ট্রাস্ট'র সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আলোচনায় অংশ নেন- ট্রাস্ট'র জয়েন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দিন শাকের, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, জামেয়া জামে মসজিদের খতিব আল্লামা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জুবায়ের রজবী, মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আলকাদেরী, ক্বারী মুহাম্মদ ইব্রাহীম। এতে উপস্থিত ছিলেন- আনজুমান সদস্য মুহাম্মদ নূরুল আমিন, মুহাম্মদ কমরউদ্দিন সবুর, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর'র আহবায়ক মুহাম্মদ সেকান্দর মিয়া, সদস্য সচিব সাদেক হোসেন পাপ্পু, সাবেক সম্পাদক মাহবুবুল আলম, সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মুহাম্মদ আজাহারুল হক আজাদ, সাবেক অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ মনোয়ার হোসেন মুন্না, চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলার অন্যান্য কর্মকর্তা-সদস্যবৃন্দ। মাহফিল শেষে সালাতুস্ সালাম, মোনাজাত ও তাবাররুক বিতরণ করা হয়।

রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি

শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল ও মাসিক গেয়ারভী শরীফ রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি কতৃক গত ৩০ আগস্ট শহরের নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল কাদির খোকন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান শরিফ বাবলু। মাহফিল পরিচালনা করেন জিয়াতপুকুর মাজার শরীফ সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কাশেম। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, আলহাজ্ব মাওলানা মুজিবুর রহমান, হাসান আলি, সাইফুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুস সালাম, মোস্তাক ও অনান্য পীর ভাইগণ। পবিত্র আশুরা এর মহত্ব নিয়ে আলোচনা ও দোয়া মুনাজাত করেন মোহাম্মদ সাইদার রহমান।

লোহাগাড়া উপজেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ লোহাগাড়া উপজেলা শাখা ও হযরত ইমাম হাসান হোসাইন রাদ্বিঃ একতা সংঘের ব্যবস্থাপনায় শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল ছগিরাপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। গাউসিয়া কমিটি লোহাগাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ জসিমুদ্দীন আলকাদেরী মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন।

মাহফিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন-একতা সংঘের ও সভাপতি, গাউসিয়া কমিটির অর্থ-সম্পাদক উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দিন।

এতে প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন চট্টগ্রাম শাহচাঁন্দ আউলিয়া কামিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মদ মিশকাতুল ইসলাম আলকাদেরী, বিশেষ ওয়ায়েজ ছিলেন

www.anjumantrust.org E-mail: anjumantrust@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক কাদেরী, মাওলানা হারুনুর রশিদ আনসারী।

বক্তারা বলেন- সত্য, ন্যায়ের পথে অটল থাকা এবং অবিচার, শোসন, অত্যাচার ও অত্যাচারীর বিপক্ষে প্রতিবাদ করাই কারবালার শিক্ষা।

মাহফিলে অন্যান্যেল মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা এনামুল হক, মাওলানা তাওহীদুল ইসলাম, মাওলানা এহসান উদ্দিন কাদেরী, সাজরিল আওয়াল শিফাইন, মিজানুর রহমান,অর্থ-সম্পাদক কায়দে আযম সাকিব, সম্পাদক আব্দুল্লাহ আফনান, মুহাম্মদ রাকিব, দপ্তর-সম্পাদক আবু হুরায়রা শাইয়ুন, রিদওয়ানুল হক,ফরহাত হোসেন সাকিব,মুহাম্মদ সাকিব, মিনহাজ, জাবেদ হোসেন, সায়নান মাহমুদ সাদ,জুহাইর, জাঈম ও গাউসিয়া কমিটি বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

গাউসিয়া কমিটি বকসিরহাট ওয়ার্ড

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৩৫নং বক্সিরহাট ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল, গাউছে জামান সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) এর ওরশ মোবারক ও শেরে মিল্লাত মুফতি আল্লামা ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) এর স্মরণে মাহফিল খাতুনগঞ্জ হামিদুল্লাহ খাঁন জামে মসজিদে গত ২ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আলহাজ্ব আবদুস ছত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। উদ্বোধক ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার। প্রধান বক্তা ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আশরাফী। বিশেষ অতিথি ছিলেন হামিদুল্লাহ খান জামে মসজিদের খতিব উপাধ্যক্ষ আল্লামা জুলফিকার আলী। প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম বয়ানী। ওয়ার্ড সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম শাকিল ও মুহাম্মদ ইউছুপ এর সঞ্চালনায় মাহফিলে বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগরীর সদস্য সচিব আলহাজ্ব ছাদেক হোসেন পাপ্পু, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ছাবের আহমদ, নুর আহমদ পিন্টু, আলহাজ্ব খাইর মোহাম্মদ, মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, সাবেক কমিশনার হাজী নুরুল হক, আলহাজ্ব নুরুল আজিম নুরু, মাওলানা আবদুল হাকিম, শওকত ইসলাম চৌধুরী দুলাল, মুহাম্মদ রেজাউল করিম, নাছির উদ্দিন চৌধুরী, নুর আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ লিটন, হাফেজ মুহাম্মদ হোসেনসহ থানা ও ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দ। মাহফিলে বক্তারা ইমাম হোসাইনের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে গাউসিয়া কমিটির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহবান জানান।

গাউসিয়া কমিটি উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলার উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে, আওলাদে রাসূল আলামা হাফেজ, ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ রহমাতুলাহি আলাইহির সালানা ওরশ মোবারক, শেরে মিল্লাত আলামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী রহমাতুলাহি আলাইহির ফাতেহা ও ত্বরিকতের মরহুম পীর ভাইবোনদের ইছালে ছওয়াব উপলক্ষে দাওয়াতে খায়র মাহফিল ৩১ আগস্ট চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১০ নং উত্তর মাদার্শা শাখার সভাপতি মাওলানা সৈয়দ পেয়ার মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয়'র মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার। প্রধান বক্তা ছিলেন চন্দ্রঘোনা তৈয়্যবিয়া তাহেরীয়া নুরুল হক জরিনা মহিলা মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা বদরুল হাসান আলকাদেরী।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১০ নং উত্তর মাদার্শা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক মোহাম্মদ জামশেদ ও ২ নং ওয়ার্ড শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা মেহেদী হাসান নঈম এর যৌথ সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলা পূর্ব শাখার সভাপতি গাজী মোহাম্মদ লোকমান, সাধারণ সম্পাদক ব্যাংকার জসিম উদ্দিন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কক্সবাজার জেলার যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলা পূর্ব শাখার সহ-অর্থ সম্পাদক আরশাদ চৌধুরী, ১০ নং উত্তর মাদার্শার সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার সৈয়দ মুহাম্মদ এনামুল হক, ১০ নং উত্তর মাদার্শা সহ-সভাপতি মাওলানা শাহজাহান আলী, সহ-সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ শাহ, দফতর সম্পাদক মোহাম্মদ ছরওয়ার, নাজিম উদ্দীন, নির্বাহী সদস্য এস এম সাহেদ, চন্দ্রঘোনা

কদমতলী শাখার সাধারণ সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন ছরওয়ার, অর্থ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, ৫ নং ওয়ার্ড শাখার সভাপতি মাওলানা আবু কাউসার নোমান, সাংগঠনিক সম্পাদক একরামুল হক রানা, ২ নং ওয়ার্ড শাখার সভাপতি জাহিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক সালমান বিন তাহের, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আরমান, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আরফাত, নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ বাবু প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি নুরুল হক (রহ.) জামে মসজিদ শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ শাহ্ আমিরপুর তৈয়্যবিয়া মাওলানা নুরুল হক (রহ.) জামে মসজিদ ইউনিট শাখার উদ্দ্যোগে গত ৩০ আগস্ট মুহাম্মদ আবুল বশরের সভাপতিত্বে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ইউসুফ ফয়জীর উপস্থাপনায় মাহফিলে প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইসকান্দর আলম। বিশেষ বক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ এমরান আনোয়ারী, মাওলানা দিল মুহাম্মদ আল কাদেরী। ওয়ায়েজ ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ একরামুল হক আল কাদেরী। মাওলানা মোহাম্মদ শামশুল আলম আল কাদেরী, মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন আল কাদেরী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ বেলাল সওদাগর, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ আমির হোসেন, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুহাম্মদ আলী (মিয়া), নুর মোহাম্মদ, মাওলানা আব্দুল মালেক, মুনির উদ্দীন রুবেল, মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, মুহাম্মদ এরশাদ হোসেন, মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুল হক, মোহাম্মদ ইলিয়াছ, মোহাম্মদ ইদ্রিস, মোহাম্মদ রফিক, মোহাম্মদ সৈয়দ, মোহাম্মদ কাশেম প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ড

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানার আওতাধীন ১০নম্বর উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ড শাখার উদ্দ্যোগে কর্ণেলহাটস্থ খানকা শরীফে গত ৬ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহানের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় শোহাদায়ে কারবালা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পাহাড়তলী থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন। প্রধান বক্তা ছিলেন এ.এস.এম. ইলিয়াছ উদ্দিন তৈয়্যবী। বিশেষ অতিথি ছিলেন থানা শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুছা, মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া, আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, আলহাজ নুরুল হক, মুহাম্মদ ইকবাল, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মুহাম্মদ জাবেদ হাসান, মুহাম্মদ বাদশা, মুহাম্মদ আজিম, মুহাম্মদ ফারুক, শফিকুর রহমান, দানেয়েল রাফি, ইসমাইল নুর শাকিল, মুহাম্মদ রাকিব প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি কাজী বাড়ী জামে মসজিদ ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, লতিফপুর ওয়ার্ড আওতাধীন আহমদ উল্ল্যাহ কাজী বাড়ী জামে মসজিদ ইউনিটের উদ্যোগে শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল গত ২৯ আগষ্ট, মসজিদ প্রাঙ্গণে ইউনিট সাধারণ সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ তৌহিদ আজম এর সঞ্চলনায় ও ওয়ার্ড সভাপতি মোহাম্মদ ফেরদৌস মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি, পাহাড়তলী থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওমর ফারুক নঈমী, বিশেষ বক্তা ছিলেন অত্র মসজিদের খতিব মাওলানা দিদারুল ইসলাম কাদেরী, এতে বক্তব্য রাখেন কাজী মোহাম্মদ ফেরদৌস শাকিল, কাজী মোহাম্মদ মারুফ, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন রুবেল, মোহাম্মদ জাবেদ হোসেন, মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন বাদশা, মোহাম্মদ ইব্রাহীম শাকিল।

গাউসিয়য়া কমিটি হযরত আলী শাহ্ (রহ.) ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি লতিফপুর ওয়ার্ড আওতাধীন হযরত আলী শাহ্ (রহ.) ইউনিটের উদ্যোগে পবিত্র শোহদায়ে কারবালার স্মরণে মিলাদ মাহফিল গত ৪ সেপ্টেম্বর, সৈয়্যদেনা সিদ্দিকে আকবর (রাহ.) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কাউছার এর সঞ্চলনায় ও গাউছিয়া কমিটি পাহড়তলী থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদ মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা মুজিব উদ্দিন কাদেরী। বিশেষ বক্তা ছিলেন মাওলানা রোকন উদ্দিন ইরফান, আরো বক্তব্য রাখেন অত্র মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মারুফুল ইসলাম কাদেরী। এতে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড সভাপতি মোহাম্মদ

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org e-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ফেরদৌস মিয়া, ১০নং উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মফিজুর রহমান, মোহাম্মদ হোসেন কোম্পানী, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ মাসুম, মোহাম্মদ রবিউল হোসেন বাবু, মোহাম্মদ ইলিয়াছ, মোহাম্মদ মনির, মোহাম্মদ আনসার, কাজী মোহাম্মদ মারুফ, মোহাম্মদ ফারুক, মোহাম্মদ রাশেদ প্রমুখ।

কধুরখীল গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কধুরখীল ইউনিয়ন শাখা ও খানকাহ্-এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়ার ব্যবস্থাপনায় ইয়া রাসুলাল্লাহ (দ.) কনফারেন্সে বক্তারা বলেন, হোসাইনী আদর্শালোকে গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) সূচিত সংস্কার কর্ম চিরদিন বিশ্বমানবতাকে সৎ পথের দিশা দেবে। গত ১০ সেপ্টেম্বর কধুরখীল খান্‌কা শরীফে আহ্‌লে বায়তে রাসূল (দ.) স্মরণে মাহফিলে শোহাদায়ে কারবালা, সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রহঃ)'র ওরশ ও বোয়ালখালী গাউসিয়া কমিটির উপদেষ্টা অলি আহমদ খতিবীর ১৭তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক আলোচনা ও মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাওলানা কাজী ওবাইদুল হক হক্কানীর সভাপতিত্বে কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার ও যুগ্ম মহাসচিব অ্যাড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। মোহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি ও আলোচক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ইউপি চেয়ারম্যান শফিউল আজম শেফু, মাওলানা ইমরান হাসান কাদেরী, শাহাদাত হোসেন রুমেল, নুরুল ইসলাম, নেজাবত আলী বাবুল, শেখ মুহাম্মদ সালাউদ্দিন প্রমুখ।

এফ.এ ইসলামিক মিশন নানুপুর

ফটিকছড়ি নানুপুরস্থ এফ এ ইসলামিক মিশন ওয়াকফ কমপ্লেক্স আয়োজিত শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে সুলতানে কারবালা মাহফিল কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (ম.জি.আ) এর সভাপতিত্বে গত ৩ সেপ্টেম্বর মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আল কাদেরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি জসিম উদ্দীন আলকাদেরী, আল্লামা আহমদ হোসাইন, আল্লামা জসিম উদ্দীন আবেদী, মাওলানা মহিউদ্দিন আলকাদেরী, মাওলানা নঈমুল হক নঈমী, মাওলানা সরোয়ার আলম, মাওলানা সালাহউদ্দিন, হাফেজ মুহাম্মদ দিদারুল আলম, মাওলানা ফজলুল বারী, মাদরাসা সুপার মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল হোসেন। পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাস্টার মুহাম্মদ আবুল হোসাইন এর সঞ্চালনায় মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা কমিটির সদস্য আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, আলহাজ মুহাম্মদ শরীফ উদ্দীন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার উদ্দীন, হাফেজ মুহাম্মদ নুরুচছাফা, মাওলানা জিয়াউর রহমান, মাওলানা শাহাদাত হোসাইন কাদেরী, মুহাম্মদ মাসুদ, জয়নুল আবেদীন, মুহাম্মদ আমান উল্লাহ, মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন, মাওলানা জয়নাল আবেদীন, মাওলানা ওসমান গনি, মাওলানা মুহাম্মদ মুসলেম, মুহাম্মদ হায়দার আলী, হাফেজ মাওলানা সাইফুল্লাহ, হাফেজ মুহাম্মদ খোরশেদ, মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন ও শায়ের মুহাম্মদ মুনির উদ্দীন প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আল কাদেরী বলেন এজিদ এর দুঃশাসন থেকে মুসলমানদের রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নবীজির আওলাদের শাহাদাত ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বলেন মানবতার কল্যাণে কাজ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাই মানবিক বিপদকালীন মূহুর্তে এফ এ ইসলামিক মিশনের পক্ষ হতে মুমূর্ষ রোগীর সেবা, গরীব, অসহায় পরিবারের পাশে থেকে তাদের সাধ্যমত সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

পূর্ব চরকানাই দরবারে আজিজিয়া

পটিয়া উপজেলার পূর্ব চরকানাই দরবারে শাহ আজিজিয়ায় ১০দিন ব্যাপী শোহাদায়ে কারবালা স্মরণে মাহফিল আলহাজ্ব জেবল হোসেন চৌধুরী জামে মসজিদে, শাহজাদা মুহাম্মদ ইদ্রিছ চৌধুরী সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব শাহাদাত হোসেন রুমেল। মাহফিলে তকরির করেন মাওলানা আবু মুহাম্মদ মিসবাহুল ইসলাম মোজাহেদী, মাওলানা ইউসুফ জিলানী, মাওলানা নুর হোসেন হেলালী, মুফতি মাওলানা আবদুল মাবুদ আলকাদেরী, মাওলানা মিসকাতুল ইসলাম মোজাহেদী, মাওলানা খোরশেদ আলম কাদেরী, মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন গরীবি, মাওলানা কুতুব উদ্দীন, মাওলানা মুজিবুল হক কাদেরী, মাওলানা মহিউদ্দীন

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

কাদেরী, মাওলানা ইরফানুল করিম তাহেরী, মাওলানা হারুনুর রশিদ কাদেরী, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা হাফেজ মোস্তাক রেযা কাদেরী, মাওলানা নুরুল আমিন জিহাদী, মাওলানা নুরুল ইসলাম আলকাদেরী, মাওলানা সাঈদ কাদেরী, হাফেজ মাওলানা শহিদুল ইসলাম, মাওলানা আবদুর রহমান কাদেরী প্রমুখ। অতিথি ছিলেন হাজী জালাল মেম্বার, মুহাম্মদ আরিফুর রহমান চৌধুরী, শাহযাদা মুহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী, শাহযাদা কাজী মুহাম্মদ আলমগীর, রমজান আলী চৌধুরী, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরী, এ.কে.এম. আকতার হোসেন মাস্টার, নুর সোবহান চৌধুরী, মুহাম্মদ সেকান্দর সাগর, মুহাম্মদ হায়দার আলী, মুহাম্মদ শাহজাহান সাজু, মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন, মুহাম্মদ আলমগীর, মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

চাঁন্দগাও থানা গাউসিয়া কমিটির ওরশ মোবারক উপলক্ষে
ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প ও স্মারক আলোচনায় বক্তারা-

আল্লামা তৈয়্যব শাহ (রহ.) প্রতিষ্ঠিত গাউসিয়া কমিটির মানবিক সেবা কার্যক্রম দেশব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে

গাউসে জমান আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) গাউসিয়া কমিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম ও সুফিবাদের যে মূল দর্শন 'মানবিক সেবা' তা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। দীর্ঘ পাঁচ মাসের অধিক সময় ধরে গাউসিয়া কমিটি করোনাকালীন দাফন-কাফন কার্যক্রম-এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি চট্টগ্রাম আদালত অঙ্গনে পরিচ্ছন্ন অভিযান, ঈদ উল আযহার সময় সড়ক ও মহল্লায় জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটানো কর্মসূচী দেশ ও জাতির বিবেকে পরিবেশ সচেতনতার নব-জাগরণ সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি গরীব-দুঃখী ও অসহায়দের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, ফ্রি চিকিৎসা সেবা ইসলামের মূল দর্শন তথা সুন্নিয়তের চেতনায় এবং দেশপ্রেমে মানুষকে উজ্জীবীত করবে। গত ২২ আগস্ট নগরীর বহদ্দারহাটস্থ আর. বি. কনভেনশন হলে আয়োজিত গাউসে জমান আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর সালানা ওরশ মোবারক উপলক্ষে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মেয়র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম.রেজাউল করিম চৌধুরী এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলন, গাউসিয়া কমিটিই একমাত্র ইসলামিক ও আধ্যাত্মিক সংস্থা যারা করোনাকালে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে মানবতার কল্যাণে সবকিছু উজাড় করেছেন। তিনি নিজেকে গাউসিয়া কমিটির কার্যক্রমে সবসময় সহযোগি হিসাবে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, আগামীতে নগরবাসীর সেবা করার সুযোগ হলে, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমূক্ত নগরী গড়ে তোলায় হবে আমার প্রথম কাজ । বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি চট্টগ্রাম জেলা ইউনটের সহযোগিতায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চান্দগাঁও থানা শাখা কর্তৃক দিনব্যাপী আয়োজিত ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প উদ্বোধন করেন বিএমএ কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, রেড ক্রিসেন্ট কেন্দ্রীয় বোর্ড সদস্য ও চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি ডা. শেখ শফিউল আজম। সংগঠনের চান্দগাঁও থানা শাখার সভাপতি তছকির আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত চিকিৎসা ক্যাম্প ও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আল্লামা কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দিন আশরাফী, আনজুমানের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এস.এম. গিয়াস উদ্দিন মোহাম্মদ শাকের, চট্টগ্রাম কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ড. নু.ক.ম. আকবর হোসেন, শায়খুল হাদিস আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, দৈনিক পূর্বদেশের সহকারী সম্পাদক অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর আহ্বায়ক, মীর মোহাম্মদ সেকান্দর মিয়া, সদস্য সচিব সাদেক হোসেন পাপ্পু, উত্তর জেলা গাউসিয়া কমিটির প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেল সদস্য মোহাম্মদ এরশাদ খতিবী, অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন রুমেল,

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

মিশর আল-আযাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আল-আযাহারী, চসিক. মাদরাসা পরিদর্শক, মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, গাউসিয়া কমিটি দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান হাসান আলকাদেরী, মোহাম্মদ আবদুস ছালাম, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কোম্পানী, মোহাম্মদ শামসুল আলম সও, মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন মানিক, হাজী মোহাম্মদ আবু তাহের, মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন খোকন প্রমুখ । চিকিৎসা ক্যাম্পে ১২জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেডিসিন, কার্ডিওলেজি, কিডনি, নাক, কান, গলা, শিশু, গাইনি, দন্ত, চক্ষু, বাত ও ব্যথায় আক্রান্ত ৪ শতাধিক রোগীর চিকিৎসাসহ ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয় । এ সময় চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করেন, ডা. মেজবাহ উদ্দিন, ডা. সালমা আক্তার, ডা. মহিউদ্দিন, ডা. শেখ সানজানা সামরিন, ডা. ইফতেষার হোসেন, ডা. মোহাম্মদ সায়েম, ডা. আকিল ইবনে তাহের, ডা. মানিক. ডা. ইমরাতুল ফাতেমা এমি, ডা. ফাহমিদা আক্তার, ডা. আশরাফুল ইসলাম সজিব, ডা. তাহমিদ বিনতে জসিম, ডা. শাহাদাত হোসেন পাটোয়ারি, ডা.ওমর ফয়সল, ডা. বদিউল আলম, ডা. মোহাম্মদ সামশুল আরেফিন আজিম । সহযোগিতায় ছিলেন, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত জেমিসন হাসপাতালের চীপ আশরাফ উদ দৌলা সুজন, ইউনিট অফিসার আবদুর রশীদ খান, যুব রেডক্রিস্টে অ্যালামনি সদস্য সাইফুল কাদের বিদ্যুৎ, যুব প্রধান ফয়সল, ইমু, কৃঞ্চ ও তুহিন প্রমূখ ।

ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প শেষে নগরীর বিভিন্ন স্থানে তিনশতাধিক পথশিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয় । এরপর বিকালে রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, হাদিয়ে দ্বীন ও মিল্লাত গাউসে জমান আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.)-এর জীবন-কর্মের উপর আলোচনা, মিলাদ মাহফিল, মোনাজাত ও তাবরুক বিতরণ করা হয় ।

বায়েজিদ থানা গাউসিয়া কমিটির ওরস মাহফিল

আল্লাহ ও রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অন্তরের বিশুদ্ধতা ও ত্যাগ স্বীকার অপরিহার্য

...আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রিয় নবীজির মুহব্বত অন্তরে ধারণ করে প্রতিটি কাজে কর্মে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে । তাহলে আপনার জিন্দেগীর মূল্যায়ন স্বাভাবিকভাবে মহান আল্লাহর দরবারে করবুল হয়ে যাবে । এর জন্য কোন ধরনের প্রচার করতে হয় না । শুধু মুখ দিয়ে বললে তা গ্রহন যোগ্য হবে না । তাই এখলাসের সাথে মানব সেবা করুন, জীবনের সফলতা আসবেই আসবে । গত ১৬ আগষ্ট আমান বাজার আই.এস. কনভেশনে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বায়েজিদ থানা শাখার ব্যবস্থাপনায় গাউছে জমান রাহনুমায়ে শরিয়ত ও তরিকত আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর সালানা ওরশ মোবারক ও শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) এর স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আন্‌জুমান এ রাহমানিয়া সুনীয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন এ মন্তব্য করেন । এতে প্রধান আলোচক ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ অহিয়র রহমান আলকাদেরী । সংবর্ধিত অতিথি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন আশরাফী বলেন সুন্নীয়তের ময়দানে অবদান রাখার জন্য আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহঃ) এর কর্মময় জীবনের রেখে যাওয়া প্রতিটি কর্মসূচী যুগের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয়েছে । বর্তমান করোনা ভাইরাসের দুঃসময়ে গাউসিয়া কমিটি যে খেদমত করেছেন, তা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দেখা যাচ্ছে । আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ সর্দারের সভাপতিত্বে এবং আলহাজ্ব সৈয়দ হাবিবুর রহমান সর্দারের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় যুগ্ন মহা সচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, চট্টগ্রাম মহানগর সদস্য সচিব আলহাজ্ব মুহাম্মদ সাদেক হোসেন পাপ্পু, উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ আল্লামা তৈয়ব আলী, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ নুরুল আমিন, আলোচনা করেন, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম, মাওলানা সৈয়দ হাসান আল আযহারী । অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

আলহাজ্ব মুহাম্মদ হোসেন, ১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডের সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী কোম্পানী, ১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক- মুহাম্মদ সালামত আলী, ২নং জালালাবাদ ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সামশুল আলম চৌধুরী, ২নং জালালাবাদ ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক- আলহাজ্ব মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ, পাঁচলাইশ ওয়ার্ড সভাপতি- মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ মহিউদ্দিন খোকন, আলহাজ্ব আমান উল্লাহ আমান, আলহাজ্ব মুহাম্মদ এনামুল হক সওদাগর, আলহাজ্ব মোছলেম উদ্দিন, আলহাজ্ব এরশাদুল আলম (হিরা), মুহাম্মদ জানে আলম, মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলকাদেরী, মাওলানা হাফেজ আহমদুর রহমান হক্কানী, মাওলানা হাফেজ তাহের, এম.এ মতিন, মোহাম্মদ ইমরান, মুহাম্মদ দিদারুল আলম খন্দকার, ইয়াছিন আরাফাত, মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন, মিন্টু, বাক্কি, মাওলানা মহিউদ্দিন ও শেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান প্রমুখ ।

গাউসিয়া কমিটি বাকলিয়া থানা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বাকলিয়া থানা শাখার উদ্যোগে হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ (রাঃ)'র সালানা ওরশ মোবারক, শেরে মিল্লাত মুফতি আল্লামা ওবাইদুল হক নঈমী (রাঃ)'র স্মরণসভা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান গত ১৪ আগস্ট বাদ মাগরিব সিলভার প্যালেস কমিউনিটি সেন্টারে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল আকতার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন, প্রধান বক্তা ছিলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মঈন উদ্দিন আশরাফী, বিশেষ অতিথি ছিলেন আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, কেন্দ্রীয় মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার, কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব এ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, চট্টগ্রাম মহানগর আহবায়ক আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ সেকান্দর মিয়া, সদস্যসচিব আলহাজ্ব সাদেক হোসেন পাপ্পু, সাবেক অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব মনোয়ার হোসেন মুন্না, চাঁন্দগাঁও থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পাঁচলাইশ থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মনির উদ্দিন সোহেল, বাকলিয়া থানার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন সুরুজ ও যুগ্ম সম্পাদক জানে আলম জানুর যৌথ সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন বাকলিয়া থানার সহ সভাপতি আলহাজ্ব ইউনুস মেম্বার, আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী, আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসেন খোকন, আবদুস সবুর, আলহাজ্ব আবদুর নুর, আলহাজ্ব হারুনুর রশীদ, আলহাজ্ব মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, সিনিয়র সদস্য মুহাম্মদ ইলিয়াছ খাঁন, জামাল আহমদ খাঁন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু তাহের, সহ সম্পাদক আব্দুল করিম সেলিম, আলহাজ্ব সাব্বির আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আইউব আলী, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান, সহ অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরিদ কোম্পানী, আব্দুল কাদের রুবেল, দপ্তর সম্পাদক হাবীব মনছুর, সহ দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ হোসাইন, মুহাম্মদ শেখ জামাল, দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক মাওলানা সোহেল উদ্দীন আনছারী, সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, প্রকাশনা সম্পাদক মেজবাহউদ্দিন বাপ্পী, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ হামিদ, সহ প্রকাশনা সম্পাদক হাসান মুরাদ, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ কফিলউদ্দিন, সহ প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রেজাউল হোসেন জসিম, সহ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক নাজমুল হক বাচ্চু, মোহাম্মদ নুর হোসেন, সদস্য মুহাম্মদ মোশাররফ, মুহাম্মদ ইয়াছিন, মুহাম্মদ মহসিন, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ, মুহাম্মদ শহিদ মিয়া, ইমরান রানা সহ ওয়ার্ড ও ইউনিট কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় নবনির্বাচিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের চেয়ারম্যান মাওলানা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফীকে বাকলিয়া থানার পক্ষে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর ওরশ মাহফিল মুহাম্মদ আইয়ুব এর সভাপতিত্বে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আবদুল আলী জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে তকরির পেশ করেন পাহাড়তলী থানা দাওয়াতে খাইর সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
monthlytarjuman@gmail.com

হালিম। উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, মুহাম্মদ আলাউদ্দিন খান, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, কাজী মুহাম্মদ রবিউল হোসাইন, কামাল আহমদ মজু, মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, হামিদুল ইসলাম হাসিব, মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, নাঈমুল হাসান তানভীর, মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, মুহাম্মদ আকবর মিয়া, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জিকু, মুহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম, মুহাম্মদ ইলিয়াছ, মুহাম্মদ আলী হোসেন, মুহাম্মদ আ.ফ.ম মঈনুদ্দীন, মুহাম্মদ আলমগীর, মুহাম্মদ আজিম, মুহাম্মদ আবদুল মন্নান, মুহাম্মদ ওয়াহিদ, মুহাম্মদ আকবর, মুহাম্মদ আরমান হোসেন, মুহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) ছিলেন সুন্নীয়তের ঐক্যের প্রতীক। তিনি মাসিক তরজুমান প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

গাউসিয়া কমিটি নোয়াপাড়া ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানাধীন নোয়াপাড়া ইউনিট শাখার উদ্যোগে গাউসে জামান আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর ওরশ মোবারক সম্প্রতি সংগঠনের সভাপতি নাঈমুল হাসান তানভীরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান হৃদয়ের সঞ্চালনায় মাহমুদ খান জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখার সহ-সভাপতি হাজী নুর মুহাম্মদ সওদাগর। বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম ফারুকী সুমন, ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, ৯নং ওয়ার্ডের অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, নোয়াপাড়া ইউনিট শাখার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক, নোয়াপাড়া ইউনিট শাখার দপ্তর সম্পাদক ডি.এম সাকিব, সদস্য আমির হাসান, মুহাম্মদ ইসতিয়াক প্রমুখ। এতে তক্বরীর পেশ করেন গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখার দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হালিম।

গাউসিয়া কমিটি শীতলঝর্ণা আ/এ শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ শীতলঝর্ণা আবাসিক এলাকা ও জালালাবাদ শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ মোহাম্মদ অছিয়র রহমান আলক্বাদেরী সভাপতিত্বে গাউসে জমান, আলে রাসূল, হাফেয ক্বারী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ২৮তম বার্ষিক ফাতেহা ও ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক, হাফেয মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, ঢাকা ক্বাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসার অনার্স বিভাগের প্রভাষক মাওলানা ইমরান হোসাইন, আলহাজ্ব মাওলানা সোলতানুল আলম আনসারী, শায়ের মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, মাওলানা সৈয়দ নূর বাঙ্গালী শাহ্, মাওলানা মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম আলক্বাদেরী, মাওলানা সৈয়্যদ ফোরকান রাব্বানী, হাফেয মাওলানা আমিন, মাওলানা রবিউল হোসাইন ও মাওলানা সৈয়দ আহমদ রজা ক্বাদেরী সহ অনেক ওলামায়ে কেরাম পবিত্র খতমে বুখারী শরীফে অংশগ্রহণ করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বায়েজীদ থানার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সর্দার, আলহাজ্ব আবদুর রহমান, আলহাজ্ব এনাম সওদাগর, আলহাজ্ব মুসলেম উদ্দিন, আলহাজ্ব শহীদুল্লাহ, শামসুল আলম ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ মুফতী সৈয়্যদ মোহাম্মদ অছিয়র রহমান আলক্বাদেরী বলেন, গাউসে জমান, আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শরিয়ত, তরিক্বত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিশাল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং তিনি ইসলামের অন্যতম দিকপাল হিসেবে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় ও বরনীয় হয়ে থাকবেন।

গাউসিয়া কমিটি ওয়াজের আলী রোড ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৯নং ওয়ার্ড আওতাধীন ওয়াজের আলী রোড ইউনিট কর্তৃক হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সালানা ওরস মোবারক ও মাসিক খতমে গাউসিয়া শরীফ গত ৪ সেপ্টেম্বর বাদ মাগরিব

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদত খানায় ইউনিট সহ সভাপতি মোহাম্মদ খালেদ সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটির প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ইউনিট উপদেষ্টা আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছিদ্দিক, আলহাজ্ব ছাবের আহমদ জাহাঙ্গীর, আলহাজ্ব আজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ বশির ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ হামিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুল, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মুহাম্মদ জসিম, ইউনিট সদস্য মুহাম্মদ এরশাদ, মোহাম্মদ গিয়াস প্রমুখ। মাহফিলে তকরির করেন আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদতখানার পেশ ইমাম মাওলানা মুহাম্মদ সৈয়দ আনসারী।

গাউসিয়া কমিটি লতিফপুর ওয়ার্ড

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানার আওতাধিন লতিফপুর ওয়ার্ডের উদ্যোগে গত ১৩ আগস্ট হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব মাহ্ (রহ.)'র ফাতেহা ও ওরস মাহফিল পাকা রাস্তার মাথা মদনী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় ও ওয়ার্ড সভাপতি মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগরের সদস্য সচিব আলহাজ্ব সাদেক হোসেন পাপ্পু, প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আবু নওশাদ নঈমী, এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন পাহাড়তলী থানা গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হারুন, পাহাড়তলী থানার অর্থ সম্পাদক কামাল আহমেদ মজু, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, ১২নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ, ১০নং উত্তর কাট্টলীর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মফিজুর রহমান, বক্তব্য রাখেন ১০নং উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক কে.এম. নুরুদ্দিন চৌধুরী, ৯নম্বর উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড সভাপতি মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন মসজিদ পরিচালনা কমিটি সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আজম খান, মাওলানা দিদারুল ইসলাম কাদেরী, মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন, মুহাম্মদ ফরহাদ হোসেন বাদশা, মুহাম্মদ সাজরাতুল ইয়াকিন শাওয়াল, জিয়াউদ্দিন সুমন, মুহাম্মদ জাহেদুল রশিদ, মাওলানা শেখ জাকারিয়া, মুহাম্মদ আবু নাসের, রবিউল হোসেন, ইব্রাহীম শাকিল, কাজী তৌহিদ আজম সাজ্জাদ, কাজী তৈয়্যব আজম কাউসার, ফেরদৌস ওয়াহিদ, জাকির হোসেন, মুহাম্মদ রুবেল, আবদুল মান্নান, মুহাম্মদ জয়নাল, রেজাউল করীম প্রমুখ।

www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

ওফাতবার্ষিকীতে স্মারক আলোচনায় বক্তারা

দ্বীন ও মানব সেবায় বহুমুখী অবদানে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন নুর মুহাম্মদ আলকাদেরী (রহ.)

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব নুর মুহাম্মদ আলকাদেরীর ৪৩তম ওফাতবার্ষিকীতে স্মারক আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, নুর মুহাম্মদ আলকাদেরী ইসলামের মূলধারা সুন্নিয়ত ও সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার প্রচার-প্রসারে অসামান্য অবদান রেখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শাহানশাহে সিরিকোটি কর্তৃক ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এশিয়ার দ্বীনি মারকাজ চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার জন্যে সে সময়ে তাঁর অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। হুযুর কেবলা তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র শতাব্দি সেরা সংস্কার জশনে জুলুস ১৯৭৪ সনে সর্বপ্রথম নুর মুহাম্মদ আলকাদেরীর নেতৃত্বে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বলুয়ারদীঘি খানকাহ থেকে বের হয়ে সমগ্র দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর অবদান, তৎকালীন বক্সিরহাট ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম চেম্বার নেতা হিসেবে সর্বসাধারণের সেবায় তিনি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বহুমুখী অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে। বক্তারা তাঁর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান।

বলুয়ারদীঘি পাড়স্থ খানকা-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় অনুষ্ঠিত স্মারক আলোচনা গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনারের সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী। মরহুমের পরিবারের পক্ষে কৃতজ্ঞতা জানান আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান ট্রাস্টের সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ারের স্বাগত বক্তব্য ও মুহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও আলোচক ছিলেন আল্লামা এম.এ. মান্নান, আল্লামা কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফী, আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলায়মান আনসারী, অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রেজভি, উপাধ্যক্ষ ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, আল্লামা জসিম উদ্দিন আল আযহারী, মাওলানা আবুল কালাম বয়ানী, প্রভাষক মাওলানা হাফেজ আনিসুজ্জামান, মাওলানা হামেদ রেযা নঈমী, মাওলানা নঈমুল হক নঈমী, অধ্যাপক মাওলানা আবু আহমদ, মাওলানা ড. সাইফুল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মাওলানা ইমরান হোসেন কাদেরী, মীর সেকান্দর মিয়া, হাবিব উল্লাহ মাস্টার, আহসান হাবিব চৌধুরী হাসান, কাজী ওবাইদুল হক হক্কানী, মাওলানা কারী হারুন উর রশিদ, প্রকৌশলী মির্জা ফজলুল কাদের, মাওলানা জয়নাল আবেদীন, মাওলানা সোহেল আনসারী প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও ফ্রি ঔষধ বিতরণের মাধ্যমে ২ দিন ব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিনে নুর মুহাম্মদ আলকাদেরী স্মৃতি সংসদ ও শিশু কিশোর সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং অলংকার ও লিও ক্লাব অব চিটাগাং প্লাটিনাম'র সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্মৃতি সংসদের সভাপতি এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। এতে প্রধান মেহমান ও প্রধান আলোচক ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন ও গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার। উদ্বোধক ছিলেন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক-৩১৫/বি-৪ এর ১ম ভাইস গর্ভনর আল-সাদাত দোভাষ (সাগর)। মুহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, মাস্টার মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ, আহছান হাবীব চৌধুরী হাসান, কুতুব উদ্দিন সেলিম, লায়ন হাজী মুহাম্মদ ইউনূছ, লায়ন আশিকুল আলম, লায়ন নেওয়াজ-এ খান, লায়ন আলহাজ্ব সাব্বির আহমদ, লায়ন নূর আহম্মদ পিন্টু, আলহাজ্ব ছাবের আহমদ, আব্দুল মান্নান, লিও নেছার আহমেদ তাহসিন, ফায়েদ, নাফিজ, নজির আহমদ আরিয়ান, তাহমিদ, মোহাম্মদ শাকের প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শতাধিক নারী-পুরুষ ও শিশুদের মাঝে ঔষধ, মাস্ক সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড শাখার দাওয়াতে খায়র মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১১নং দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে দাওয়াতে খায়র মাহফিল নছর উল্ল্যাহ চৌধুরী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। দাওয়াতে খায়র বিষয়ে আলোচনা করেন পাহাড়তলী থানার দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল হালিম। উপস্থিত ছিলেন ১১নং ওয়ার্ডের সভাপতি মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আকবর মিয়া, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, মুহাম্মদ ইকবাল, মুহাম্মদ সজীব উদ্দিন, মুহাম্মদ সিফাত চৌধুরী, মুহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন অয়ন, মুহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম, মুহাম্মদ নূর হোসেন, মুহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ আনোয়ার পাশা, মুহাম্মদ শাহাদাত, মুহাম্মদ ফজল করীম, মুহাম্মদ শাহজান, মুহাম্মদ লোকমান চৌধুরী, মুহাম্মদ ইমাম হোসেন আলেফ প্রমুখ। দাওয়াতে খায়র সম্পাদক দাফন-কাফন নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন।

হযরত হানিফ শাহ্ (রহ.) ইউনিট গঠন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১০নম্বর উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ড আওতাধীন হানিফ শাহ্ (রহ.) ইউনিট কাউন্সিল গত ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। হাফেজ মাওলানা জসিম উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন পাহাড়তলী থানা গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ১০নম্বর উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ড শাখার সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুছা, মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া, ওয়ার্ড সাংগঠনিক সম্পাদক কে.এম. নুরুদ্দিন চৌধুরী, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আজিম, সহ অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুদ্দিন চৌধুরী। আরো উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ ফারুক, মুহাম্মদ দানেয়েল রাফি, মুহাম্মদ জীবন, মুহাম্মদ হামিদ, আরমান শাকিল, মঈন উদ্দিন প্রমুখ। দ্বিতীয় অধিবেশনে ১০নম্বর

ওয়ার্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মফিজুর রহমান ইউনিট কমিটি ঘোষনা করেন। সভাপতি শরফু উদ্দিন জীবন, সাধারণ সম্পাদক হাসিব বিন ইসলাম (হামিদ), সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ তওসিফ আলম, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক আরমান শাকিব।

আফগান মসজিদ ইউনিট নবায়ন

গাউসিয়া কমিটি ১৭নং ওয়ার্ড শাখার আওতাধিন ডি.সি. রোড আফগান মসজিদ ইউনিট শাখার কাউন্সিল গত ৪ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ আমিনুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আবু নাসের বজলুর রহমান, মাওলানা নুরুল আমিন ছিদ্দিকি, প্রদান বক্তা ছিলেন বাকলিয়া থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন সুরুজ, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুহাম্মদ হাবিব মনসুর। মুহাম্মদ সরওয়ার আলমকে সভাপতি মুহাম্মদ শাহজাহান বাদশাকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ ইয়াছিন আরাফাত মুন্নাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন আবুল কালাম আবু, নাজমুল হক বাচ্চু, ওসমানগণি, এডভোকেট জসিম উদ্দিন, মুহাম্মদ ইউনুচ, মুহাম্মদ কায়সার, মুহাম্মদ মহসিন, মহিম, তুহিন, তারেক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ড সেক্রেটারি মুহাম্মদ জানে আলম জানু।

মদিনা মসজিদ ইউনিটে মতবিনিময়

গাউসিয়া কমিটি ১৭নং ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে গত ২ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ খায়রুল্ল বশরের সভাপতিত্বে, মদিনা মসজিদ ইউনিটের সাথে ওয়ার্ড শাখার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন থানা কমিটির দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব মনসুর, বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ড সেক্রেটারি মুহাম্মদ জানে আলম জানু, এতে উপস্থিত ছিলেন নাজমুল হক বাচ্চু, ইয়াছিন বাদশাহ্, ওসমান গণি, এডভোকেট জসিম উদ্দিন, মুহাম্মদ ইউনুছ, মুহাম্মদ মহসিন, তুহিন তারেক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউনিট সেক্রেটারি আমিনুল হক চৌধুরী, উক্ত মতবিনিময় সভায় পূর্বের ন্যায় দাওয়াতে খায়র কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তাজউদ্দিন শাহ্ ইউনিট নবায়ন

গাউসিয়া কমিটি ১৭নং ওয়ার্ড আওতাধীন শাখার কাউন্সিল গত ১৭ আগস্ট মুহাম্মদ আমিনুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাকলিয়া থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন সুরুজ। এতে মুহাম্মদ ওসমান গণিকে সভাপতি, মুহাম্মদ মোরশেদুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ ফয়সাল জামান পাবেলকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ আবুল হক সওদাগরকে উপদেষ্টা, মুহাম্মদ তানজিমকে সদস্য করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

মিয়া বাপ মসজিদ ইউনিট নবায়ন

গাউসিয়া কমিটি ১৭নং ওয়ার্ড শাখা মিয়াবাপ জামে মসজিদ ইউনিট নবায়নকল্পে সভা গত ৩০ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ আমিনুল হকের সভাপতিত্বে হয়। এতে মুহাম্মদ সেলিমকে সভাপতি, মুহাম্মদ ওসমান গণিকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ সাইমকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ মানিক মিয়াকে সদস্য করে ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিযোগিতায়

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব অর্জন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিশু কিশোর ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ২০১৮ অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিষয়ে ক ও খ গ্রুপে ১ম, ২য়, ৩য় স্থানে ৬২জন পুরস্কৃত হয়। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ, ২০১৯ সালে, অনার্স, কামিল, আলিম গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন ও ১ম, ২য় স্থানে লাভ করে ১৪ জন ছাত্র।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত শিশু কিশোর ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান লাভ করে বিভিন্ন গ্রুপে ৫০ জন ছাত্র।

২০১৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হিফজ ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানে ৩৪ জন ছাত্র পুরস্কার লাভ করে।

সংগঠন সংস্থা সংবাদ

২০২০ সালে টি.ভি চ্যানেল (অএঞঘ) বাংলা আয়োজিত ইসলামিক জিনিয়াস শুদ্ধ ইসলামিক জ্ঞান প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগে পুরস্কার প্রাপ্ত বিজয়ীদের তালিকা

ক্রমিক	নাম	শ্রেণি	প্রতিযোগিতার আয়োজক	প্রতিযোগিতার বিষয়	মেধাস্থান
০১	মুহাম্মদ মহিউদ্দীন কাউসার	আলিম ১ম	এটিএন বাংলা	শুদ্ধ ইসলামিক জ্ঞান	বিজয়ী
০২	মুহাম্মদ জুলফিকার আলী	আলিম ১ম	,,	,,	বিজয়ী

২০২০ সালে বিটিভি এ- বিটিভি ওয়ার্ল্ড কর্তৃক আয়োজিত আলোর পথে অনুষ্ঠানের হামদ, নাত প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগে পুরস্কার প্রাপ্ত জামেয়ার বিজয়ী ছাত্রদের তালিকা

ক্রমিক	নাম	শ্রেণি	প্রতিযোগিতার আয়োজক	প্রতিযোগিতার বিষয়	মেধাস্থান
০১	হোসাইন মুহাম্মদ জাওয়াদ	৬ষ্ঠ	বিটিভি এ- বিটিভি ওয়ার্ল্ড	হামদ/না'ত	বিজয়ী
০২	মুহাম্মদ জুলফিকার আলী	আলিম ১ম	,,	,,	বিজয়ী
০৩	মুহাম্মদ হাসান ছিদ্দিকী	৯ম	,,	,,	বিজয়ী
০৪	মুহাম্মদ ফাহিম শাহরিয়ার	আলিম ১ম	,,	,,	বিজয়ী
০৫	মুহাম্মদ আবদুল আজীজ	আলিম ১ম	,,	,,	বিজয়ী
০৬	মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন	আলিম ১ম	,,	,,	বিজয়ী
০৭	মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন রুমি	৮ম	,,	,,	বিজয়ী
০৮	মুহাম্মদ ওসমান হারুনী	৮ম	,,	,,	বিজয়ী

২০২০ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত বিজয়ী শিক্ষার্থীদের তালিকা (উপজেলা পর্যায়)

ক্রমিক	নাম	শ্রেণি	প্রতিযোগিতার আয়োজক	প্রতিযোগিতার বিষয়	মেধাস্থান
০১	মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	১০ম	দুদক	বিতর্ক	রানার্স আপ
০২	মুহাম্মদ শরফুদ্দিন	১০ম	,,	,,	,,
০৩	আকরামুল আহমদ ওয়াহিদ	১০ম	,,	,,	,,

২০২০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত বিজয়ী শিক্ষার্থীদের তালিকা (চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়)

ক্রমিক	নাম	শ্রেণি	প্রতিযোগিতার আয়োজক	প্রতিযোগিতার বিষয়	মেধাস্থান
০১	মুহাম্মদ রেজাউল মোস্তফা	৮ম	ইসলামিক ফাউ-েশন	ক্বিরাত ক গ্রুপ	২য়
০২	মুহাম্মদ মহিউদ্দীন কাউসার	আলিম ১ম	,,	ক্বিরাত খ গ্রুপ	১ম
০৩	মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন	অনার্স ৪র্থ	,,	,,	৩য়

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman